শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের

অষ্টকালীন

নিত্যলীলা

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

সাধন আশ্রম
১৯নং শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী লেন, টালা, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা

সূচীপত্র।

Printed by RASICK LAL PAN,
AT THE GOBARDHAN PRESS,
209, Cornwallis Street, Calcutta.

প্রকাশকের নিবেদন।

মহাত্মা অটলবিহারী নন্দী তাঁহার গুরুদেব ব্রজধামপ্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বরূপদাস বাবাজীর বর্ণিত এই "নিত্য লীলা" বা শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ পুস্তকখানি এবং "নিত্য রাস" (যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে) এই দুইখানি পুস্তক আমাকে প্রকাশের ভার দিয়া পাঠাইয়া দেন; এই নিত্য লীলা খানি গদ্যে গ্রথিত ছিল তাহা পদ্যে রূপান্তর করিয়া প্রকাশ করিতে আদেশ দেন।

তাঁহার আদেশ মত পূর্ব্বেই 'নিত্যরাস' প্রকাশ করিয়াছি এবং এক্ষণে পদ্যে রূপান্তর করিয়া 'নিত্যলীলা' প্রকাশিত হইল। ইহার মুদ্রাঙ্কনের খরচও মহাত্মা সংগ্রহ করিয়া আমায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাত্মার ইচ্ছা ছিল—এই পুস্তকগুলি বৈষ্ণব সমাজে বিতরণ করিবেন। বড় দুঃখের বিষয় মহাত্মা এই নিত্য লীলা মুদ্রাঙ্কণ শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; তবে তিনি দিব্য ধাম হইতে সকলই দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা আমি যথাসাধ্য পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ত্রুটি ভ্রম প্রমাদের জন্য গললগ্নীকৃতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বৈষ্ণব ও ভক্তপ্রবরদিগের শ্রীচরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। 'তরোরিব সহিষ্ণু' মহাজনগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

সাধন আশ্রম, দোলপূর্ণিমা, ১৩৩১
১৯নং শ্রীশ চৌধুরী লেন,
টালা, কলিকাতা।

ছোট বড় সকলের কৃপাভিখারী
দাসানুদাস—দাস—
শ্রীভাগবতচন্দ্র মিত্র।

সংশোধনী।

এই পুস্তকে স্থলে স্থলে বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। নিম্নে কয়েকটী সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা		লাইন		অশুদ্ধ		শুদ্ধ	
১	পৃষ্ঠায়	৬	লাইনে	৫	স্থলে	৬	হইবে।
৪	,,	১৫	,,	স্তাষত	,,	স্থাবত	,,
৭	,,	৭	,,	যাবাজী	,,	বাবাজী	,,
১০	,,	১৩	,,	ভিত্তিভে	,,	ভিত্তিতে	,,
২৩	,,	১৭	,,	তবে	,,	তব	,,
১৪	,,	২১	,,	স্খসিত	,,	স্খলিত	,,
১৫	,,	২	,,	নাছি	,,	নাহি	,,
২০	,,	৩	,,	লইরে	,,	লইয়ে	,,
২৯	,,	১৯	,,	দ্বারেত্ত	,,	দ্বাবেতে	,,
৩১	,,	১১	,,	সিঞ্জন	,,	সিঞ্চন	,,
৬৫	,,	১১	,,	পক্কান্ন	,,	পক্কান্ন	,,
৭৩	,,	৬	,,	ভবোদয়	,,	ভাবোদয়	,,
৭৮	,,	১৪	,,	জাতীর	,,	জাতীয়	,,
৮৪	,,	১৪	,,	ঘামে	,,	ঘাম	,,
৮৮	,,	১৮	,,	ঝলেন	,,	ঝুলেন	,,
৯৪	,,	২২	,,	তহৈ	,,	তাই	,,
৯৬	,,	৫	,,	তথন	,,	তখন	,,
৯৬	,,	৫	,,	আসিল	,,	আসিয়া	,,
১০৮	,,	২১	,,	বহু	,,	বাহু	,,
১২৭	,,	৭	,,	বসম	,,	বসন	,,
১৫৪	,,	১—৮	,,	উঠিয়া যাইবে।			

ব্রজধাম প্রাপ্ত সিদ্ধ স্বরূপদাস বাবাজী।

পুষ্পাঞ্জলি-পত্রী।

পরমারাধ্যা পূজনীয়া দেবীপ্রতিমা

শ্রীশ্রীমতী কুসুমকুমারী মাতৃদেবী ঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীকরপঙ্কজেষু—

মা,

আপনি অমর নিত্যলীলার চিরসঙ্গিনী, তাই আপনারই লীলাস্বাদ-সম্বলিতা এই "নিত্যলীলা" পুস্তিকাখানি আপনার শ্রীকরকমলের অরুণিমা-রঞ্জিতা হইয়া দীপ্ত শোভায় শোভান্বিতা হইবে—এই আশ্বাসে হৃদয় ভরিয়া আপনাদের শ্রীচরণের চির-ক্রীতদাস কম্পিতকরে স-কৃতাঞ্জলি হইয়া এখানি আপনার শ্রীকরসরোজে তুলিয়া দিতেছে। আজ শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী শ্রীশ্রীবীণাপাণি দেবীর সম্পদ শোভায় অভিনব সাজে সাজিলেন। এই অপার্থিব দৃশ্য দর্শনে বিভোর হইয়া আমাদিগকে আপনাদের শ্রীচরণধূলি-আশীর্বাদ মাখিয়া ধন্য হইবার অনুমতি দিন। আর, মা, প্রাণভরে ডাকিবার শক্তি দিন—'জয় শ্রীগৌরগোবিন্দের জয়!' 'জয় শ্রীরাধাশ্যামের জয়!!'

টালা,
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩১।

আপনার শ্রীচরণধূল্যবলুণ্ঠিত
দাসানুদাস দাস
ভাগবত

ব্রজধাম প্রাপ্ত

মহাত্মা অটলবিহারী নন্দীর

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

[১২৬৭ — ১৩৩০]

মহাত্মা অটল বিহারী নন্দী নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর নামক গ্রামে সন ১২৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ৺অভয়াচরণ নন্দী ও মাতার নাম ৺বামাসুন্দরী ছিল। তাঁহারা জাতিতে তিলি। অটলবিহারী ছয় ভ্রাতার পঞ্চম ছিলেন। ১ম হারাধন, ২য় রাখালদাস ৩য় সাগরচন্দ্র, ৪র্থ হরিমোহন ও ৬ষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর নন্দী; তাহার ভগ্নীছিল না এবং তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার অন্য পাঁচজন ভ্রাতাই পরলোক গমন করেন। অটলবিহারীর ১৫ বৎসর বয়সে শ্রীপুরেই অষ্টমবর্ষীয়া আমাদের পূজনীয়া "শারী মা"র সহিত বিবাহ হয়। তাঁহাদের কোনও সন্তান সন্ততি হয় নাই। অটলবিহারীর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এক্ষণে শ্রীপুরে বাস করিতেছেন।

গ্রামে লেখাপড়া শিখিয়া অটলবিহারী রেলে কার্য্য করেন। তিনি এই কার্য্যোপলক্ষে ২৫,২৬ বৎসরকাল ই, আই, রেলে হাটরস ষ্টেসনে সস্ত্রীক বাস করেন। এই হাটরস ষ্টেসনে থাকার সময় অটলবিহারীর বাঁকুড়া সোনামুখী নিবাসী সর্ব্বজন পূজ্য পাগল বাবা হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ সৌভাগ্য ঘটে। পাগল বাবা সে সময়ে কাশ্মীর রাজার কার্য্য করিতেন ও তদুপলক্ষে এই হাটরাস ষ্টেসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিতেন। দেশ হইতে কাশ্মীরে যাইবার ও আসিবার সময় অটলবিহারীর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। এই সাক্ষাতের ফলে তাঁহার জীবনে প্রেমভক্তির অভিনব স্রোত প্রবাহিত হয়।

কিরূপ আশ্চর্য্য ঘটনায় অটলবিহারীর উপর পাগল বাবার দয়া হয়,

কিরূপে পাগল বাবা অটলবিহারীকে মহাপাপ পথ হইতে রক্ষা করেন, কিরূপে এই অটলবিহারীই সর্ব্বপ্রথম "পাগল হরনাথ" নাম দিয়া পাগল বাবার অপূর্ব্ব পত্রাবলী প্রকাশিত করায় সকলে পাগল বাবাকে জানিয়া ধন্য হইয়াছে ও অটলবিহারী হরনাথ নিতাই-গৌর অবতারের মহাপ্রভু 'শ্রীঅদ্বৈত আখ্যা' লাভ করিয়াছেন, কিরূপে অটলবিহারীর নিরপত্যদুঃখ নিবারণ করিয়া পাগল বাবা নিজ একমাত্র তনয়া রাধা-অংশ সম্ভূতা'রাই'মাকে অটলবিহারী ও শারিমাকে দিয়া দিয়াছিলেন ও তাঁহারা তাহাকে নিজ তনয়া সদৃশ পরিপালন করিয়া বাৎসল্য সুখ অনুভব করিয়াছিলেন—এ সকল ও অন্যান্য অনেক অলৌকিক ঘটনা পাগল বাবার জীবনীতে দ্রষ্টব্য, এই স্বল্পস্থানে তাহা বর্ণনাযোগ্য নহে।

পাগল বাবার তনয়াকে অটলবিহারী নিজ তনয়ার ন্যায় পালন করেন ও বিবাহাদি দেন, কিন্তু আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সেই তনয়া অকালে নিত্যধামে চলিয়া গেলে, সস্ত্রীক অটলবিহারীর আর এক শিক্ষা হইল। অটলবিহারী চিরদিন হরিনাম করিতে ভাল বাসিতেন; পাগল বাবার সংস্পর্শে তাঁহার কসিত কাঞ্চন মন ক্রমে নির্ম্মলজ্যোতি-বিকীরণকারী হীরকখণ্ডে পরিণত হয়। তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকুসুম হরনাথ কুঞ্জে সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ব্রজধামে বাস করেন। শেষে দুইবৎসর ডোর কপীন বহির্বাস গ্রহণ করিয়া একেবারে ভিক্ষু সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত হয়েন। এ সময়ে তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না।

অতি প্রত্যুষ হইতে বেলা ৯৷১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিত্য শ্রীবৃন্দাবনের দেবালয় ও কুঞ্জে কুঞ্জে ঠাকুর দর্শন ও নাম গ্রহণ করিবার অভ্যাস ছিল; সন্ধ্যায়ও তাহাই, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে সিদ্ধ বাবাজীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি পাঠাস্বাদ করিতেন। শেষকালে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই কেবল হরি নাম করিতেন।

সিদ্ধ ব্রজধাম প্রাপ্ত স্বরূপদাস বাবাজীর নিকট মহাত্মা অটলবিহারী ভেক লয়েন ও তাহার গুরুভাই কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রভৃতির সাহায্যে সিদ্ধ স্বরূপদাস বাবাজীর রচিত নিত্যরাস ও নিত্য লীলা বা অষ্টকালীন লীলা স্মরণ পুস্তকদ্বয় প্রণয়ন করেন এবং উক্ত পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করিয়া বৈষ্ণব সমাজে বিতরণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

সন ১৩৩০ সালের শিবরাত্রির উপবাসের পর দিবস প্রভাতে কুঞ্জে দেবালয়ে পর্য্যটন করিয়া আসিয়া পারণানন্তর মহাত্মা অটলবিহারী দিব্যধামে চলিয়া যান। তিনি আত্মশুদ্ধি করিয়া সাধন মার্গে অত্যন্ত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন।

নাম কীর্ত্তন।

১। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

২। জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।

৩। নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরিনাম।

৪। নমো হরিহরয়ে নমো
নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমো
নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো
নমো গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

৫। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

৬। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

৭। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং॥

৮। রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং॥

বন্দনা

ওঁ জয়ঃ শ্রীগুরবে নমঃ !

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্য চন্দ্রৌ জয়তঃ !!

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ নমঃ !!!

বন্দেহ নন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুং।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগণ সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ ২ ॥

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ৩ ॥

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্ন বনোস্থ যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্ন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৪ ॥

অহং হি নারায়ণ দাস দাস দাসস্য দাসস্য চ দাস দাসঃ।
অন্যেভ্য ঈশো জগতাং নরাণাংতস্মাদহং ধন্যতরোস্মি লোকে ॥৫॥

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়ো মদনুগ্রহ এব এব।
ত্বদ্ভৃত্য পরিচারক ভৃত্যভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥৬

নিত্য লীলা।

-:০:-

অবতরণিকা।

"শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী,
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি।"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের এককথায় শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের অষ্টকালীন অর্থাৎ দৈনিক অষ্ট প্রহর ব্যাপী নানাবিধ লীলা স্মরণ করা ও ক্রমে সেই লীলার সাক্ষী হওয়া এবং অবশেষ সেই লীলার সাথী হওয়া সাধন মার্গের সাধক দাস দাসীর ঐকান্তিক প্রয়োজনীয় কামনা ও সাধ্য সাধনা।

এ বিষয়ে মহাজনদিগের বিস্তর বচন বর্ণনা ও গাঁথা দেখিতে পাওয়া যায়; বস্তুতঃ ইহা লইয়াই মহাজন পদাবলী।

"সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায় মনে করিয়া সুসার।"

"সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা
রাগ পথের এই সে উপায়।"

"মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম
যুগল বিকাশ স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই ইহা পর আর নেই
এই তত্ত্ব সর্ব্ব বিধি সার।"

এই যে শ্রীগৌরসুন্দরের বা শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলা, ইহা যে তাঁহাদের

নিজস্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবত উল্লিখিত লীলা ঠিক তাহা নহে; ইহা তাঁদের সেই নিত্য লীলা, যাহা

"* * * অদ্যাপিও করে গৌর রায়,
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণ ক্রীড়ন্‌ বৃন্দাবনান্তরে।"

ইহার মর্ম্ম এই যে সাধক সাধন রাজ্যে প্রকট সত্যের আকারে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে তাঁহার প্রাণের গৌর ভক্তবৃন্দকে লইয়া অথবা শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে রাধা শ্যাম সখা সখীগণকে লইয়া অনন্ত কাল ধরিয়া যে সকল লীলা করিতেছেন, এ সেই নিত্য লীলা।

"বয়স বিবিধত্বেঽপি সর্ব্ব ভক্তি রসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্য লীলা বিলাসবান্‌॥"

এটি সেই অনন্ত নিত্য লীলার একটী আংশিক সামান্য দৈনিক অনুবৃত্তি বা অনুভূতির প্রচেষ্টা মাত্র।

সাধকের হৃদয় নবদ্বীপে দাসীর চিত্ত বৃন্দাবনে এই নিত্য লীলার বিলাস ক্ষেত্র; বিবিধ বয়স সত্বেও কিশোর বয়স লীলাই এ লীলার প্রধান উপাদান; এ লীলার সঙ্গী সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ, তাই এ লীলার নিতাই আছেন, অদ্বৈত আছেন, রূপ সনাতন রামানন্দ স্বরূপ গদাধর সকলেই আছেন, শচী মাতা সীতা ঠাকুরাণী লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী প্রভৃতি আছেন; সাধকের প্রাণের যে কোন দিনে এ লীলা অনুভূতি হয়।

সাধন রাজ্যে একদিন অষ্ট প্রহরে আমার গৌরসুন্দর ও আমার শ্যামসুন্দর যে অভিনব বিলাস লীলা খেলিতেছিলেন গুরুদেবীর উপদেশে সাধক দাসী তাঁর বামে বসে তা দেখে আবার তাঁর আদেশে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করতে পেয়ে সে লীলার সাক্ষী ও সঙ্গী হ'তে পেয়ে

কৃতকৃতার্থ হ'য়েছেন; কবে নিত্যদাস হ'য়ে কুঞ্জদ্বারে স্থান পেয়ে জীবজন্ম সফল কর্‌বেন এই তাঁর চিরন্তন সাধনা।

ভিন্ন ভিন্ন গুরুদেবীর উপদেশে ভিন্ন ভিন্ন সাধকদাসীর সাধনরাজ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীশ্যামসুন্দরের ভিন্ন ভিন্ন লীলা দর্শন সৌভাগ্য হ'তে পারে। কেহ হয় ত আমার নিমাইকে সন্ন্যাসী করে নীলাচলে রেখে অহোরাত্র তাঁর দীব্যোন্মাদ প্রলাপ শুন্‌তে ভালবাস্‌বেন, হয়ত আমার কানাইকে মাথুরের লীলা করাবেন বা দ্বারকায় রাজা ক'রে বসাতে চাইবেন। তাঁদের অনন্ত লীলা অনন্ত ভক্ত হৃদয়ে অপার অনন্ত-গুণে প্রতিভাসিত হ'চ্চে। এই সাধক দাসীটী তাঁদের অনন্ত নিত্যলীলার মধ্যে একটী দিনের লীলামাধুর্য্যের এক কণিকামাত্র চয়ন ক'রে রেখে গেলেন। বড় প্রিয় তাঁর নিমাইয়ের শ্রীধাম নবদ্বীপের সঙ্কীর্ত্তন লীলা, তাঁর কানাইয়ের শ্রীধাম বৃন্দাবনের মধুর ব্রজলীলা; তাই সেই অনন্ত ভাণ্ডার সুবিশাল লীলা গ্রন্থের একটী মাত্র পৃষ্ঠা—তাই বা কেন বলি, একটী পংক্তি বা অক্ষরও বোধ হয় এখানে বর্ণনা হ'ল কিনা বল্‌তে পারি না!

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রিকা !

(১)

জয় জয় শ্রীগুরুর চরণ কমল।
যাহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল !!
জয় জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র !
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ !!
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বলোকনাথ !
কাতরে করহ প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত !!
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ গোপীগণ প্রাণ !
আমারে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান !!

(২)

শ্রীবাস প্রাঙ্গণে গৌরকিশোর, নাচর পূরবভাবে হইয়া বিভোর।
নিতাই অদ্বৈত দুই পহু সঙ্গে, প্রিয় ভাগবতগণ গায়ব রঙ্গে।
ঝলমল উরে শোভে মালতীর মাল, সঘন নয়নে বহে প্রেমধারা জল
কম্প পুলকাঙ্গে প্রেমেতে বিভোল, কীর্ত্তন তুমুল ধ্বনি পরম রসাল।
নরোত্তমগণ সবে কতদিন হাম, সে শোভা হেরব জুড়াব পরাণ।
কীর্ত্তন অবশেষে কয়ব বাতাস, দীন কৃষ্ণ দাস মাগে এই অভিলাষ।

(৩)

পঁহু মোর গৌরনিতাই সীতানাথ।
নিজগুণে কৃপা করি, তুয়াগুণ মাধুরী,
দেখাও রাখিয়া নিজ সাথ॥
অদোষ দরশি পঁহু নিতাই অদ্বৈত তুঁহু,
নিবেদন করি মো হিতার্থে।
সব দোষের আকর, গুণলেশ নাহি মোর
রাখ নরোত্তম গণ সাথে॥
এ সবার সঙ্গেতে রহিয়া নিশান্ত কালেতে গিয়া
দেখিব গৌরাঙ্গ রসালস।
বিভাব অনুভাব কত, হরষ বিষাদযুত,
সভয় বচন মৃদুভাষ॥

(৪)

এই কৃপা কর মোরে অদ্বৈত নিতাই।
তোমা সহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা যেন পাই॥
ভক্তসঙ্গে তোমার এ লীলা সূত্র যত,
নরোত্তমগণে রহি দেখাও অবিরত॥
দাসগণ সহ তোমার সময় উচিতে।
সেবা করি সুখ দিব এই মোর চিতে॥
এই লীলা সূত্রগান শতধারা রূপে।
এই কৃপা কর যেন দেখি নবদ্বীপে॥
যদি হই অপরাধী পতিত প্রধান।
তবু আশা হয় প্রভু শুনি তোমার নাম॥
দন্তে তৃণ ধরি কহে দীন কৃষ্ণদাস।
পূর্ণ কর' প্রভু মোর অভিলাষ॥

(৫)

হরি হরি ঐছক কি হোয়ব আমার।
সহচর সঙ্গে রঙ্গে পহুঁ মোর গৌরাঙ্গে
হেরব নদীয়া বিহার॥
সুরধুনী তীরে নটবর পহুঁ মোর
কীর্ত্তন করব অভিলাষ।
লোকিয়ে হাম নয়ন ভরি হেরব
পূরব চির অভিলাষ॥
শ্রীবাস ভবনে যাব নিজগণ সঙ্গ হি
বৈঠব আপন সুঠামে।
ডাহিনে নিত্যানন্দবর, হেরব সে সূত্রধর,
পণ্ডিত গদাধর বামে॥
তবে ত কে মোহে লই তাহা যায়ব
হেরব সো মুখচন্দ।
পুলক হি সকল অঙ্গ পরিপূরব
পাওব প্রেম আনন্দ॥
জননী সম্বোধনে যব ঘরে যাওব
করব হি ভোজন পান।
এ রামানন্দ আনন্দে কি হেরব
সফল করব দু নয়ান॥

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের

অষ্টকালীন

নিত্য লীলা

প্রথম বিলাস সুধাধারা।

নিশান্ত লীলা।

[উষাকাল ৪টা হইতে ৫টা ।

১ । শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

জনীর নক্তকালীন লীলা অন্তে তিনপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে শ্রী-
পোদ্যানে নিদ্রিত। রাধাশ্যামের নিশান্ত লীলা স্মরণে
নিদ্রাভঙ্গ। শুকশারীর গানে জাগরণ। ভক্ত-
গণের আগমন। স্বগৃহে গমন।]

জয় জয় শ্রীনিমাই, নিতাই অদ্বৈত,
গোঁসাই আদি জয় ভক্তবৃন্দ,
স্বরূপ বাবাজী সিদ্ধ পদ কল্পতরু
ধরি' দাস আরম্ভে প্রবন্ধ।

প্রভু নিদ্রিত]

নবদ্বীপ ধাম মাঝে গঙ্গার তীরেতে
রহে শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যান।
অষ্টমণি অষ্টছাদে চৌয়ারি রচিত,
তিন প্রভু করে অবস্থান।
পূর্ব্বরাতে অভিনয়, করি, কত লীলা,
অভিসার মিলন কীর্ত্তন,
তিন কক্ষে তিনপ্রভু স্বর্ণ পর্য্যঙ্কেতে
করেছেন এখন শয়ন।
উষাগত, রাত্রিশেষ, কৌমুদী প্লাবিত,
বিকশিত সুরভি কুসুম,
গুঞ্জরিল অলিদল, মলয় পুলকে
শাখে পাখী আরম্ভে কূজন ;
নিদ্রাগত শ্রীগৌরাঙ্গ, মানস নাচিল,
রাধাভাবে হইলেন ভোর ;
ভাবে, শুয়ে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ মন্দিরে
পাশে নাথ শ্রীনন্দকিশোর।
উঠিল কি মহাভাব, 'হরি' 'হরি' গরজন,
শ্রীনিতাই জাগেন সে রবে ;
জাগেন অদ্বৈত প্রভু স্বরূপ গোসাঁই,
সচকিত কি সে রব ভাবে।
উঠিলা সাধক দাস শ্রীচৈতন্য স্মরি,
কর মুখ করি প্রক্ষালন।

পদ সেবি' গুরুদেবে করায়ে উত্থান,
মুখ পদ করান ক্ষালন।
শ্রীনিতাই শ্রীঅদ্বৈতে গুরুসাথে গিয়া
করাইলা পরে গাত্রোত্থান ;
লইয়ে গুরুরে আগে প্রাঙ্গন কাটিয়া
করে প্রভু সেবার বিধান।
হেনকালে প্রভুদ্বয় পারিষদ ল'য়ে
প্রবেশিলা মহাপ্রভু যথা,
'মহাপ্রভু আজি কেন' স্বরূপ জিজ্ঞাসে,
'করিলেন হুঙ্কার অযথা ?'
চলিলেন প্রভুদ্বয়, পশ্চাতে সকলে,
শয়ন মন্দির বাতায়নে ;
দেখিছেন, আহা মরি, শোভা অনুপম,
মহাপ্রভু নিদ্রিত শয়নে।
স্ফটিক আলোক মালা বর্তিদীপ জ্বলে,
অষ্টমণি খচিত পর্য্যঙ্ক,
চতুষ্কোণ স্বর্ণদণ্ডে ঝুলে চন্দ্রাতপ,
মুক্তাগুচ্ছ ঝালর অসংখ্য ;
সুকোমল দুগ্ধফেন শয্যা উপাধানে,
চম্পক কলিকা শোভা করে,
ক্ষীরোদ সাগরে যেন শুয়ে নারায়ণ ;
কিবা কমনীয় রূপ ধরে।
আজানুলম্বিত বাহু, চিত্রিত বসন,
শুভ্র উপবীত আভরণ,

রোমাঞ্চ পুলক অশ্রু, ফুটে দেহে ভাব,
হেরে সবে সার্থক জনম।

[প্রভুর উত্থান]

মন্দিরেতে শুকশারী, স্বর্ণ পিঞ্জরেতে
ছিল তথা উঠিল জাগিয়া ;
স্বরূপ ইঙ্গিত করে, শুক কথা কয়,
শ্রীগৌরাঙ্গে কহিছে ডাকিয়া,
"পতিতপাবন দেব, নবদ্বীপ-শশী,
উদিত অরুণ পূর্ব্বভিতে,
বিপ্রগণ চলেছেন গঙ্গাস্নান তরে,
মুখরিত পথ নামগীতে ;
শচীমাতা না দেখিলে শয্যায় তোমায়,
দুঃখিত ভাবিবে মনে মনে ;
প্রিয়সখা নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত
রের দ্বারে তৃষিত নয়নে ;
উঠ' উঠ' দেব, চল' আলয়ে আপন,
উপস্থিত হ'য়েছে সময়,
ভক্তগণে সঙ্গে কর নিবারি উৎকণ্ঠা,
প্রবাহিত প্রভাত মলয়।
শুনি' সে মধুর বাণী শুকশারী গায়,
ভাবাবেশে ভাঙ্গে নিদ্রাঘোর,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম করি, ত্যজিয়া আলিস
উঠে প্রভু নদীয়া কিশোর।

অঙ্গমোড়া জৃম্ভা দীর্ঘ করে করে ছাঁদি
ধনুক টঙ্কার বোধ হয়,
কর্পূর সুগন্ধ ঘ্রাণে কক্ষ সুরভিত,
নয়ন কমলে অশ্রু বয় ;
সুবর্ণ সুমেরু হ'তে যেন মন্দাকিনী ;
হরষ বিষাদে প্রভু বসি'
শ্রীপদ পর্য্যঙ্ক হ'তে ভূমিতে নামান,
হেমকান্তি চৌদিকে ঝলসি।
শ্রীনিতাই শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপ গোস্বামী
ভক্তগণ পশে পরে পরে,
কৃষ্ণের নিশান্ত লীলা গোস্বামী বুঝিয়া
গান পদ সুললিত স্বরে ;
বাসুদেব করতাল, গোবিন্দ মৃদঙ্গ,
বাজাইয়া করেন কীর্ত্তন,
তাহা শুনি মহাপ্রভু রাধাভাবে পুনঃ
আত্মহারা হলেন মগন।
প্রভুময় ভক্তবৃন্দ, যে যে নিজভাবে,
সিদ্ধদেহে শুনিছে কীর্ত্তন।
শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে নিমিলিত আঁখি,
শান্তস্থির পাসরে আপন।

স্বগৃহে প্রত্যাগমন।]

মহাপ্রভু ভাবাবেশে করেন হুঙ্কার,
পাইলা চেতনা তাঁরা তবে,
রাধাশ্যাম কুঞ্জ ভঙ্গ, শুকশারী গায়,
সমতানে গাইছেন সবে ;

আনন্দে শুনেন প্রভু, জটিলার কথা
শুনি পুন ভয়ের উদয় ;
হর্ষ ও বিষাদে ক্রমে মহাপ্রভু তায়
বাহ্য পান, ভাব সম্বরয়।
মঙ্গল আরতি গায়, নৃত্য নিমগন
গঙ্গা হ'তে কমলসৌরভ
আসিছে, কূজিছে পাখী, হংস কলতান
শুনে শান্ত পান বাহ্যভাব।
সমাপিল কুঞ্জভাঙ্গা সঙ্গীত লহরী,
ক্ষীরোদ সমুদ্র হ'তে যথা
পড়ে মীন পর্ব্বতেতে খেদান্বিত ভয়ে,
মহাপ্রভু ভাব হয় তথা।
হ'য়ে রাধাভাবে ভোর পূর্ব্বদ্বার দিয়া
প্রভুদ্বয় গোসাঁইরে লয়ে
নিজ পুরে পশিলেন, রত্নবেদী'পর
দেয় তারা পদ ধোয়াইয়ে।
পর্য্যঙ্কে শোয়ায়ে তাঁরে শ্রীপদ সেবিয়া
স্ব স্ব গৃহে গেলেন সকলে,
শ্রীনিতাই শ্রীঅদ্বৈত, সাধক শুইল
গুরুপদে সেবিয়া বিরলে।
নমিয়া নিমাই পদ, ভক্ত পারিষদ,
সিদ্ধ বাবাজীর পদ ধরি,
গায় রাম মিত্র দাস, হব তব দাস
দাস-দাস-দাস কবে হরি !

২। শ্রীশ্রীশ্যাম সুন্দরের—

[গতরাত্রির লীলান্তে, নিকুঞ্জে শ্রীরাধাশ্যাম নিদ্রিত, শুক শারী জাগরিত করিতেছে, জাগরণ, বেশরচনা, উত্থান, গৃহে প্রত্যাগমন, বিদায়।]

জয় জয় রাধাশ্যাম ললিতা, বিশাখা,
বৃন্দা, সখী মঞ্জরীর বৃন্দ,
স্বরূপ যাবাজী সিদ্ধ পদ কল্পতরু
ধরি' দাস আরম্ভে প্রবন্ধ।

[রাধাশ্যাম নিদ্রিত]

যমুনার তটোপরি বৃন্দাবন ধাম,
কল্পবৃক্ষ রয়েছে বিস্তৃত,
তলে তার অপরূপ রত্নমন্দিরেতে
অষ্টদলে কমলে গঠিত।
রত্নসিংহাসনোপরি চতুঃশালা রাজে,
চারিবর্ণে চারিটী আলয়,
রাধাশ্যাম সখীসহ পূর্ব্বরাতে তথা
খেলেছেন অপূর্ব্ব লীলায়।
অভিমান, মান, ভিক্ষা, বিরহ মিলন,
মধুপান, জলখেলা, আদি,
রাসের বিলাস কিবা নর্ত্তন কীর্ত্তন
মাধুরীর না ছিল অবধি।
এখন পশ্চিম দিকে হেমাম্বুজ কুঞ্জে,
রত্নময় পর্য্যঙ্ক উপরি,

নিদ্রিত বিচিত্র তল্পে শ্রীরাধা মাধব
চৌদিকে কি শোভা আহা মরি !
সে কুঞ্জের চারি পাশে রঞ্জিত বিচিত্র
অষ্টমণি, কল্পবৃক্ষশ্রেণী,
ললিতা, বিশাখা, অষ্ট নিজ নিজ কুঞ্জে
নিদ্রিত সে যূথ সখীমণি।
মঞ্জরীরা পরে পরে নিদ্রিত তথায়,
গুরুরূপা দেবীও শায়িত,
শায়িত সাধক দাসী, বনদেবী আর,
রাত্রিশেষে সকলে নিদ্রিত।
চন্দ্রিকায় সিক্ত ধরা, পুষ্প প্রস্ফুটিত,
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ,
ভৃঙ্গালী পক্ষালী দোঁহে হইয়ে জাগ্রত,
নিরবেতে রয়েছে এখন।
সেবিয়া সাধক দাসী গুরুদেবী পদ
হৃদে ধরি আছিল নিদ্রিত,
নামায়ে রাখিলা পদ ধীরে বক্ষ হ'তে
রাত্রিশেষে হইয়ে জাগ্রত।
ধুইয়া বদন কর কুঞ্জের বাহিরে,
আনি নীর স্বর্ণ ভৃঙ্গারেতে ;
করিলে চরণ স্পর্শ জাগে গুরুদেবী,
প্রক্ষালিলা তাঁয়ে আদরেতে।
ঝাড়ু দিয়া প্রাঙ্গনেতে করে সম্মার্জ্জন,
দেয় গঙ্গা জল ছিটাইয়া।

জাগালেন মঞ্জরীকে সখী একে একে
গুরুদেবী অনুজ্ঞা লইয়া।
রাধাশ্যাম সেবা তরে মঞ্জরীরা পরে
গন্ধবারি রত্ন ঝারি লয়,
গণ্ডূষ ক্ষেপণ পাত্র, ঘৃতসিক্ত বাতি,
রত্নথালী সজ্জিত করয়।
নিকুঞ্জ মন্দির পূর্ব্বে রত্নবেদী পরে,
মার্জ্জন ও আরতির তরে,
সূক্ষ্ম বাস গাত্রমোছা ধাবনের চূর্ণ
একে একে স্তরে স্তরে ধরে।

[বৃন্দার আগমন]

আসিলেন শ্রীবৃন্দাজী, সখীগণ সহ,
তখন সে নিকুঞ্জ প্রাঙ্গনে;
মন্দির গবাক্ষ পথে দেখে পর পর,
কিবা রূপ যুগল শয়নে।
পৃথক বরণ নাই, ভিন্ন দেহ বোধ
গেছে, লুপ্ত হয়ে দ্বিত্ব জ্ঞান,
অনুপম শোভা কি সে— সৌদামিনী ঘনে?
সখী বলে, নহে তা' সমান।
সৌদামিনী নিভে ক্ষণে এ যে নাহি নিভে,
তবে এ তমালে স্বর্ণলতা,
অন্যে কহে সে স্থাবর, এ নহে উপমা,
নীল পদ্মে স্বর্ণপদ্ম গাঁথা,

আর সখী কয় তায় সে ত জলে থাকে,
তিমিরেতে বিধুর উদয় ;
অন্যে কয়, রয় নভে কলঙ্কী সে শশী,
সূর্য্যোদয়ে ম্লান, হয় ক্ষয়।
নীলমণি স্বর্ণমণি জড়িত কে বলে,
সে যে সখি! অতীব কঠিন ;
প্রাণ মন এযুগল মোর নেত্রমণি,
শ্বেত কৃষ্ণ সুপ্রিয় নবীন।
মণিময় পর্য্যঙ্কেতে কোমল শয্যায়
স্বর্ণদণ্ডে চন্দ্রাতপ দোলে,
মুক্তামালা সারী ঝোলে রত্নভিত্তি গায়,
রত্নদীপে ঘৃতবাতি জ্বলে।
ভিত্তিতে চিত্রিত নব, নায়ক নায়িকা;
কৃষ্ণলীলা চৌদিকে অঙ্কিত ;
তাম্বুল, চন্দন, মালা, ভৃঙ্গারেতে জল,
চৌকীতে রহেছে সুবাসিত,
লণ্ঠন, ফানস, ঝাড়, ঝকে ঝলমল,
উজ্জ্বল শীতল আলো তার,
রাধাশ্যাম অঙ্গকান্তি সর্ব্বগৃহতল
অপূর্ব্ব রঞ্জিত করে আর।
একদিকে স্বর্ণালোক, অন্যে নীলালোক,
মাঝে দু'য়ে মিশে অপরূপ,
কি আলোক খেলে ঘরে বর্ণনা অতীত
কৃতার্থ বৃন্দাদি হেরে রূপ।

নিকুঞ্জের পাখীগণ যদিও জাগ্রত
নিরব আছিল আজ্ঞা তরে ;
হেরি তবে সুসময়, বৃন্দা আজ্ঞা দিলা
গান তারা ধরিল সুস্বরে।

"দ্রাক্ষা ডালে শারী, আর দাড়িম্বেতে কীর
কোকিল কোকিলা ডাকে আম্রবৃক্ষে স্থির,
পীলু বৃক্ষে কপোতে আর পিয়ালে ময়ূর,
লতায় ভ্রমরী গুঞ্জে ভূমে তাম্রচূড়,
ভ্রমরের শব্দ যেন মদনের শঙ্খ,
ভ্রমরী ঝঙ্কৃত করে ঝিল্লির প্রবন্ধ,
কোকিলের গান যেন মনোমথের বাণী,
কোকিলার গীত যেন বিপঞ্চীর ধ্বনি,
কন্দর্প ব্যাঘ্র রাজ কপোত ফুৎকার,
মানমৃগ মানমৃগী ভজে গোপীকার,
গোপীগণ ধৈর্য্যধর্ম্ম চর্চ্চা দূর করে,
ঐ ছণ মধুর ধ্বনি কপোত আচরে।"

শ্রীরাধার ধৈর্য্যধার কে চালাতে পারে
'কে ক্বা' রবে ময়ূরী বলিছে ;
শ্রীকৃষ্ণ কেবল তিনি অন্য কেহ নহে
ময়ুর তাহারে উত্তরিছে।
শ্রীকৃষ্ণ যে মত্ত করী কাহার শৃঙ্খলে
বশ হন ? জিজ্ঞাসে ময়ূর,
শ্রীরাধাই সে শৃঙ্খল, আর কোথা আছে,
উত্তরিছে ময়ূরী মধুর।

হরষ উন্মাদ স্বরে, উষা না আসিতে,
কুক্কুট কুক্কুটী উঠে ডাকি,
যেন বেদধ্বনি করে 'কুকু কুকু' রবে,
ঘুচিছে আলস্য থাকি থাকি।
বিলাস কুঞ্জের মাঝে স্বর্ণ পিঞ্জরেতে
কলবাক্ মিষ্ট ভাষী শারী,
দক্ষ সুপণ্ডিত শুক, শ্রীরাধার প্রিয়,
অভিসারে এনেছে কিশোরী।
নির্জ্জন বিলাস সাক্ষী, বৃন্দাজী ইঙ্গিতে,
সুমধুর আরম্ভে ভাষণ,
প্রভাত আগত প্রায়, নিদ্রিত যুগলে
কয় শুক করিতে চেতন ;—

[শুক শারীর গান]

হে কৃষ্ণ গোকুলবন্ধো, বৃন্দাবন নাথ
ক্রীড়া-শ্রান্তা কান্তারে জাগাও।
শশীকল্প তল্প ছাড়ি হে নন্দকুমার
রাত্রি শেষ, নিজগৃহে যাও।
হের হে গোপিকাকান্ত, অরুণ উদয়,
ভ্রমর কুমুদ ত্যাগ করি'
চ'লেছে কমল বনে, প্রভাত মলয়
সুশীতল বহে ধীরি ধীরি।
এখনই যে ব্রজসখা, দরশ আশায়
দ্বারে আসিবে গো ব্রজবাসী ;

তব নিদ্রাভঙ্গভয়ে মন্থন দাসীরে
নিষেধিছে গৃহে পৌর্ণমাসী।
পীড়িত দুগ্ধের ভারে বৎসগণ তরে
'হাম্বা হাম্বা' রব করে গাই;
তোমার শয়ন ঘরে আসিবে জননী,
উঠে গৃহে যাও শীঘ্র তাই;
নিভৃত পথেতে পশি নিজালয়ে যাও,
প্রাণ প্রিয়ায় জাগাও সত্বর।"
এতেক কহিলে শুক, জাগাতে রাধায়,
শারিকা কহিছে তারপর—
"কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিদাত্রি, বৃষভানু সুতে,
অয়ি দেবি বৃন্দাবনেশ্বরি !
কান্তপাশে নিদ্রা তরে এ নহে সময়,
শশী-সুশীতল শয্যা 'পরি।
হরষ বিষাদে উঠ রজনী প্রভাত,
গুরুজন বাস্ত পূজা রত,
গোষ্ঠে যেতে সাজিবে যে এবে তবে কান্ত,
আর নিদ্রা নহে অভিমত।
না জানিতে কেহ কোথা, গোপন পথেতে
নিজগৃহে কর'গে শয়ন,
প্রাণনাথে জাগাইয়ে, কুঞ্জ ভঙ্গ করি,
কুশলেতে সত্বর এখন।"
কহিছে আবার শুক "অরুণাগমনে
যবনিকা, চন্দ্রমা, মলিন,

বিহঙ্গম নীড় ছাড়ি যায় নদীতটে,
চক্রবাকী এক নেত্রহীন।
পেচক কোটরে পশে, ঝরে সেফালিকা,
ময়ুর কদম্ব তরু ছাড়ি'
নেমেছে প্রাঙ্গণে চারু, উঠ' রসরাজ,
সত্বর গমন কর বাড়ী।"
আবার ভাসিছে শারী— "হে রাধে আমার,
নিশীথে শুয়েছ তুমি জানি,
এখন' আলস্য ধর্ম্ম ছাড়েনি নয়ন,
কিন্তু উষা তব শত্রু মানি।
চন্দ্রাবলী বৈরী রাত্রে, এখন অরুণ,
সপ্তর্ষি নক্ষত্র অস্ত গেছে ;
তব প্রিয় সখিগণ, রঙ্গিনী হরিণী,
হের কুঞ্জদ্বারে আসিয়াছে।
নবীন পল্লব ভাবি অরুণ আভায়
বনচর খাইতে যাইয়া,
সখিগণ তাড়নায় হরিণ হরিণী,
ওই দেখ' যায় পলাইয়া।
যে দু'টি নক্ষত্র হোথা জ্বলিছে আকাশে,
যেন তব মুক্তামালা ছিঁড়ি,
পড়িয়াছে শয্যাপাশে, ও দুটী স্খলিত
হারায়েছে হোথা গিয়া পড়ি।
অরুণ উদয় যেন পরি রক্ত সাটী,
জটিলা করিছে আগমন ,

উঠ' উঠ' শ্যাম রাই পথে লোকারণ্য
ভয় লজ্জা নাহি কি কারণ ?
হে রাধে ! শাশুড়ী তব কণ্টক ননদী
পতি কুটমতি দুরজন ;
তথাপি কেমনে বল রহেছ' শয়নে
গৃহে নিজ না কর গমন ?
হে কৃষ্ণ গাভীরা তব রহেছে আশায়
দুগ্ধভারে পীড়িত হইয়া ;
বৎসেরা তোমায় খুঁজে, দোহন কর'গে
শান্ত বৎসে কর খাওয়াইয়া ।"

[জাগরণ]

শুকশারী মধুগানে পাইয়া চেতন
উঠে শ্যাম বসে শয্যা'পরে,
গত রাত্রি লীলাচিহ্ন নিজ প্রিয়া-দেহে
চারিদিকে অনিমিষে হেরে ।
স্বর্ণপদ্ম শ্রীরাধার বদন সরোজ,
খঞ্জন নয়ন দু'টী তায়,
অলকা ভ্রমরী শ্রেণী, কৃষ্ণ নেত্রযুগ,
ভৃঙ্গ মত্ত পদ্মমধু খায় ।
হর্ষ অশ্রুনীর সিক্ত শ্যামের নয়ন,
চাহে রাই অর্দ্ধ নিমীলিত,
উভয়ে উভয়-মুখ হেরিয়া হরষে
নীরব আবেশে পুলকিত ।

জৃম্ভা ত্যজি অঙ্গ মোড়ি, ছাড়িয়া আলিস,
নিদ্রালস্য ধনী করে ত্যাগ,
দুলে ছিন্ন পুষ্পমালা, কবরী ক্রুটিত
কুসুম চন্দন শুষ্ক রাগ।
মৃদু হাস্য আননেতে প্রিয় মুখ চন্দ্র
হেরি পুনঃ বিষাদিত মনে
অতুল লাবণ্য ভঙ্গে অনিমিষে ভাবে
প্রিয়ে ত্যজি যাইব কেমনে।
নীলমণি স্তম্ভে যেন সুবর্ণ মেখলা,
দেখে দূর হ'তে সখিগণ,
স্থির সৌদামিনী কিবা যেন নব ঘনে,
হেন কত হ'তেছে বিভ্রম।
কেহ ভাবে যমুনায় ফুটে রক্তোৎপল,
কৃষ্ণকায় লীলাচিহ্ন হেরি,
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষে কুসুমের মালা,
কৌস্তুভ চুমিছে আহা মরি!
যেন সুপক্ব কৃষ্ণজাম গিয়াছে ফাটিয়া
অধরোষ্ঠে কজ্জলের দাগ,
দেখে রূপ মুগ্ধ রাই শ্যাম কপোলেতে
অপরূপ তাম্বুলের রাগ।
প্রফুল্ল সে নাসাপুট ত্যজিতে আলিস,
দন্তছটা বিকাশে আলোক,
গন্ধে পূরে কক্ষ, রাধা উঠে অনিচ্ছায়,
সর্ব্ব অঙ্গে রোমাঞ্চ পুলক।

নিশার বিলাস ভ্রমে নিদ্রার বিঘোরে,
খলিত ত্রুটিত অলঙ্কার,
সাজসজ্জা বিগলিত বসন অলকা,
বিন্দু টীপ তিলক রাধার ;
আলু থালু কেশ বাস নিজ অঙ্গ হেরি
ভূষা সাজ খলিত এমন,
কহেন মিনতি করি জীবন বল্লভে,—
'কর,' প্রিয় বেশাদি রচন,
দেখ' কোন্ ভূষা কোথা গিয়াছে সরিয়া
ঘুম ঘোরে ছিনু অচেতন ;
সখিগণ বুঝিবে না, পরিহাস ক'রে
কত কথা বলিবে তখন ;
ঠিক করি দাও, নাথ, বেশভূষা বাস
যেন খুত নাহি পায় তারা।"
চান তাই রসরাজ আশু আগুসারি'
রচে কেশ হ'য়ে মাতোয়ারা ;
হেরিছেন নটবর বেশের সামগ্রী
কক্ষতলে রয় যথা তথা ;
প্রিয়ারে হৃদয় হ'তে নামায়ে কেমনে
আনে দ্রব্য সাজাইতে সেথা।
সাধক দাসীরা তবে মঞ্জরী ইঙ্গিতে
আসি দ্রব্য জোগাইয়া দেয়,
দাসীরে কৃতার্থ করি লন রসরাজ,
কি সুবেশ মধুর রচয়!

সুবর্ণের ভৃঙ্গারেতে সুবাসিত জল,
কল্লোলের পাত্র পার্শ্বে ধরে,
উভয় সে উভয়ের মুখ প্রক্ষালিয়া
মুছাইছে সূক্ষ্মবাস করে;
দিতেছে সাধক দাসী ভূষণ সামগ্রী,
মণি পদ্ম, কেয়ুর, নূপুর,
বসন ভূষণ যত ভূমে শয্যাতলে,
আরও নব রয়েছে প্রচুর;
স্বর্ণথালী' পরে ধরে লন শ্যামরায়,
প্রেমময় লইয়ে রাধায়
কস্তুরী সিন্দুর শম: যাবক চন্দন
করে বেড়ি সাজায় পরায়।
মণির গোষ্পদ হৃদে নাসায় তিলক,
চিবুকে কস্তুরী বিন্দু ধরে,
মকরী চিহ্নিত গণ্ড কজ্জল নয়নে,
ললাটে সিন্দুর শোভা করে,
অলকায় পত্রাবলী, চন্দন কপালে,
ওষ্ঠাধর রঞ্জিত বাসিত
শিরে সিঁথি ঝলমল, কবরী গঠন,
মণি মুক্তা কত কি খচিত,
নীলকান্ত মণি হার ঝকে স্বর্ণ বন্ধে
নীলমণি সম শোভা তার;
না পারি থাকিতে শ্যাম কহিছে,—"গো ধনি,
বেশ এবে রচহ আমার।"

আবার কিশোরী কান্তে সেরূপে সাজান,
দোঁহে দেখে দোঁহার শোভন,
তখন সুমতি দাসী নিজে দেখিবারে
দিল দোঁহে বিমল দর্পণ।
উভয়ে উভয় শোভা হেরি' মুগ্ধ প্রাণ,
ক্ষণ তরে যেন অচেতন,
মঞ্জরী ও যূথসখী লইয়া বৃন্দাজী
অগ্রগামী করে নিরীক্ষণ।
শয্যা-সখী দোঁহা অঙ্গ- বেশ ভঙ্গ করি
নিজ অঙ্গে করেছে ভূষণ,
চন্দ্র অস্তে রাধা-তারা ঘুচাতে বিরহ,
শত চন্দ্র করেছে ধারণ।
উপাধানে শয্যাতলে আকৃতি তাঁদের
অলক্ত কজ্জলে সুরচিত,
পুষ্প-মণি—মালা পরি পরেছে সেরূপ
বিন্দু চিহ্ন তিলক গঠিত।
প্রভাতে অরুণ আসে তথাপি বিলম্ব
বিলাস-বিমুগ্ধ প্রাণ হেরি'
সুচতুরা শারী তাই, কহিতে লাগিল,
"এ কি কর ও রাই কিশোরী!
তব পতি গোষ্ঠ হ'তে ক্ষীরভাণ্ড ল'য়ে
আসে, উঠ, বাস্তু পূজা তরে
শ্বশ্রূমাতা যতক্ষণ তব শয্যা দ্বারে
নাহি আসে, যাও পূর্ব্বে ঘরে।"

শুক তবে কহে কৃষ্ণে— "ওহে রসরাজ !
এ কেমন স্বভাব তোমার,
প্রভাত আগত প্রায় তথাপি বিলাস
বাসনা না কর পরিহার ;
জাননা কি, হে নির্লজ্জ রাই কষ্ট পাবে,
রাধিকার গঞ্জনার ঘর ।"
শুনিয়া এতেক বাক্য অতি ব্যস্ত হ'য়ে
ত্যজে শয্যা উভয়ে তৎপর ।
কিন্তু, আহা ব্যস্ততায় বসন উভয়ে
পরিবর্ত্তে পরে উভে ভ্রমে ;
নীলবাস নন্দলাল, পীত রাধিকার,
পরিবর্ত্তন কেহ নাহি জানে !
রঙে রঙে মিশিয়াছে যেন শাঁকে দুধ
রাধাশ্যাম হেন হইয়াছে ;
দাসীগণ করে সেবা, ঋতুযোগ্য সবে,
গান নৃত্য বাদ্য বাজাইছে ।
ললিতাদি যূথমণি স্বর্ণ থালি লয়ে
কর্পূর ঘৃতের বাতি ধরি,
প্রভাত-আরতি করে গাইছে প্রভাতি
চৌদিকে মঞ্জরী সারি সারি ।
নিকুঞ্জের বিহঙ্গম আজ্ঞা পেয়ে তবে
সুললিত আরম্ভে কূজন,
রবাব মন্দিরা সহ ভ্রমর ঝঙ্কারে
মৃগমৃগী ময়ূর নর্ত্তন ।

যেন সবে একতানে গায় "জয় রাধে !
জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ রাধা !"
কৃষ্ণধন রাধিকার রাধিকা কৃষ্ণের
মত্তকরী প্রেমডোরে বাঁধা।
ঝলমল শোভমান আরতি আলোকে
স্বর্গ হ'তে দেব দেবী হেরে ;
ভিতরে বেদীতে কভু, কভু কুঞ্জ দ্বারে,
সুধা রবে প্রেমবন্যা ঝরে।
বিভোর সে সখীগণ হেরিয়া মাধুরী,
তিন ভাব হৃদয়ে উদয় ;
দর্শনে হরষ, কিন্তু বিষাদ বিরহে,
গুরুজন দেখে পাছে, ভয়।
উদিত এ তিনভাব যুগল হৃদয়ে
সখীযূথে উঠে এইভাব,
তখন শ্রীবংশীধারী প্রিয়াবামে করি,
করিছেন ধীরে কুঞ্জত্যাগ।

[কুঞ্জ ভঙ্গ]

মঞ্জরী যাইয়া এক লইছে কুঙ্কুম,
আঁচলেতে বাঁধিছে দর্পণে ;
শ্রীরূপ কঞ্চুলী ল'য়ে পর্য্যঙ্ক হইতে,
পরালেন রাধারে গোপনে

চর্ব্বিত তাম্বুল বাঁটে শ্রীগুণ মঞ্জরী,

সখীবর্গ খাইয়া বিহ্বল,

স্বর্ণকটোরায় শেষ চন্দন লইয়ে

মঞ্জনালী মাখালে সকল।

ছিন্নমতি মালা গাঁথে কস্তুরী মঞ্জরী,

সিন্দুরের পাত্র কেহ লন,

স-পিঞ্জর শুকশারী, ভৃঙ্গার, ডাবর,

চামর বা লয় কোন জন।

অগ্রে শ্রীরাধা মাধব, পাছে সখীগণ,

তার পাছে মঞ্জরীর দল,

গুরুরূপা দেবী পরে, সাধক দাসীরা,

যমুনায় চলেছে বিহ্বল।

বনতরু কুসুমিত, ভ্রমর গুঞ্জন,

শিখি পিক উড়ে, উঠে, বসে,

সুমধুর পাখী গায়, ফুলশোভা তারে,

যমুনার তটে সবে আসে।

চারিবর্ণ পদ্ম সারি চৌবর্ণ কুমুদ,

শোভে কালিন্দীর কৃষ্ণ নীরে;

ফুটেছে নক্ষত্র মাঝে, মীনেরা তা' হেরি,

খাদ্য ভাবি খেতে যায় ধীরে।

চক্রবাক্ হংস আদি মৃণাল ভক্ষিছে,

সাঁতারিয়া খেলে জলোপরে;

তীরে তরু পুষ্পলতা যমুনার জলে

কি সুন্দর প্রতিবিম্ব ধরে!

তরুলতা নট নটী নৃত্য শিখিতেছে,
যেন গুরু পবন সকাশে ;
সখীগণ তাহা হেরি' গৃহেতে গমন
ভুলে গেল হাস্যপরিহাসে।
তখন শ্রীবৃন্দারাণী রসান্তর করে',
কক্‌খটীরে ইঙ্গিত করিলা,
বানরী বুঝিয়া কহে,— রক্ত বস্ত্রে ওই
যষ্টি হস্তে আইসে জটিলা।
সচকিত শুনি তাহা, তরুর ছায়ায়
দ্রুতগতি সকলে চলিল,
পশু পাখী দুইপার্শ্বে তাদের বিরহে
বহুদূর পশ্চাদে ধাইল।
চমকে শ্রীরাধা হেরি' নিজের ছায়ায়
ক্ষণে ক্ষণে শমিত গমন,
হয় বক্ষে বসুধার কমল প্রকাশ,
যেথা যেথা পড়ে শ্রীচরণ।
ত্বরিত গমনে খুলে পড়ে কেশ, বাস,
মলয় টানিছে আবও ধরে,
তায় পীন পয়োধর, নিতম্বের ভার,
ধনীরে বিব্রত বড় করে।
শ্রীরূপমঞ্জরী অগ্রে দেখে নিরখিয়া
লোক চলাচল হয় কি না ;
শ্রীরতি মঞ্জরী পাছে পথ দেখাইয়া
চলিছে দেখিয়া শোভা নানা।

দক্ষিণে বিশাখা রয়, বামে শ্রীললিতা,
যেন তারা রক্ষে ভয় হ'তে,
হরষ বিষাদভরে শ্রীরাধামাধব,
সখী সহ চলে কোনমতে।
গুরুজন ভয় অগ্রে পার্শ্বে জটিলার,
চন্দ্রাবলী ভয় বামে রয়,
পশ্চাতে বিরহ আছে, চৌদিকে উৎকণ্ঠা,
কিশোর কিশোরী কত সয়।
শ্রীললিতা রাগে তাই, অরুণেরে কয়,
হে অরুণ, তুমি অকরুণ,
পদশূন্য হ'য়ে তবু এত দ্রুতগতি,
কার্য্য তব বড় নিদারুণ !

[বিদায়]

আসিল সকলে ক্রমে দোমন কাননে,
উপস্থিত বিচ্ছেদ সময় ;
শ্যাম যাবে নন্দীশ্বরে শ্রীরাধা যাবটে,
শ্রীললিতা গদ গদ কয়,—
"শ্রীরাধা সর্ব্বস্বধন, হে ব্রজজীবন,
প্রিয় সখী সমর্পেছে তাঁর
সর্ব্বস্ব তোমার করে, ভুলনাক' তাঁরে,
তোমা ছাড়া নাহি কিছু আর।"
কিশোরীর অশ্রুপাত মুছি করে শ্যাম
নিজ পট্টাঞ্চলে কহে তাঁর—

"জীবন সর্ব্বস্ব তুমি, মোর প্রাণেশ্বরী,
দাস পদে, শোক না জুয়ায়।
দেখা হ'বে নন্দীশ্বরে পুনঃ তব সনে,
আবার সরসি তটে যাব,
অন্তরে বাহিরে সদা এ অষ্টপ্রহর,
তব সনে অনুক্ষণ রব'।"
শুনিয়া অমৃত বাণী আশ্বাস পাইয়া
ধৈর্য্য ধরি' দাঁড়াল' কিশোরী,
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় লয়ে গেল নন্দালয়,
হেরে ধনী অনিমিখে ফিরি।
মাধবও পশ্চাদ ফিরি ফেলিয়া নিশ্বাস,
দেখিতে দেখিতে বারে বার,
অদৃশ্য হলেন গিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে
পাবন সরের ধার ধার।
উত্তর খিড়কী দ্বারে পশি নিজ কক্ষে,
পর্য্যঙ্কেতে হলেন শায়িত,
এ দিকেতে কমলিনী কৃষ্ণ অদর্শনে
বিরহেতে হলেন মুর্চ্ছিত।
ধরি সব সখীগণ প্রবেশে পুরেতে
পূর্ব্বের দক্ষিণ দ্বার দিয়া,
খুলিয়া নূপুর রাখে, রত্ন চৌকি' পরে
নিজ কক্ষে সেবে বসাইয়া।
রাতুল চরণ যুগ প্রক্ষালি যতনে
নিজ কেশে মুছাইয়া দিল,

হৃদয়ে ধরিয়া রাখে ব্যজন বীজনে
ঋতু যোগ্য সেবাদি করিল।
এক সখী আসি বলে নির্ব্বিঘ্নে কানাই
করেছেন স্বগৃহে গমন,
সুস্থ তাহা শুনি রাই দাসীর সেবায়
করিলেন নিদ্রার ভজন।
রাধা, ভাবে হ'য়ে ভোর ভাবিতে ভাবিতে
তাঁরই কথা, নিদ্রা নিমগন,
নিদ্রা যোগে প্রাণনাথ সহিত বিহার
করিতে লাগিল হৃষ্টমন।
সখীগণ একে একে নিজ গৃহে গেলা ;
গুরুদেবী চরণ সেবায়
তোষিয়া সাধক দাসী উত্তরী বিছায়ে
বক্ষে পদ নত করে কায় !
নমিয়া যুগল পদ সখী মঞ্জরীর
সিদ্ধ বাবাজীর পদ ধরি
গায় রাম মিত্র দাস হ'ব কুঞ্জদ্বারী-
দাস-দাস-দাস কবে, হরি !

ইতি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্যলীলা" গীতিকায়
"নিশান্ত লীলা-নামক" প্রথম বিলাস সুধাধারা ॥

দ্বিতীয় বিলাস সুধাধারা ।

প্রভাত-লীলা ।

[প্রভাতে—বেলা ৬টা হইতে ১০টা]

১ । শ্রী শ্রীগৌরসুন্দরের—

[মহাপ্রভুর আলয়ে ভক্তগণের আগমন । মহাপ্রভুর আলয় বর্ণন ।
মহাপ্রভুকে জাগরিত করিতেছে । প্রাতঃকৃত্য । সজ্জা ।
নারায়ণ পূজা । ভাগবত পাঠশ্রবণ । অন্তঃপুরে
রন্ধনাদি । নারায়ণ ভোগ আরতি ।
মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ সহ প্রাতর্ভোজন ।
ভোজনান্তে বিশ্রাম । যোগ-
পীঠে অধিষ্ঠান । যোগ-
পীঠে পূজা ।]

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ,
গোঁসাই আদি জয় ভক্তবৃন্দ,
স্বরূপ বাবাজী গুরু সিদ্ধ দাস কল্পতরু
প্রণমিয়া আরম্ভে প্রবন্ধ ।

[ভক্তগণের অগমন ।]

উঠিয়া সাধক দাস শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরি'
প্রাতঃ কৃত্য করি সমাপন,
গঙ্গা স্নান করি আসি' তিলক চিহ্নিলা কায়,
শ্রীতুলসী করিলা সিঞ্চন ।

প্রদক্ষিণ করি পরে, গুরুর মন্দিরে আসি'
পদ সেবি' ভাঙ্গে নিদ্রা তাঁর,
বাহিরে চৌকিতে বসে, সাধক আনিয়াছিল
জল ঝারি দন্ত কাষ্ঠ আর।
সমাপিয়া বাহ্য কৃত্য যান তবে গঙ্গাস্নানে,
সাধক লয়েন বস্ত্র ঝারি ;
করি স্নান, বস্ত্র পরি' করিতে করিতে স্তব,
আসিলেন নিজ গৃহে ফিরি।
সাধক লইয়া সিক্ত বস্ত্র, ভৃঙ্গারেতে জল,
আসি গৃহে চরণ ধোয়ান,
ধরিয়া তিলক আদি বৃন্দাজীরে সিঞ্চি জল,
গুরু মহাগুরু পাশে যান।
সকলে সমাপি কৃত্য, স্নানাহ্নিক ক্রমে ক্রমে,
শ্রীনিতাই মন্দিরে চলিলা,
উঠিলেন শ্রীনিতাই, করিয়া হুঙ্কার তবে,
প্রাতঃ কৃত্য তথা সমাপিলা।
বঙ্কিমদেবের সেবা আজ্ঞা দিয়া পারিষদে
শ্রীস্বরূপ রামানন্দে লয়ে
বক্রেশ্বর আদি তারা দক্ষিণের দ্বার দিয়া
পশিলেন মহাপ্রভু পুরে।
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস, অভিরাম ঠাকুরাদি,
পূর্ব্বদ্বারে আসিলেন তথা,
গদাধর, নরহরি পশ্চিম দুয়ার দিয়া
প্রবেশিয়া আইলেন সেথা।

পূর্ব্বচক প্রাঙ্গনেতে সুবিস্তৃত বেদী'পর,
নিতাই অদ্বৈত ভক্তগণ,
যথাযোগ্য অনুসারে, পরস্পরে একে একে,
করে দণ্ডবৎ আলিঙ্গন।
অত্যুচ্চ প্রাচীর ঘেরা চৌখণ্ড আলয় মাঝে
ত্রিশ চক্ সুন্দর নির্ম্মিত ;
পূর্ব্ব অগ্নি দক্ষিণার্দ্ধ লয়ে হয় এক খণ্ড,
দশ চক্ তাহাতে বিস্তৃত।
দক্ষিণ নৈঋত আর পশ্চিমার্দ্ধ অষ্ট চকে
দ্বিতীয়ের খণ্ড আলয়েতে,
পশ্চিম উত্তর বায়ু চারি চক পরিপাটি
বিনির্ম্মিত তৃতীয় খণ্ডেতে।
উত্তর ঈশান পূর্ব্বে অষ্ট চক মিলাইয়া
চতুর্থ সে খণ্ড অনুপম,
চকে চকে নানাগার, শয়ন ভোজন কক্ষ,
মন্দির বৈঠক অগণন।
পূরব-পশ্চিম পুরে এক পথ সুবিস্তৃত
উত্তর-দক্ষিণে সেইরূপ ;
বিচিত্র চিত্রিত সব, মণি মুক্তা প্রবালাদি,
চারিদিকে শোভা অপরূপ।
স্বরূপ গোঁসাই আদি ক্রমেতে সাধক দাস
মহাপ্রভু শয়ন আগারে,
প্রবেশি' সামগ্রি সব সাজাইছে বেদীপর,
প্রাতঃ কৃত্য আদি করিবারে।

তখন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়,
শচীমাতা শয্যা কক্ষে যান,
কন নিত্যানন্দ, "মাতঃ, আসিয়াছে ভক্তবৃন্দ
মহাপ্রভু জাগ্রত করান।"
শুনিয়া উঠিলা মাতা, স্নেহেতে ব্যাকুল হয়ে,
যান নিমায়ের শয্যা ঘরে,
পশ্চাতেতে প্রভুদ্বয় স্বরূপ গোঁসাই আদি
ভক্ত প্রবেশিলা পরে পরে।
শয্যার উপরে কর- ভাব রাখি, হেরে মাতা,
সুত-মুখচন্দ্র চমৎকার,
কহে, "হে নিমাই বাপ, এসেছে হের রে সব
নিতাই আদি সঙ্গীরা তোমার,
কর' কর' গাত্রোত্থান ;" তাহা শুনি শ্রীনিমাই,
হাই ছাড়ি বসেন উঠিয়া,
নামিয়া চরণে মার অবনত করে শির,
মাতা গৃহে গেলেন চলিয়া।
জানিয়া মনের ভাব স্বরূপ গাইল তবে
পদ রাধাশ্যাম--রসোদ্গার,
অশ্রুসিক্ত শুনি' গান হর্ষকম্প রোমাঞ্চেতে,
পান গৌর ভাব শ্রীরাধার।
আবার বিলম্ব হেরি' আসিতে বাহির চকে
পুনঃ যান শচী মাতা ঘরে,
অশ্রুসিক্ত দেখি আসি 'বিশ্বম্ভরে একি ভাব ?'
স্বরূপে জিজ্ঞাসা মাতা করে।

গোঁসাই থামায়ে গান, কহেন, 'শ্রীবাস-গেহে
কীর্ত্তনেতে নিদ্রা নাহি হয়,
গত রাতে, তাই এবে স্খলিত বচন প্রভু ;'
দন্তকাষ্ঠ ঈশান আনয়।

(প্রাতঃকৃত্য ও বেশ রচনা)

ভাব গেলে মহাপ্রভু বসিলেন আসি চৌকে,
করি' প্রাতঃ কৃত্য ধাবনাদি ;
শ্রীনিতাই অদ্বৈতের আর আর ভক্তবৃন্দে,
আলিঙ্গন দেন নিরবধি।
করে সবে দণ্ডবৎ, কার' শিরে দেন কর,
কারে পদ স্পর্শ করে তিনি ;
প্রভুত্রয়ে তারপর নারায়ণ গন্ধ তৈলে
মর্দ্দনিছে দাসগণ আনি।
গন্ধচূর্ণে তৈল তুলে, প্রাঙ্গন মার্জ্জন করি,
স্নান যোগ্য বসন লইয়া
নীল, পীত, শুক্ল, চিত্র শৃঙ্গার বেদীর' পরে
চতুঃ শমে রাখেন রচিয়া।
বিবিধ পুষ্পের মালা শ্রীগঙ্গাপূজার গাঁথি,
উত্তর দ্বারেত বাহিরিয়া
কভু উত্তরের ঘাটে ; কভু দক্ষিণেতে নামি,
স্নান করে জলেতে খেলিয়া।
স্নানান্তে উঠেন তীরে, দাসগণ মুছাইলে,
শুষ্ক বাস করি' পরিধান

তিলক রচিয়া চারু শ্রীগঙ্গার মৃত্তিকায়,
করে গঙ্গা পূজার বিধান।
শ্রীকৃষ্ণের নাম গান স্তবাদি করিয়া সবে,
আসে ক্রমে নিজগৃহে ফিরি,
প্রভুত্রয়-শ্রীচরণ ধৌত করে ভক্তগণ,
বসে শৃঙ্গারের বেদী'পরি।
শ্রীগৌর আদেশে পূজে গদাধর নারায়ণে,
দাস মাল্য চন্দন যোগায় ;
বেষ্ঠন করিয়া তবে প্রভুত্রয়ে সযতনে
হেথা সব ভক্তেরা সাজায়।
শুকায়ে অগুরু ধূমে কেশ,আমলকী দিয়া
মার্জ্জিত করিয়া গন্ধ দেয়,
মুক্তাদামে চূড়া বাঁধে, মতির থোপনা ঝোলে,
কাটি সিঁথি সাজায় মুক্তায়।
কর্ণেতে কুণ্ডল মণি, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, পত্রাবলী,
শোভে ভালে, নাসায় তিলক ;
কণ্ঠে স্বর্ণ, মণিহার বক্ষে, হস্তে বাজুবন্ধ,
রত্নাঙ্গুরী, নাসাগ্রে নোলক।
কটিতে ঘন্টিকা ক্ষুদ্র চরণে নূপুর রাজে,
গলে লগ্ন যজ্ঞ উপবীত,
উত্তরীয় জঙ্ঘাবধি, রহিয়াছে লম্বমান,
প্রভুদ্বয়ও সাজে যথারীত।
হরিমন্দির-তিলক করিতবে ভক্তবৃন্দ,
তিনপ্রভু আরতি করিছে ;

দর্পণে শ্রীমহাপ্রভু হেরি নিজ মুখ-ইন্দু
রাধাভাবে আবিষ্ট হ'ইছে।
স্বরূপ গোঁসাই হেরি' বসিয়া বৈঠকে গান
রাধাকৃষ্ণ শৃঙ্গার সাজন,
নিজ নিজ ভাবে ভোর, সিদ্ধদেহে স্থির হ'য়ে
হ'ন ভক্তগণ নিমগন।

(পূজা ও পাঠ।)

নারায়ণে ভোগ দিলে গদাধর সুপণ্ডিত,
ঈশান ডাকিছে প্রভুবরে,
শচীমাতা ডাকিছেন, অমনি সম্বরি' ভাব,
তুলসী সিঞ্চন আদি করে।
নারায়ণ আরত্রিক দেখিয়া প্রসাদীমালা,
পরেন নমেন নারায়ণ,
জলযোগ করি আসি' ভাগবত-গৃহে বসি
গ্রন্থপাঠ করেন শ্রবণ।
শেষামৃত ভুঞ্জি ভক্ত আসি তথা বসিলেন,
দাস করে গৃহাদি মার্জ্জন,
ভাণ্ডারে রাখিয়া পাত্র আসি তথা পাঠ শুনে,
গদাধর করিছে পঠন।
নিত্যানন্দ দক্ষিণেতে, বামেতে অদ্বৈতপ্রভু,
সনাতন তার বামে বসে,
শ্রীরূপ স্বরূপ আদি সম্মুখেতে গদাধর,
দাস আদি পিছনেতে শেষে,

প্রসাদী তাম্বুল ল'য়ে প্রভুত্রয়ে খাওয়াইয়া
স্বরূপ বাঁটিছে এবে সবে
শুনি পাঠ একমন গুরু বামে শিষ্যগণ,
অচেতন আবিষ্ট নিরবে।
বাহিরেতে ভাগবত রস হয় আস্বাদন,
অন্তঃপুরে রন্ধন আগারে,
শচীমাতা সীতাদেবী মালিনী জাহ্নবা লক্ষ্মী
বিষ্ণুপ্রিয়া রন্ধনাদি করে।
ঘৃতান্ন ব্যঞ্জন নানা পিষ্টক পায়স ক্ষীর,
রসালা পক্কান্ন আদি কত,
দুগ্ধবিকারের দ্রব্য নারায়ণ গৃহে রাখে,
ঈশান করান অবগত।
শচীদেবী ডাকে শুনি' সংক্ষেপে সারিয়া পাঠ,
গদাধর প্রভুর আজ্ঞায়
হস্তপদ ধৌত করি, নারায়ণ ভোগ দেন
ভোগশেষে আরতি করায়।
মহাপ্রভু ভক্ত সহ দেখিছেন আরাত্রিক,
ব্রজলীলা ভাবে মগ্ন হন,
যতই দেখেন প্রভু, সেই খেলা নন্দালয়ে,
বুঝি তত করেন স্মরণ।

[প্রাতর্ভোজন]

বাৎসল্যে শ্রীশচীদেবী ডাকিলেন সবাকায়,
বেলা হ'ল খাবে না এখন ?
কভু কৃষ্ণ ভাবাবেশে কভু রাধা ভাবে গৌর
আসি নিত্য করেন ভোজন।
দক্ষিণে নিতাই, বামে অদ্বৈত শ্রীবাস আদি
গদাধর ভক্ত বৃন্দ বসে,
এক পংক্তি ব্রাহ্মণেরা, এক পংক্তি অন্য ভক্ত,
পদ্মাবতী আদি পরিবেশে।
ঘৃতান্ন, সুকতা, শাক, ডাল, ভাজা, ঝাল, অম্ল,
দধি, সর, পরমান্ন আর,
পুরী, পুলী, মণ্ডা, চুর, কাসন্দি, আমের সত্ব,
মোরব্বা, পিষ্টক মিষ্টতার।
চর্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয়, পনস কদলী আম,
নানা ফল, সরস ভোজন,
রাধা সম সখীসনে ভোজনেতে ভাবাবিষ্ট,
মহাপ্রভু সহ ভক্তগণ।
মন্দ মন্দ খান হেরি' মহাপ্রভু ভক্ত বৃন্দ,
শচীমাতা স্নেহ ভরে কয়,—
"নিমাই, নিতাই বাপ, রুচি ক'রে খাও আরও
অল্পাহারে পুষ্টি কিরে হয় ?"
মাতাকে করিতে সুখী, চেতিয়া তাহারা সবে
ইচ্ছামত খান অতঃপর ;

আচমন করি প্রভু শয়ন মন্দিরে যান,
বসিলেন পালঙ্ক উপর।
দাসেরা তাম্বুল দেয়, ঈশানাদি খায় শেষে,
পরে অন্তঃপুর দেবীগণ ;
প্রভুর অধরামৃত স্বরূপাদি গুরু বর্গ
খেয়ে পাছে করে আগমন।
প্রসাদ ধরিয়া পার্শ্বে সাধক মার্জ্জিল ঘর.
আসি করে বীজন সেবন,
নিতাই দক্ষিণ ঘরে, উত্তরে অদ্বৈত প্রভু,
বারাণ্ডায় রন ভক্তগণ.
বিশ্রামান্তে পদ সেবি' জাগায় সাধক দাস.
তিন প্রভু যান বেদী' পর,
ঈশানে কদলীমূলে কূর্ম্মাকার যোগপীঠে,
অষ্টমণি মন্দির ভিতর।
তরুলতা পুষ্পে শোভে সৌরভ গুঞ্জনময়,
ভাবাবেশে বসেন তথায়,
ক্রমে ক্রমে তিন প্রভু রাধা কৃষ্ণ লীলা স্মরে.
স্বরূপ বুঝিয়া ভাব, গায়।
নন্দীশ্বর পর্ব্বতেতে কুঞ্জের মিলন লীলা,
করালেন প্রভুকে শ্রবণ,
মহাপ্রভু মহোল্লাসে রাধাভাব আবেশেতে
ভাবাবিষ্ট ভুলিয়া আপন।

[যোগপীঠে পূজা।

ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু মন্দিরের বারাণ্ডায়
কোকিল কুহরে, হ'ল জ্ঞান ;
ভাবাবেশে পুনঃ প্রভু সহ ভক্তগণ ক্রমে
যোগপীঠ উপরে দাঁড়ান।
অষ্টদল পদ্মাকৃতি মাঝের কেশর' পরে
বিচিত্র সজ্জিত সিংহাসন,
নব আম্রশাখা সহ হীরা ইন্দ্র নীলমণি,
মুক্তামালা কলসী স্থাপন।
চারি দ্বারে অষ্টমণি, চন্দ্রাতপে পদ্মরাগ,
অষ্টকোণ সুবর্ণ-খচিত,
হরিতমণির স্তম্ভ পৃষ্টে বস্ত্র আচ্ছাদন,
চন্দ্রাকারে আসন শোভিত।
দক্ষিণে নিতাই, বামে গদাধর, শ্রীবাসাদি
সম্মুখে অদ্বৈত প্রভু রয়,
স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গে বেড়িয়া সবে
গুরু আদি সাধক পূজয়।
চন্দন তুলসী দিয়া প্রভুত্রয়-পদ পূজি'
মাল্য চন্দনেতে সেবে কায়,
অধর-তাম্বুল ক্রমে প্রদানিয়া পর পর
গুরুদেব সাধকে খাওয়ায়।
হেন মহাপ্রভু-লীলা হেরি পুলকাঙ্গ সবে,
গুরু বামে বীজনে সাধক,
সেরূপ মাধুরী যেন ভাবাবিষ্ট হিহাসান্তে
নিকুঞ্জেতে শ্রীরাধামাধব।

নিজবাটী যোগপীঠে প্রভাতে ভোজন পরে
সাধকের ক্রম পূজা আদি ;
গুরু, মহাপ্রভুত্রয়ে গদাধর শ্রীরাস স্বরূপ,
মন্ত্র গায়ত্রীর জপ বিধি ।
নমিয়া নিমাইপদ নিত্যানন্দ পারিষদ,
সিদ্ধ বাবাজীর পদ ধরি,
গায় রাম মিত্র দাস হব তব পদে দাস-
দাস-অনু-দাস কবে হরি !

২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের—

[রাধাকক্ষে সাধক দাসী, গুরুদেবী, পরমেষ্ঠী গুরু আদি, মঞ্জরী, সখীগণের ক্রমে প্রবেশ ; যাবট পুর শোভা ; ঘর্ষাণ শোভা ; জাগরণ ; শ্যামাসখী ও মাধুরিকার কৃষ্ণকথা ; চন্দ্রশালায় রাধাশ্যামের দর্শন ; রাধার শৃঙ্গারবেশ ; হরিণাঙ্গী মুখে শ্যামকথা ; কুন্দলতা-জটিলার কথা ; রাধার নন্দালয়ে গমন ; রন্ধন ; ভোজন ; কুঞ্জে মিলন ; যোগপীঠে পূজা ।]

জয় জয় রাধাশ্যাম ললিতা বিশাখা প্রাণ
বৃন্দা, সখী, মঞ্জরীর বৃন্দ,
স্বরূপ বাবাজী গুরু সিদ্ধ দাস-কল্পতরু,
প্রণমিয়া আরম্ভে প্রবন্ধ।

[যাবটপুর প্রবেশ]

শ্রীযাবটে শয্যা হ'তে উঠিয়া সাধক দাসী
গুরুদেবী মঞ্জরীর বাসে,
আসি ঝাড়ু দিয়া ধোয়, প্রণালী মার্জ্জনা করে,
চন্দন ছিটায় আসে পাশে।
পারল গঙ্গায় কিম্বা রাধাকুণ্ডে করি স্নান,
প্রাতঃ কৃত্য করি সমাপন,
দন্তধাবনের দ্রব্য তৈল বস্ত্র অলঙ্কার
গুরুতরে করেন রক্ষণ।
রাধাসখী মঞ্জরীর গুরুর পূজার তরে,
বেশভূষা পুষ্পাদি চয়ন,
নানাছাঁদে গাঁথে মালা, কস্তূরী, কুঙ্কুম চূর্ণ
মৃগমদ, শমাদি চন্দন।
পদ সেবি' উঠালেন গুরুদেবী সে সাধিকা,
যোগাইছে তাঁর কৃত্য, বেশ,
পরমেষ্ঠীগুরু পরে পরাৎপর গুরুদেবে,
করালেন কৃত্য বেশ শেষ
পর পর আজ্ঞা ল'য়ে আসিছেন ক্রমে ক্রমে
অনঙ্গমঞ্জরী কক্ষে দাসী,
ঐরূপে জগায়ে তাঁরে, কৃত্য বেশ শেষ করি
রাধাকক্ষে উপস্থিত আসি।
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি দিকে দিকে সখিগণ,
আসিছেন ক্রমে সেই পুরে,
সাজায় সাধকদাসী স্নান-বেদী শৃঙ্গারের,
চন্দনের জলে ধৌত করে।

কচি আমপাতা, জীহ্বা- সুবর্ণশোধিনী, ছানি',
কর্পূরে মৃত্তিকা সুবাসিত,
বাহ্য কৃত্য দন্ত জীহ্বা ধাবনের তরে দাসী
স্নানজল রাখেন সজ্জিত।
ললিতা বিশাখা সখী, মঞ্জরীরা একে, এ.ক,
যেদিকে যাহার বাস, আসে,
ললিতা, বিশাখা, রূপ, মঞ্জনালী উত্তরেতে ;
দক্ষিণে চম্পকলতা পশে'
রঙ্গ, গুণ, বিলাসাদি ; পূর্ব্বে ইন্দু, চিত্রা, রতি,
রস ; তুঙ্গবিদ্যা পশ্চিমেতে
সুদেবী লবঙ্গ আদি কস্তুরী আসিয়া সবে
পুর শোভা লাগিলা দেখিতে।

[যাবট-পুর শোভা]

চ[illegible]থণ্ড সেই পুরে পঞ্চত্রিংশ চক্ আছে,
মণি, চিত্র, ধ্বজাদি শোভিত,
শ্রীযাবটে রাধিকার দক্ষিণে মন্দির দ্বার
নীলধ্বজ স্তম্ভেতে লোহিত ;
মণিময় বেদীপরে রত্নপর্য্যঙ্কেতে চারু
সুপ্ত রাই কোমল শয্যায়,
মতি মুক্তা জহরত আলোকেতে ঝক্‌মক্,
করে আর রাধার বিভায়।

শয্যাকক্ষ সম্মুখেতে নাট বাঙ্গালার ঘর,
পশ্চিমে শোভিছে সজ্জাগার,
দক্ষিণে বিশ্রাম কক্ষ পূরবে ভাণ্ডার কুটী
গুপ্ত কৃষ্ণখাদ্য রাঁধিবার।
রাধাচক অষ্ট পার্শ্বে অষ্ট সখী চক্ রয়.
পরে অষ্ট মঞ্জরী মন্দির ;
মন্দিরের পর কুঞ্জ, একরূপ সব চক,
মধ্যস্থলে মন্দির দেবীর।
অভিমন্যু পূর্ব্বচকে, ঈশানে দুর্ম্মণ গোপ,
নৈঋতেতে দুগ্ধের ভাণ্ডার,
উত্তরেতে দাস দাসী, জটিলা কুটিলা বায়ু,
পশ্চিমেতে রন্ধন আগার।
পুরী পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে কদলীবন,
তাল বেল গুবাক উদ্যান,
পুষ্পিত অনেক তরু ভ্রমর, কোকিল, শিখি;
নাচে, গায়, করে শোভাদান।
পূরবে তোরণ পুরে বাজে নহবৎ দামা,
পরে প্রতিবেশী করে বাস ;
মহিষ গাভীরা চরে, বাগানে চৌদিকে রয়,
কুণ্ড কত রাজে আশপাশ।
গুপ্ত কুঞ্জ, চবুতারা বিলাসের স্থান কত
বন্য তরু পুষ্প শোভে তায়,
শ্রীযাবট উচ্চস্থানে শ্রীরাধা মন্দির হ'তে
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণে দেখা যায়।

[বর্ষাণ-পুর শোভা ।]

রাধার মন্দির পাশে দুই চন্দ্রশালা আছে,
সখী সহ রাধিকা দেখেন,
উত্থান, গমন, গোষ্ঠে আগমন, গোদহন,
কত খেলা শ্রীকৃষ্ণ খেলেন।
শ্রীবর্ষাণ পিত্রালয় বৃষভানুপুরে রাজ
রন কভু, খেলেন সুন্দর;
সে পুরও পর্ব্বতোপরে চকবন্দী গৃহ সহ,
বৃষভানু কুণ্ড মনোহর।
সাতচক অতিরিক্ত বর্ষাণে উত্তর দ্বার
রাধার মন্দির কৃষ্ণতরে,
উত্তরে যে নন্দীশ্বর, যাবটে পশ্চিমকোণে,
সদা শ্যাম দরশন করে।
সখী মঞ্জরীর ঘর সেই একরূপ হেথা;
দক্ষিণে পিতার গৃহ তাঁর,
শ্রীদাম নবম চকে, বৃষভানু ভ্রাতাগণ,
সপ্তচকে করেন বিহার।
যাবটের শোভা যথা, বর্ষাণেরও শোভা তাই
পুষ্পোদ্যান গুবাক খর্জ্জুর,
ময়ূর কোকিল হংস করে ক্রীড়া কলতান,
কুঞ্জে, কুণ্ডে, তোরণ সুদূর।

[প্রিয়াজীর জাগরণ]

সখী মঞ্জরীরা হেরে প্রিয়াজী-শয়ন শোভা
চন্দ্রাতপ কোমল শয্যায়,
স্বর্ণদণ্ড পর্য্যঙ্কেতে মুক্তার ঝালর ফুল.
ঝলমল মণির আভায়।
জাগাতে শ্রীরাধিকায় করি পদ সম্বাবন,
বিশাখা কহেন মধুস্বরে ;—
হে রাধে, আলস্য ত্যজ, পৌর্ণমাসী আদেশেতে
শ্রীমুখরা আসিছেন দ্বারে।
মুখরা নাতিনী-দ্বারে আসিতে জটিলা কহে,
বলে, পৌর্ণমাসী কহিয়াছে,—
বধূকে প্রভাতে উঠি বাস্তু পূজা করাইবে,
ধনবৃদ্ধি ফল তাহে আছে ;
সূর্য্যে পূজি গাভী বৃদ্ধি যশোদা রাণীর আজ্ঞা,
পুত্র আয়ু বৃদ্ধি হবে তায় ;
নাতিনী ঘুমায়ে রয় জাগাও তাহারে ত্বরা ;
আসিয়া মুখরা এবে কয় ;—
"গোষ্ঠ হ'তে দুগ্ধভাণ্ড লয়ে আসে পতি, উঠ,
বাস্তু সূর্য্য পূজা আয়োজন,
কর, আজ রবিবারে গুরুরা উঠেছে, রাধে."
বলে গাত্র করেন লালন।
ত্বরিতে উঠিলা ধনী, শ্রীমুখরা দেখে অঙ্গে
রাধা পরে সুপীত বসন,
কহেন বিশাখা প্রতি অতি রোষান্বিত হ'য়ে
"একি দেখি অশুভ ঘটন !

হা হা পরিবাদ, করিয়া বিষাদ,
একি পরমাদ হায় !
দ্রব হেম কাঁতি বসনের ভাতি
তোমার সখীর গায় ;
সন্ধ্যাকালে কালই উড়ায় বনমালী
দেখিয়াছি পীতবাস,
সতীকুল হইয়া সে কুল ভুলিয়া
ধরম করিলা নাশ ।”
চতুরা সে বিশাখাজী রাধাঙ্গ হইতে লয়
পীতবাস গোপনে টানিয়া,
সুনীল বসন চারু বলেন বিশাখা তবে
দিয়া তার স্থলে উড়াইয়া ;—
“তুমি বৃদ্ধা অতি, গেছে আঁখি তথি,
এক দেখ ব’ল আর,
রাধা দেহ জ্যোতি কাঞ্চনের ভাতি
এ নীল বসন তার
রাধার কিরণে সুবর্ণ বরণে,
পীতবর্ণ ভাবিয়াছ,
না বুঝি অযথা, কহ নিন্দা কথা,
বৃথা শঙ্কা করিয়াছ ।”
মুখরা লজ্জিতা হ’য়ে চলে যান নিজালয়ে,
বিশাখায় প্রশংসি অন্তরে ।
তখন রাধিকা কন “কিবা হেরিলাম, সখি,
স্বপ্নাবেশে আজি উষাভোরে ;

নবঘন অঙ্গ কান্তি বিজুরী জিনিয়া কে লো
পীতবাস মণিতে ভূষিত,
নবীন যুবক এক ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম যেন
করে তোরে হৃদে আলিঙ্গিত।"
বিশাখা কহিছে "রাধে, হের নিজ অঙ্গ তব,
বিগলিত কবরী মুকতা,
নেত্রের অঞ্জন কোথা বক্ষে কেন ক্ষত চিহ্ন,
এ যে দেখি তোমারই বারতা!"
ললিতা উত্তরে তবে, "বিশাখে, বুঝনি ঠিক,
সখী-কেশ কানন সদৃশ,
রসরাজ মন করী সিঁথি পথে পশি তথা
বিগলিত করেছে ঈদৃশ।
মুক্তামালা মুক্তি লভে, নেত্রাঞ্জন নিরঞ্জন,
বক্ষে ক্ষত কীর করিয়াছে,
খেতে পক্ক বিম্ব ফল বসে, তাড়নায় উড়ে,
বিম্বাধরে ক্ষত হইয়াছে।"
সাধক দাসীটি এবে গুরু দেবী আজ্ঞা পেয়ে
প্রিয়াজীর সেবাদি করান;
আসে পরে শ্যামা সখী, রাধাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ ঘ্রাণ
পেয়ে হন বিহ্বল পরাণ।
কন রাই "এত প্রাতে বিনা স্নানে, কেন সখি,
তাড়াতাড়ি এলে যে এখন?"
শ্যামা কয়, "তব মুখ ক্ষণমাত্র না হেরিয়া
পারি না যে থাকিতে ভবন!

প্রভাতে ও মুখ হেরি' যায় দিন ভাল মোর,
করেছি নিয়ম প্রাতে তাই,
হেরি তব মুখ আগে স্নান করি, মান্য যথা
শ্রীতুলসী বৈষ্ণবের ঠাঁই।
স্নান-ব্যজ নাহি সয় বল', দেবি, শ্যাম কাছে
কি পাঠ শিখেছ কাল রাতে ?"
বিনোদিনী কন, "কই, আমি কিছু শিখিনিত
তুমি বল, শুনি ইচ্ছা চিতে।"
শ্যামা কহে, "ছাড়' ছলা নিজাঙ্গেতে চিহ্ন হের' !"
কহিছেন কিশোরী তখন ;—
"কি কহিব একমুখে প্রাণবল্লভের কথা,
হ'ত যদি সহস্র বদন !
দরিদ্রের রত্ন সম রাখিবে আমারে কোথা,
যতনে হৃদয়ে ধরে ছলে,
নিজ করে রচে বেশ যাবকে রঞ্জিতে পদে
নাম লিখে দাস হনু বলে ;
কবরী ভাঙ্গিয়া গড়ে নানাছাঁদে বিনাইয়া
তাম্বুল সাজিয়া মুখে দেয়,
পুন চিবাইলে আমি মুখে মুখ দিয়া যাচে
চুম্বনের ছলে আসি খায়।
বলে নাথ, 'তুমি প্রিয়ে ! চন্দন হইতে যদি
করিতাম সর্ব্বাঙ্গে লেপন,
হীরা হ'লে গাঁথি হার দোলাতেম গলে বুকে
সুশীতল হইত জীবন।'

প্রণয় শৃঙ্খলে দৃঢ় বাঁধি নাথ সাজাইয়া
রচি বেশ দেখান দর্পণ,
আমিও দর্পণ ধরি—" কহিতে এ রসকথা
বোধ হয় ধনীর বচন।
কম্প স্বেদ পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিকের ভাব
ফুটে, দাসী করিছে বীজন,
শ্যামা হরষিত হয়ে শ্রীরাধায় সম্ভাষিয়া
নিজ গেহে করিছে গমন।

[মধুরিকা মুখে শ্যাম কথা]

হেনকালে মধুরিকা কুন্দলতা-দাসী এক
নন্দালয় হ'তে তথা আসে ;
শুনিতে শ্যামের কথা মধুরিকা হ'তে পুনঃ
শ্যামা ফিরি চন্দ্রশালা পাশে।
মধুরিকা শ্যামাজীকে দুই করে ধরি ধনী
নন্দালয় দিকে ফিরে বসি,
বলে,—"বল মধুরিকে ! নাথের মধুর কথা
কেমন আছেন প্রাণশশী।"
মধুরিকা কয় তক্ষে "প্রভাতে শ্রীপৌর্ণমাসী
প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন,
যশোদা রোহিণী সহ মিলে, তারা নমিলেন
কুশলাদি করে জিজ্ঞাসন ;
পৌর্ণমাসী যশোদায় লয়ে কৃষ্ণ-কক্ষে আসে,
আসে সাথে শ্রীমধুমঙ্গল ;
দেখিছেন, তথা কত মন্দির চৌদিকে রয়
দধি দুগ্ধ কলস সকল,

মন্থনের রব উঠে, ভিতে লাগে ছিট্‌কায়ে,
যেন শ্বেতদ্বীপে শ্যাম শুয়ে,
প্রলয়েতে বেদমাতা ক্ষীরোদ মন্থনে কৃষ্ণে
জাগাইছে সামগান গেয়ে।
যশোদা দক্ষিণ করে লালিতে শ্যামের অঙ্গ,
উথলিত বাৎসল্য তরঙ্গ ;
বাগানে গিয়াছে পিতা, বলে সখাগণ দ্বারে,
উঠ শ্যাম কর নিদ্রাভঙ্গ।
নীলবাস কৃষ্ণ অঙ্গে হেরিয়া বিস্মিত কর্ন,
বলরাম-বাস কেন পর ?
ধনিষ্ঠা অলক্ষে আসি লুকাল নীলবসন
যশোমতি কন অতঃপর ;
"একি দেখি অঙ্গ ক্ষত ! দাস সন্ধ্যাকালে কাল
নবনীতে স্নান করায় নি ?
গেড়ু মৃত্তিকার দাগ রয় স্পষ্ট," মধু কয়,
"নবনীতে ও দাগ যায় নি ;
বালকবালিকা সনে খেলা করি অনুক্ষণ
ক্ষত অঙ্গ হইয়াছে বঙ্গে ;"
শুনিয়া মধুর কথা কপট নিদ্রায় কৃষ্ণ
জেগে তবু রহিল শয়নে।
আবার ডাকিলে তবে বাল্যভাব প্রকাশিয়া
চপলতা দেখাইছে হরি,
চাহে আঁখি মুদে পুনঃ মুষ্টিকর, জৃম্ভাত্যাগ
ধনুসম গাত্রমোড়', মরি !

উঠিলা, দাসেরা জল যোগাইল সুবাসিত
মুছে মুখ মাতা বস্ত্রাঞ্চলে,
যশোদা বাঁধিলা ঝুঁট দেখে রূপ শ্রীরোহিণী
মঙ্গল আরতি করি ছলে।
অম্বা কিলিম্বাদি ধাত্রী করে শ্যাম যশোগান
দাসগণ করিছে সেবন ;
রত্নাঙ্গুরী ওষ্ঠ ছটা অশোকে অরুণ রূপ
দন্ত জীহ্বা ধাবনে সৃজন।
খাইলে মাখম মিশ্রি শ্রীদাম সুবল দাম
বলভদ্র বসুদাম কয়
প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়ে সবে,— "সখাহে, সত্বর এস,
হইয়াছে দোহন সময়।
গোবৎস্য তোমার পথ করে নিরীক্ষণ, হের
গাভীগণ দুগ্ধেতে পীড়িত।"
আসেন সে কথা শুনি প্রাণের কানাই দ্রুত
সখাগণ বড় আনন্দিত।
যেন কতদিন পরে হইয়াছে দরশন,
আলিঙ্গিছে এত প্রেমভরে
করিবারে আগে স্পর্শ করে সবে তাড়াতাড়ি,
কানায়েরে সহজে না ছাড়ে।
যশোদা কহেন "বাপ," কর'না বিলম্ব গোঠে,
দোহি' গাভী আসিও সত্বরে,
হইবে প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন জুড়ায়ে যাবে,
বলরাম, এন' ওরে ঘরে ;

বালকেরা, এস সবে না হ'লে খাবে না কিছু
একসঙ্গে খেতে ভাল বাসে।"
বলি এই নন্দরাণী পাঠালেন নীলমণি
সদা চিন্তা শীঘ্র যেন আসে।
নন্দ-গোশালায় অগ্রে যান কৃষ্ণ, প্রণমিলা
পিতা, বলরামেরে তখন;
বদন চুমিয়া নন্দ, করি কোলে দুজনায়,
পাঠালেন করিতে দোহন।
কহিছে মধু মঙ্গল,— "তব মুখচন্দ্র হেরি
গগণে চন্দ্রমা লুকাইছে ;
কমল প্রফুল্ল বটে, বিষাদিতা কুমুদিনী,
পূর্ব্ব শৈলে অরুণ ফুটিছে।"
ধবলী, শ্যামলী, পুংসী, কালিন্দী, যমুনা, গঙ্গা,
গোদাবরী, হরিণী, ভ্রমরী,
পিয়ালী কমলা, রম্ভা, গাভীগণে হি হি ডাকি,
দোহে কত পরিহাস করি।
মধুরিকা সেথা হ'তে কৃষ্ণের অধরামৃত
এনেছিল দিলেক সবায় ;
তা' পিয়ে প্রমত্ত প্রাণ, বিভোর আনন্দে শুনি
শ্যামা গেল লইয়া বিদায়।

[চন্দ্রশালায় রাধাশ্যামের দর্শন]

হোথা শ্রীমধুমঙ্গল দেখে চন্দ্রশালা মাঝে
চন্দ্রমালা হয়েছে সজ্জিত,
বলরাম আদি রয়, কি ক'রে দেখায় শ্যামে,
পারিছে না করিতে ইঙ্গিত।
চন্দ্রশালা রাখি পিঠে, দেখায় অঙ্গুলি নভে,
কহিতেছে হেঁয়ালী-বচন —
'আকাশ রমণী, সখে, শশী হের' প্রসবিছে,
তারা ভূষা করিয়া মোচন।
গগণ দিঘিতে বুঝি আদিত্য কৈবর্ত্ত হেরি
করে রশ্মিজাল প্রসারণ,
তারা মৎস্য পলাইছে; মৃগারি তপনে দেখি'
মৃগে বিধু করিছে গোপন।
চন্দ্রের এ ভয় হেরি' হাসিছে পদ্মিনী ওই,
ওই চন্দ্র পদ্মে ম্লান করে,
তব মুখ-চন্দ্র, সখে, ওপদ্মে প্রফুল্ল করে'';
বুঝি কথা কৃষ্ণ দৃষ্টি করে।
চন্দ্রাগারে অলক্ষিতে হেরি শ্যাম প্রিয়াজীরে
উভয়ে বিভোর হেরি দোঁহে;
তখন শ্রীকলাবতী কুক্কুটী ময়ূরী নাচ
দেখায়ে রাধায় আরও মোহে।

লতা পত্রে ফুল হাসে প্রভাত মলয় বয়
প্রিয় প্রিয়া দেখে বারবার,
বিভোল বিহ্বল প্রাণ, শ্রীশ্যামের শ্রীরাধার
জয়গান গায় চারিধার।
চন্দ্রশালা হ'তে করে সঙ্কেত রাধিকা শ্যামে,
শ্যাম বুঝি হন আনন্দিত;
এরূপে হেরিছে দোঁহে বিমোহিত প্রাণ তায়,
কার্য্যকালে রন পুলকিত।
বালকেরা দোহি গাভী, নন্দরাজ আদেশেতে,
দুগ্ধভার ভারীকে দিতেছে,
রেশমী ছাদনে ছাঁদি' বাঁধি পট্টডোরে গাই,
দুহি' শ্যাম রাধারে হেরিছে;
ধবলীকে ভ্রম করি' ছাঁদে গাই ধবলায়
মধু শ্যাম-শ্রবণে বলিছে,
"লবণাক্ত দুগ্ধ ওর কি কর কি কর, ভাই;"
কৃষ্ণ বুঝি মুচ্‌কি হাসিছে।
দোহি' গাভী, বৎসগণে নিয়োজিয়া দুগ্ধপানে,
দাঁড়াইয়া কদম্ব তলায়
মণিময় বেদী'পরে লতা পুষ্পে সুশোভিত,
গোষ্ঠ শোভা হেরেন তথায়।
নন্দরাজ আদি বৃদ্ধ খট্টা'পরে গল্প করে,
স্বর্ণ দুগ্ধ-কলস চৌদিকে,
ভারীরা কলস ভরি' মন্থনের গৃহে লয়,
বহিছে সৌরভ চারিভিতে।

ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে, চরণে চরণ চারু,
করে যোগমোহিনী মুরলী,
অপাঙ্গ কটাক্ষে হেরে চন্দ্রাগারে চন্দ্রাননী,
বংশী বাজে মধুর কাকলী।
রাধা আর সখীবৃন্দ হেরিছেন অনিমিখে
শিখী চূড়া কটাক্ষের টান ;
চন্দ্রশালা হ'তে ধীরে নামায়ে ধনীকে আনে,
বেদী'পরে করাইতে স্নান !

[রাধার শৃঙ্গার বেশ]

অঙ্গ স্বর্ণলতা হ'তে ভূষণ কুসুম চয়ি'
স্বর্ণথালে ললিতা রাখিছে ;
ধন্যা-নাপিতিনী কন্যা, সুগন্ধা নলিনী দুই
মর্দ্দনের দ্রব্যাদি আনিছে।
গন্ধচূর্ণে তৈল ঘসি' আমলকী কেশে দেয়,
স্বর্ণকুণ্ড পৃষ্ঠদেশে ধরে,
কেহ সিঞ্চে গন্ধবারি, কেহ ধোতে, মাজে, গাত্র,
সূক্ষ্মবাসে মুছাইছে পরে।
পরায় ঘাঘরী নীল নাভী মূলে কসি ডোর
মুক্তার থোপা বাঁধি তায়,
স্বর্ণ পট্টাম্বর ঘেরি শৃঙ্গার বেশের তরে
সুবর্ণের চৌকীতে বসায়।

মুছায় সাধক দাসী নিজকেশে রাধাপদ,
সখীগণ ঘেরিয়া সাজান ;
অগুরু ধূমেতে কেশ শুকায়ে মার্জ্জিত করি'
চিরুনীতে সিঁথিটী বসান।
কেশমূল স্বর্ণসূত্রে বাঁধি, বেণী বিরচিয়া
পৃষ্ঠদেশে দিতেছে ঝুলায়ে ;
অগ্রে মুক্তাগুচ্ছ গাঁথে, হয়েছে ত্রিবেণী শোভা,
মুক্তা, সূত্র কেশ এক হ'য়ে।
সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া সিঁথিপাটী পরাইল,
শঙ্খচূড় মণি মধ্যে তার ;
বেণী যেন ফণী দোলে, মস্তকেতে মণি তার
অলকায় ঝালর বাহার।
বকুল ফুলের মালা বেণীতে জড়ায়ে দেয়,
শিরীষের সিঁথিপাটী আর ;
ভূষণে কুসুম দাম, আলোকে সৌরভ ছোটে ;
ঝলমল কত শোভা তার।
নয়নে অঞ্জন রেখা ভাবিত চাতকী দু'টী,
ভুরুযুগ মনমথ ধনু,
অর্দ্ধচন্দ্র বিন্দু ভালে সিন্দুরের, গণ্ডদেশে
কস্তুরীর, চর্চ্চিত হয় তনু।
কর্ণেতে সুবর্ণ পত্র মণিমুক্তা স্বর্ণ ঢেঁড়ী,
নাসিকায় মতির বেসর,
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু, যেন স্বর্ণ পদ্ম অগ্রে
বসিয়াছে নিত্য মধুকর।

চন্দন কস্তূরী আর কর্পূর কাশ্মীর সহ,
চতুঃসম লেপে সর্ব্বকায় ;
কঞ্চুলিকা পরাইল স্ববর্ণ শৃঙ্খল গাঁথা,
দেলাইল কত হার তায়।
একাবলী, গজমতি স্ফাটিক বৈদূর্য্যমণি
পদ্মরাগ ইন্দ্র নীলমণি ;
নিতম্ব হইতে শিরে বেণী-ফণী উঠিবার
হয় তারা সোপানের শ্রেণী।
মঞ্জিষ্ঠা ও রূপবতী রজকিনী কন্যাদ্বয়
বস্ত্র সজ্জা রেখেছে করিয়া ;
রক্তবাস পরে নীল সিংহী-কটিতটে পরে
তায় ক্ষুদ্র কিঙ্কিণী বাঁধিয়া।
বাহুতে অঙ্গদ তাড়, কঙ্কণ বলয় নীল,
হীরাঙ্গুরী করপদ্ম আর,
অঙ্গুরী শৃঙ্খলে বাঁধা, নূপুর মঞ্জীর পদে,
চরণেতে পদ্ম বাঁধা তার।
নর্ম্মদা মালিনী-কন্যা পদ্ম, পুষ্পমালা দিল
করে নীলপদ্ম এক লয়,
করি বেশ সমাপন দিলেন দর্পণ করে
নিজবেশ হেরি হাস্যময়।

[হিরণাঙ্গী মুখে শ্যাম কথা]

ললিতা কর্পূর ঘৃতে আরতি করিলা পরে,
আসে তবে নন্দালয় হ'তে
হিরণাঙ্গী নামে সখী, শ্যামের অধরামৃত
মিষ্টান্নের স্বর্ণথালী হাতে।
কিশোরী করেতে ধরি' জিজ্ঞাসে কুশল কথা,
হিরণাঙ্গী কহিছে তখন ;—
"গোশালা হইতে শ্যামে বিলম্ব আসিতে হেরি'
যশোমতি জিজ্ঞাসে বচন।
'কহ,' দাস, কেন বল,' আসিল না নীলমণি
বেলা দেখ হইল অধিক' ;
দাস কহে,—'কৃষ্ণচন্দ্র বৃষে বৃষে লড়াইয়া
খেলে ভুলে আনন্দিত চিত।'
কহেন যশোদা 'কৃষ্ণ খায়নি রাতিতে, কৃশ
দেখিয়াছি প্রভাতে তাহায়,
যাও, ও' রক্তক, যাও রামকৃষ্ণে এস' লয়ে,
সখা সহ কি কাজ খেলায়।'
আসিলে সে শ্যামচাঁদ মুছান অঞ্চলে ঘর্ম্ম,
বলে, 'বাপ্ খাবে শীঘ্র চল ;
চঞ্চল বালক সনে এতেক বিলম্ব খেলে
কর' কেন নিত্য তাই বল ?'

রক্তক, পত্রক, মধু মকরন্দ, চন্দ্রহাস,
আনন্দ, সুরঙ্গ, দাসগণ
যশোমতি আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণে সেবে, মর্দ্দনাদি
স্নানযোগ্য করে আয়োজন।
ভূষা খুলি, পদ ধোয়, গন্ধতৈল ঘসে গায়,
বেশ সংস্কারিয়া ঢালে বারি,
অঙ্গ মুছাইলে পর কৃষ্ণ পীতবাস পরে,
রাম নীলাম্বরে শোভে মরি !
শৃঙ্গার বেদীতে বসি সাজে দুই ভাই, কৃষ্ণ
স্বর্ণমোড়া শিখী পাখা পরে;
মুকুতা ললাট' পরি, নাসায় তিলক টাঁপ,
ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র পত্রাবলী ধরে।
চন্দন কস্তূরী আদি লেপি অঙ্গ সুশীতল,
নাসাগ্রে গজের মতি শোভে ;
কভু হংসাকৃতি, কভু পদ্ম মীন বা মকর
কুণ্ডল কর্ণেতে দীপ্তি লভে।
চতুষ্কী কৌস্তুভমণি, চন্দ্রমণি হারসনে,
বক্ষে পুষ্প বনমালা রয়,
কটিতে ঘণ্টিকা ক্ষুদ্র, বাহুদ্বয়ে বাজুবন্দ,
করে শোভে অঙ্গুরী বলয়।
চরণে নূপুর চারু অরুণ বরণ ধড়া,
মণিমতি ভূষণ শোভিত,
বামে হেলা কৃষ্ণচূড়া দক্ষিণে রামের কিবা
সমভাবে সব বিভূষিত।

সাজাইয়ে পুত্রদ্বয়ে নন্দ দোঁহে ক্রোড়ে করে,
নীল শ্বেত পদ্ম শোভা যেন,
জয় গায় বন্ধুগণ, স্বর্গ হ'তে দেবগণ,
আনন্দে হেরিছে শোভা হেন।
দান করে রামকৃষ্ণ, নমে দেব নারায়ণে,
সখাগণ সেজে আসি' পরে,
নারায়ণ আরত্রিকে তাঁদের আরতি করে,
প্রসাদ মাল্যাদি সবে ধরে।
তখন ভোজন কক্ষে অম্বা কিলিম্বাদি দেন
ক্ষীর খোয়া লাড্ডু ননী ছানা,
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি, রাম কৃষ্ণ সখা সহ
খাইলেন কত খাদ্য নানা।
যশোমতি এ মিষ্টান্ন থালী দিয়া পাঠালেন
হে রাধে, তোমার তরে শেষ,
ধনিষ্ঠা গোপনে তায় শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত
মিশাইয়া দেন তবে লেশ।
কুন্দলতা আসিছেন তব শ্বশ্রূমাতা কাছে
লইতে তোমারে নন্দালয়ে;
কৃষ্ণের অরুচি বড়, দুর্ব্বাসার বরে তুমি
স্বাদু খাদ্য রাঁধ' তথা গিয়ে।"
রাধিকা আনন্দে ভাসি সুচতুরা দাসী এক
পাঠালেন গোপনে শুনিতে
কুন্দলতা জটিলায় কিবা কথা হয়, নিজে
ঘরে গেলা ভোজন করিতে।

শ্রীরূপ বাঁটিছে খাদ্য ললিতা দক্ষিণে, বামে
বিশাখা, ঘিরেছে সখীগণ,
করি আচমন খায় সবে আমোদিত করি'
শ্যামাধর অমৃত ভোজন।
মঞ্জরীরা খান পরে প্রিয়াজীর আজ্ঞা ল'য়ে,
করে পরে তাম্বুল সেবন,
গুরুদেবী খান পরে সাধক দাসীও খায়
প্রসাদও তাম্বুল চর্ব্বণ ;
ধৌতি' পাত্র মাজি ঘর সাধক দাসীটী আসে
ব'সে গুরু দেবী বাম পাশে,
চর্ব্বিত তাম্বুল খেয়ে সবাকার সেবা করে
ব্যজনাদি করে মহোল্লাসে।

[কুন্দলতা-জটিলার কথা]

সুচতুরা সেই দাসী শুনি আসি গোপনেতে
কুন্দলতা জটিলার কথা
কহিছেন শ্রীরাধায়— "প্রণমিয়া কহে কুন্দ
নন্দালয়ে কুশল বারতা।
বলেছেন নন্দরাণী মাতুলানী তব কাছে
প্রণমিয়া চরণে তোমার,
দুর্ব্বাসা মুনির বরে আয়ুবৃদ্ধিকর পাকে
সিদ্ধহস্ত বধূ আপনার ;

কৃষ্ণ বড় মন্দ রুচি, তাই পদে নিবেদন
পাঠাতে রাধায় সখী সহ ;
মোর সাথে নন্দালয়ে অপেক্ষিছে যশোমতি,
দয়া করি আজ্ঞা তব দেহ'।
শুনিয়া জটিলা কয়. ছিদ্র খুঁজে লোক সব,
বধূ ল'য়ে নানাকথা কয়,
নবীনা সুন্দরী বধূ, কৃষ্ণ বড় সুচঞ্চল,
ব্রজরাণী ইচ্ছা পুনঃ হয়।
কি করি না বুঝি, বাছা, আজ্ঞা দিলা পৌর্ণমাসী
লঙ্ঘিতে পারিনা তাঁরও কথা,
বড়ই সঙ্কট দেখি না পারি করিতে স্থির.
না পাঠালে রাণী পাবে ব্যথা।
কুন্দলতা বলে, মাতঃ, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম,
খল যত মিথ্যাকথা কয়.
কৃষ্ণ মুখসূর্য্য হেরে ব্রজনারী মুখপদ্ম
স্বতঃ যেন বিকশিত হয়।
ধর্ম্মালোক স্পর্শে নাশে অধর্ম্ম তিমির যত
শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর গঠন,
জগত-যুবতীগণে তব বধূ শুধু কেন ?
করে সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষণ।
মাতঃ, তব ভয় নাই. গুপ্তপথে ল'য়ে যাব',
কৃষ্ণ তাহা জানিবে কেমনে ?
ভোজনাদি সাঙ্গ হ'লে নিজে আমি সঙ্গে লয়ে,
দিয়া যাব এথানে গোপনে।

জটিলা আনন্দে তবে বলে 'দেখ কুন্দলতা,
যেন কৃষ্ণ নজরে না পড়ে,
অবলা সরলা বধূ' কুন্দ বলে, 'ভয় নাই
র'বে সে মোর নজরে নজরে'।
জটিলা সন্তুষ্ট হ'য়ে আসিছে কুন্দের সাথে
সদর দ্বারেতে মোর পাছে ;
খিড়কীর দ্বার দিয়া আমি এনু পলাইয়া
বলিতে এ কথা তব কাছে।"
চর্ব্বিত তাম্বুল আর, রত্ন হার উপহার
বিনোদিনী দিলেন তাহারে,
তখন কুন্দের সাথে জটিলা আসিয়া বলে
নন্দালয়ে তারে যাইবারে।
মনে আনন্দিতা রাধা মুখে কিন্তু বলে ছলে,
একি কথা! কুলবধূ আমি
গ্রামে গ্রামে ঘুরে কি মা রাঁধিয়া বেড়াব? ছি ছি!
এ আজ্ঞা কেমনে কর তুমি?
জটিলা কহেন "বধূ, যশোদা নহেত' পর,
পৌর্ণমাসী বলেছেন তাই,
যাও, মাতঃ, সাবধানে কুন্দ লয়ে যাবে তথা,
ও কথা বলিতে মুখে নাই।"
কুন্দলতা হাত ধরি কহিছে রাধায় তবে,
"আমি সঙ্গে রব, কিবা ভয়?
আবার রাখিয়া যাব," তাঁদেরই কথায় যেন
রাধাকে যাইতে তথা হয়।

"আসিও সত্বর ফিরে সূর্য্যপূজা করিবারে"–
বলিয়া জটিলা চলে যায়।
রাধা কর ধরে কুন্দ ললিতা বিশাখা সবে
ক্রমে ক্রমে চলে নন্দালয় !

[রাধার নন্দালয়ে গমন]

চলেছেন শ্রীরাধিকা সখী-অঙ্গে ভর দিয়া
হাস্য পরিহাস সখী সনে
রাধাবক্ষে ক্ষত দেখি' কহে, এ কি ?' কুন্দলতা,
রাধা কন হরষিত মনে,
"কাল যবে শুয়ে ছিনু পীতাংশুক এক পাখী
দাড়িম্ব ও বিম্ব ফল লোভে
করে বক্ষে ওষ্ঠাধরে এই চঞ্চু-ঘাত তার,
কি ফল না জানি তায় লভে।"
হাসিতে হাসিতে তারা গুপ্ত পথে যেতে,'একি
কোথা হ'তে শ্যাম এল' তথা,
বিহ্বল আনন্দে তবু কহিছে ললিতা "দুষ্ট,
ছি, ছি, খাইয়াছ লাজ মাথা !
পথে ঘাটে আস' কেন ? অট্টালিকা হ'তে মাতা,
দেখিছেন পথ আমাদের।"
করিয়া বিলাস শ্যাম বটু সাথে গেল' চলে ;
আসে রাধা তীরে পাবনের।

সুন্দর সরের শোভা, ঘাটে ঘাটে বন-বেদী,
কুমুদ কহ্লার পদ্ম জলে,
সৌরভে বিভোর মাতি, কূজন গুঞ্জন মাঝে
হংস বক সারসাদি খেলে।
নন্দীশ্বর পুরে ক্রমে প্রবেশে তাহারা আসি,
নন্দীশ্বর শৈলের উপর
শ্বেতারুণ নীল পীত যড় ঋতু বন শোভে,
নন্দীশ্বর শৈল মনোহর ;
কতবর্ণ পাখী গায়, ময়ূর ময়ূরী নাচে,
হইতেছে ঝরণা পতিত,
যশোদা ললিতা কুণ্ডে শ্যাম সূর্য্য কুণ্ডে আর
মধুসূদন কুণ্ডেতে নিয়ত।
চারিবর্ণ শিলা হ'তে চারিবণ জল যেন,
সরস্বতী জাহ্নবী যমুনা .
পশু পাখী পিয়ে বারি দেখে বিম্ব নিজ নিজ,
আনন্দের তথা নাই সীমা।
শ্রীনন্দ মহল উচ্চ প্রাচীরে দরজা দুই
পূর্ব্বদ্বারে চৌতল তোরণ,
বাদ্য নৃত্যকর ঘর, সুবর্ণ কলসে পত্র,
মুক্তামালা ধ্বজ সুশোভন।
সিংহ দ্বার শোভা হেরি নিভৃত উত্তর পথে
স্বর্ণ সোপানেতে পুরে পশে ;
চারি খণ্ডালয় মধ্যে সাতটী মহল রাজে,
শিবলিঙ্গ সর্ব্বমধ্যে বসে।

নন্দরাজ বাটী হয় বাহান্ন চকেতে ঘেরা ;
শুনি রাধা চরণ নূপুর ,
যশোমতি বলিছেন,— কীৰ্ত্তিদার কীৰ্ত্তিদাত্রি,
এস' রাধে মাধুর্য্যের পুর ।
প্রণমিলে যশোদায় রাইএ কোলে করি স্নেহে
লালন করেন, লন ঘ্রাণ,
চিবুক ধরিয়া চুমে মমতার অশ্রুপাতে
মাতা সম করাইছে স্নান ।
সকলে আদর ভরে চুমা, আলিঙ্গন দিয়া
আশীষেন, কুশল জিজ্ঞাসে,
দাসীগণ ধুয়ে পদ করিছে বীজন সবে,
চৌকীতে বসায় অনি বাসে ।

[রন্ধন]

যশোমতি কন, "রাধে ! কৃষ্ণের ভোজন জন্য
নানা অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিবে,
অমৃৎ কেলী কর্পূর কেলী পিযূষ গ্রন্থি আর
মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিবে ।
কচুরি জিলাপি কদ্মা শিখরিণী পরিপুরা,
পায়স, পিষ্টক, ফেনিতিল,
ললিতা অনঙ্গ রূপ সন্দেবী পিবরী তোরা
ক্ষীর ছানা খাদ্য কর মিল ।

ধনিষ্ঠা কৃষ্ণের তরে আসনে বসিলে তবে
যোগাইবে মোরব্বা আচার।"
রোহিণী জননী সাথে শ্রীরাধিকা গিয়া পরে
দেখে সজ্জা রন্ধন শালার।
খুলি বাস অলঙ্কার রাধিকা রাঁধিতে বসে
সামগ্রী যোগায় দাসীগণ,
বীজনে সাধক দাসী, রন্ধন সুগন্ধ পেয়ে
কানাই করেন আগমন।
মধুমঙ্গলের সাথে অট্টালিকা 'পরে উঠি,
গবাক্ষের পথে রাইএ হেরে।
নয়ন চকোর মত্ত সে পিযূষ পান করি,'
প্রাণ ভরি আরও পান করে।
অচিরে প্রস্তুত সব, সুঘ্রাণে পূরেছে দিক,
যশোমতি কহে রোহিণীরে,
হের কত দ্রব্য রাধা নাসিকা নয়ন তৃপ্তি.
এত ত্বরা রাঁধে কি প্রকারে?
ঘর্ম্মাক্ত রাধার কায় দেখি কন বীজনিতে,
রাধিকা লজ্জিতা তায় হয়;
বাহিরে বেদীর পরে খাদ্যদ্রব্য রাখিবারে
সখীগণে ডাকি তবে কয়।
ঘৃতান্ন, পকান্ন, মিষ্ট, দুগ্ধক্ষীর ননী দধি
তিন বেদী রাখে তিন স্থানে,
নারায়ণ ভোগ দিয়া ঘৃত কর্পূর আরতি.
করে মধু যশোদার আজ্ঞাদানে।

নন্দরাজ পঞ্চ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ সখা সহ
আরতি দেখিছে সবে তথা ;
নিভৃতে গবাক্ষপথে শ্যামের লাবণ্য হেরি,
বিমোহিতা রাধা স্বর্ণলতা।
শোয়াইয়া নারায়ণে প্রসাদী চন্দন মাল্য
মধুমঙ্গল দেন সর্ব্বজনে ;
রামকৃষ্ণ সখাসহ যশোদা অনুজ্ঞা লয়ে
ভোজঘরে গেলেন ভোজনে।

ভোজন।

রক্তক পত্রক দাস গেলাস ঝারিতে বারি,
সুবাসিত রাখে পূর্ণ করি,
চতুরঙ্গ সখা ল'য়ে কৃষ্ণ মাঝে, দক্ষিণেতে
বলাই বসেন, আহা মরি !
সুভদ্র বলাই পাশে, সুবল কৃষ্ণের বামে,
উজ্জ্বল শ্রীদাম দাম পরে,
সম্মুখে মধুমঙ্গল, চারিদিকে সখা আর,
সহাস্যে আহার সবে করে।
কহে মধু, 'থাম' সবে, ব্রাহ্মণ খাইবে অগ্রে,
প্রসাদ কণিকা পরে পাবে' ;
সুবল কহিছে' 'মধু, তপস্বী ব্রাহ্মণ, যাও,
গলিত পত্রাদি তুমি খাবে।

রাজভোগ তব নয়' ; মধু তবে হাসি' কয়,—
'এ আমার তপস্যার ফলে ;
মোর সঙ্গ গুণে এবে এই ভাগ্য তোমাদের,
গো ছিলে তোমরা সে কালে,
তপস্যা করিনু যথা তোমরা চরিতে তথা,
মোর বায়ু লাগে তোমাদের,
সেই পূণ্য ফলে আজ এই ভোগ পাইতেছ,
ফল সব আমারই ভাগ্যের।'
কৌতুক আলাপে হেন সরবৎ পান করি,
অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানা খায়,
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কত. কদলী কাঁঠাল আম্র,
দধি দুধ ছানা ক্ষীর তায়।
রাধা সখীগণ সনে রামকৃষ্ণ ভোজ হেরি,
কৃতার্থ মানিছে আপনায়,
সখাদের রুচিমত নিজ পাত্র হ'তে ল'য়ে
দিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ সখায়।
বসি নিজে নন্দরাণী তর্জ্জনী হেলায়ে বলে,
এটি খাও, ওটি মিষ্ট ভাল,
উটি স্নিগ্ধ আর' খাও, দেখিতে সুন্দর ই'টি,
খাও সব ও'টি সুরসাল !
কৃষ্ণে মন্দ রুচি হেরি, কহিছে মধু মঙ্গল,
কানায়ে দিওনা, মাগো, আর,
ও গুলি আমায় দাও, ভোজনান্তে আলিঙ্গিব
দেহ পুষ্টি হইবে সখার।

সখার মিষ্টান্ন প্রতি মন্দ রুচি হইয়াছে
লঘুপাক দ্রব্য দেহ তারে ;
শুনি নিজ পাত্র হ'তে অঞ্জলি অঞ্জলি ল'য়ে
কৃষ্ণ তার পাত্র পূর্ণ করে।
আনন্দে বাজায়ে কক্ষ মধু ত্র্যস্ত খায়, বলে—
আন', মাতঃ, মিষ্ট দধি মোর ;
যশোদা চলিয়া গেলে কহে ডাকি সখাগণে
ওই আসে বানর দধিচোর !
সকলে যেমন ফেরে নিজ পাত শূন্য করি
পাতে পাতে খাদ্য তুলে দেয়,
আসিলে যশোদা ফিরে খাইয়া ফেলেছি ব'লে
দধি বিনা বিলম্ব কি সয়।
তখন হাসাতে সবে মধু মুখভঙ্গী করে,
আড়ঙুম গন্ধ ! মিষ্ট কই ?
সকলে হাসে তা' দেখি, রন্ধন প্রশংসে কত,
শালি অন্ন আদি ক্ষীর দই।
অলক্ষিতে নেত্রভৃঙ্গ প্যঠায়ে গবাক্ষ পথে
রাধামুখ পদ্ম-মধু খায় ;
রোহিনী পশ্চাতে থাকি' রাধার কুমুদ-আঁখি
বিকশিত কৃষ্ণ-চন্দ্রমায়।
আচমন করাইয়া রামকৃষ্ণে দাসগণ
নিজ নিজ কক্ষে বসাইল ;
তাম্বুল যোগান করে, সেবে ঋতু অনুসারে
পালঙ্কেতে শ্রীকৃষ্ণ শুইল।

শ্যামের শয়ন শোভা দেখি রাধিকার অঙ্গে
ঘর্ম্মাদি প্রকাশ পায় হেরি'
যশোদা দাসীকে কয় রন্ধনের শ্রম দূর
হয়নি, বীজন' ত্বরা করি।
ধনিষ্ঠে! ভোজন ঘরে আহারের সজ্জা কর,
রোহিণি! করহ পরিবেশন।
ভোজনে বসেন রাধা দক্ষিণে ললিতা, বামে
বিশাখা, অন্যান্য সখিগণ
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা সম্মুখে উত্তরে চিত্রা
চম্পক দক্ষিণে তাহার বসে,
ক্রমেতে সুদেবী আদি রঙ্গদেবী বসিয়াছে,
রোহিণী সবায় পরিবেশে।
শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত ধনিষ্ঠা লুকায়ে দেয়,
রাধা পেয়ে আনন্দিতা তাহে,
যশোদা কহিছে রাধে! পিত্রালয় জেন' এই
কীর্ত্তিদায় আমায় ভেদ নহে।
ত্যজি লাজ খাও সবে বৃষভানু সুতা তুমি
কৃষ্ণ সম সুপ্রিয়া আমার;
রোহিনী কহিছে দিদি, কৃষ্ণ ইন্দ্র নীলমণি,
রাধা তব স্বর্ণ মণিহার।
পুর-লক্ষ্মী কণ্ঠভূষা হয় এই যুগ্ম হার,
আমাদের স্নেহের সম্ভার।
নিজপাত্র হ'তে ধনী সখি পাত্রে দেন তুলে
করে সবে হরষে আহার।

ভোজনান্তে আচমন করিয়া মন্দিরে গিয়া
পালঙ্কে বসেন ধনী পরে,
সখীরা চৌদিকে বসে, মঞ্জরী তাম্বুল সেবে,
বীজনাদি ঋতু অনুসারে।
শ্রীগুরু মঞ্জরী আদি রাধা সখিগণ পাত্রে
খেয়ে আসি তাম্বুল সেবেন,
সেবিতে সাধক দাসী গুরুর আদেশে পায়
অধরের অমৃত তখন।
খাওয়ান যশোদা মাতা, মিষ্ট অন্ন আনি দেন,
খাই' পাত্র মাজে ধোয় ঘর,
রাখিয়া ভাণ্ডারে পাত্র প্রীত হ'য়ে রাধা দেন
চর্ব্বিত তাম্বুল পর পর।
রক্তক পত্রক দাসে খাওয়ান যশোদা পরে,
রাধিকা বিশ্রাম করে ক্ষণ ;
পদসেবা চামরাদি বীজন করিয়া হর্ষে
বিশ্রাম লভিছে সখীগণ।

[কুঞ্জে মিলন]

গবাক্ষে ইঙ্গিত করি বিশ্রামান্তে সখী সহ
ধনী কুঞ্জে করিলা গমন ;
খিড়কীর দ্বার দিয়া, কৃষ্ণ যান পর্ব্বতেতে
বনশোভা করে দরশন।

তরুলতা পুষ্প পত্রে পাখী গায় কুণ্ড মাঝে
চারিবর্ণ কমল শোভিত,
ভ্রমর গুঞ্জিছে সদা হংস সারসাদি খেলে
উৎকণ্ঠায় রাধা অবস্থিত।
শ্যামের নূপুর ধ্বনি শুনি রাধা কহে, সখি!
এ কি নব মেঘের উদয়ে
গগণে বিজুরী খেলে ইন্দ্রধনু, বকপাঁতি,
হংসাদির ধ্বনি অসময়ে!
ললিতা কহিছে, সখি, ও নয় নবীন মেঘ
ও যে শ্যামসুন্দর তোমার!
ময়ূর চন্দ্রিকা চূড়া ইন্দ্রধনু কর বোধ,
পীতাম্বর বিজুরীআকার;
পুষ্পমালা ঝলমল নহে 'ও ত' বঁকপাতি
রুণু ধ্বনি নূপুর চরণে,
হংসাদির ধ্বনি নয় কটিতে ঘণ্টিকা বাজে
নৃত্যভঙ্গী সহ আগমনে।
শুনি প্রিয়া নিরবেতে কুঞ্জেতে লুকান ত্বরা,
বীরাদেবী শয্যা রচে তথা;
না দেখি রাধায় শ্যাম জিজ্ঞাসিছে ললিতায়
'কহ সখি! কমলিনী কোথা?'
ললিতা কহিছে, 'তিনি এখানে আসে নি কই!'
শ্যাম কন, 'গন্ধ কেন পাই?'
বিশাখা কহিছে ' মোরা এসেছি সেথান হ'তে
আমাদের তাঁর গন্ধ তাই!'

কৃষ্ণ কন, বিষাদিত, 'শশী না প্রকাশ হ'লে
কৌমুদী কি বিকাশে ধরায় ?'
আঁখি ঠারি দেখাইতে শ্যাম মিলে কুঞ্জমাঝে
রাধা সনে মোহিত হিয়ায়।

[যোগপীঠে পূজা]

দোহাকার সম্মিলনে সৌরভ উত্থিত তথা
ভ্রমরেরা মধুর ঝঙ্কারে ;
শ্রীরূপ মঞ্জরী আসি দোঁহারে সাজান কত
আসে সবে কুঞ্জের বাহিরে।
কল্প বৃক্ষমূলে তথা অষ্টদল পদ্ম ধরি
বেদী তায় রত্নসিংহাসন,
অষ্টদলে অষ্টসখী, মাঝে রাধাশ্যাম রাজে,
কিবা শোভে মদনমোহন।
উত্তরে ললিতা, পূর্ব্বে শ্রীবিশাখা, চিত্রা, ইন্দু,
দক্ষিণে চম্পক, রঙ্গদেবী
তুঙ্গ পশ্চিমে সুদেবী, কেশরাগ্রে উত্তরেতে
ক্রমে রূপ মঞ্জরাদি দেবী।
পূর্ব্বদল অগ্রভাগে শ্রীবৃন্দাজী স্থান, নীচে
গুরুমঞ্জরীরা শোভা পান,
গুরুদেবী সন্নিকটে সাধক দাসীর স্থান
আজ্ঞা ল'য়ে মাল্য করে দান।
প্রথমে শ্রীশ্যাম রাইয়ে, ললিতাদি অষ্টজনে,
বৃন্দাজীরে অনঙ্গে রূপের,

অষ্ট মঞ্জরীর দিয়া গুরু মঞ্জরীরে দেয়
ক্রমে ক্রমে পূজা সাধকের।
আরত্রিক পরে পরে করিয়া সাধক দাসী
গুরু মঞ্জরীর বাম পাশে,
নিরখে শ্রীরাধা শ্যাম সখীদের রূপশোভা
আনন্দেতে তথা গিয়ে বসে।
হেরিতেছে সখীগণ, যোগপীঠ সিংহাসনে
ত্রিভঙ্গীতে শ্যাম দাঁড়াইয়া,
রাধার বদন হেরি' কটাক্ষেতে বাঁশরীটি
বাজাইছে দেখিয়া দেখিয়া।
রাধাও শ্যামের বামে সুঠামে দণ্ডায়মান
হেরিছেন শ্যামের বদন,
দলে দলে সখীবৃন্দ নৃত্যগীত বাদ্যরত,
রাধা করে পাবিকা বাদন।
শ্যাম-বংশী রবামৃতে স্থাবর জঙ্গমে হয়
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয়।
ফুল হ'তে মধু ক্ষরে পশু ঊর্দ্ধমুখে হেরে,
পাখী নৃত্য করে, গান গায়।
কখন স্তম্ভিত হ'য়ে পশুপাখী নিরবেতে
মুনি সব ধ্যান করে তায়,
সেরূপ মাধুরী হেরে, চন্দন কুসুম মালো
যুগলেরে সাধক সাজায়।
নিজাভীষ্ট বীজমন্ত্রে তুলসী চন্দন বারি
প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করি

উত্থান ভোজন গোষ্ঠ জলক্রীড়া বংশীচুরি
কত লীলা যুগপৎ স্মরি।
গ্রীষ্মেতে ব্যজন রত, শিশিরে অগুরু ধূমে
ভোগ রাস আরতি হইছে;
প্রথম গুরুর মন্ত্র পরম গুরুর পরে
যূথাদির গায়ত্রী জপিছে।
রাধাশ্যাম যোগপীঠ সুন্দর মিলন লীলা
নন্দীশ্বরে প্রভাত সময়,
মধ্যাহ্নে শ্রীরাধা কুণ্ডে মাধবী মণ্ডপে বেদী
যেদিন প্রভাতে নাহি হয়।
রাধাশ্যাম জপধ্যান স্তবস্তুতি দণ্ডবৎ
তুলসী সিঞ্চন প্রদক্ষিণ,
প্রভাতে বা মধ্যাহ্নেতে যোগপীঠ পূজাবিধি
এই নীতি রয়েছে প্রাচীন।
নন্দীশ্বর হ'তে নামি গোপনে গৃহেতে আসি,
মন্দিরে পর্য্যাঙ্কে কৃষ্ণ বসে, ;
রাধাও দেখিয়া শোভা জল বিহারাদি করি
নন্দালয়ে পুনঃ আসি পশে।
নমিয়া যুগল পদ অষ্টসখী মঞ্জরীর
সিদ্ধ বাবাজীর পদ ধরি
গায় রাম মিত্র দাস হ'ব কুঞ্জদ্বারী-দাস
দাস-অনুদাস কবে, হরি ?

ইতি শ্রীশ্রী গৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্য লীলা" গীতিকায়
"প্রভাত লীলা" নামক দ্বিতীয় বিলাস সুধাধারা॥

তৃতীয় বিলাস সুধাধারা।

পূর্ব্বাহ্ণ লীলা।

[পূর্ব্বাহ্ণ—বেলা ১০টা হইতে ১২টা]

১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

গোগণের হাম্বারবে মহাপ্রভুর গোষ্ঠভাব। গঙ্গায় যমুনা ভ্রম। সখাসনে বৃন্দাবন লীলা ভবোদয়। সূর্য্যপূজা উপলক্ষে রাধাভাব। তমালেরে আলিঙ্গন। কুঞ্জে শ্যামসনে মিলন ভাব।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ,
জয় গোঁসাই আদি ভক্তবৃন্দ;
স্বরূপ বাবাজী গুরু, এ সাধক কল্পতরু,
প্রণমিয়া আরম্ভে প্রবন্ধ।

[মহাপ্রভুর গোষ্ঠভাব]

গোগণের হাম্বারব শুনি উঠে গোষ্ঠভাব,
যোগপীঠ হ'তে প্রভু নামে;
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুখে বাঁশরী বাজান সুখে
নিত্যানন্দ-বলরাম বামে।
নিতাই বাজান শিঙ্গা ভাবাবেশ নাই সীমা,
অদ্বৈতাদি সম্মুখে দাঁড়ায়;
হৈ হৈ রব করে স্বরূপাদি গান ধরে
সত্য সবে গোষ্ঠে যেন যায়।

গঙ্গাতীরে আগমন, তমালেরে নিরীক্ষণ
করি যমুনার জ্ঞান হয় ;
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, গদাধর লয় ক্রোড়ে,
মহাপ্রভু-বাহ্য চলি যায়।
বৃন্দাবনে সখা সহ যেই লীলা অহরহঃ
সেই পদ স্বরূপাদি গায় ;
সূর্য্যপূজা উপলক্ষে রাধাভাব ধরি বক্ষে
বামপদ অগ্রে ফেলি যায়।
তমালেরে আলিঙ্গন করিছে ভক্ত মোচন,
মাধবী মণ্ডপে গিয়া বসে,
কুঞ্জে কৃষ্ণ দরশন রাধাসহ সম্মিলন,
গায় গান স্বরূপ হরষে।
শুনিয়া রোমাঞ্চ কায় বেগে অঙ্গে অশ্রু ধায়,
পুষ্প মালা দিয়া ভক্ত পূজে ;
ব্রজলীলা ভাবে দাস সিদ্ধ দেহে পূরে আশ,
শ্রীগৌরগোবিন্দে সেবে ভজে ।
নমিয়া নিমাই পদ নিত্যানন্দ পারিষদ,
সিদ্ধ বাবাজীর পদ ধরি
গায় রাম মিত্র দাস, হব তব পদে দাস-
দাস-অনুদাস কবে, হরি ?

২। অথ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের—

রাম কৃষ্ণের বেশ; গোষ্ঠে গমন। পিতামাতার নিকট বিদায়। শ্রীমতীর নিকট বিদায়। শ্রীমতীর যাবটে প্রত্যাগমন। শ্যামের গোষ্ঠ কথা।

জয় জয় রাধা শ্যাম, ললিতা বিশাখা প্রাণ,
বৃন্দা সখী মঞ্জরীর বৃন্দ;
স্বরূপ বাবাজী গুরু সিদ্ধ দাস কল্পতরু,
প্রণমিয়া আরম্ভে প্রবন্ধ।

[রামকৃষ্ণের বেশ।]

সে কালে শ্রীযশোমতী কহিছেন দাসী প্রতি
'আন শয়, বস্ত্র, অলঙ্কার;'
রাধা কক্ষে আসি কন, 'হে ললিতে, এ, ভূষণ
সাজাও গে অঙ্গে শ্রীরাধার।
রামকৃষ্ণ সাজ তরে যশোদা গেলেন পরে
সখী করে রাধার ভূষণ,
তাম্বুল যোগান মুখে প্রসাদ পাইছে সুখে,
দেয় ফিরে রাত্রির বসন।
রাধা বাস অলঙ্কার এক এক দাসী তাঁর
দিন দিন পায়, এ নিয়ম,
তাহারা পাইয়া উহা আনন্দে অধীর হিয়া
করিতেছে সেবন পূজন।
যশোদা রোহিণী মাতা রামকৃষ্ণে করে হেথা
নটবর বেশের রচনা,

পীতাম্বরে চূড়া বামে, নীলাম্বর বলরামে,
মণি মুক্তা, নাহিক তুলনা।
কুণ্ডল দোলক হার মতিগুচ্ছ চূড়া ধার,
ইন্দ্রমণি কৌস্তুভ মণ্ডিত,
অলকা তিলক ভালে, বনপুষ্প মালা গলে,
ধড়া জরি, নূপুর শোভিত।
সাজায়ে শ্রীরামকৃষ্ণে আরতি করিয়া ইষ্টে,
যশোদা রোহিণী হরষিত
ধাত্রীগণ যশ গায় শ্রীরাধা দেখিয়া তাঁয়
গবাক্ষেতে গোপনে মোহিত।

[গোষ্ঠ গমন]

চতুর্ব্বিধ সখাগণ উপস্থিত সেইক্ষণ,
নটবেশে শৃঙ্গার শোভিত ;
হাসিতে হাসিতে আসে যন্ত্র শিঙ্গা যষ্টি পাশে
গোষ্ঠ তরে যাইতে সজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ গমন-গোষ্ঠ নিরখিতে অতি হৃষ্ট
ব্রজে যত নাগর নাগরী ;
পর্ব্বত হইতে দেখে সখী সনে অনিমিখে,
কদলীর বনে রাধা সরি'।
কৃষ্ণ হেরে গোষ্ঠে আসি দুগ্ধে ভূমি গেছে ভাসি'
বৎসগু বৃন্দ জলচর হয়,
গোপুচ্ছ শৈবাল সম দুগ্ধনদী অনুপম,
গোপ গোপী তীর ঘেরি রয়।

দুগ্ধ সরে দুগ্ধ ভাণ্ড ভাসে কদলীর কাণ্ড,
গোপীমুখ বিকচ নলিনী,
ফেন যেন স্রোত ধায়, বৎসগণ মৎস্য তায়,
বাঁধে যেন নীরে কমলিনী।
গোময় করেছে স্তূপ, পাহাড় সে অপরূপ,
নদীতটে গোপিকা সৃজিত,
আনন্দ অম্বুধি মাঝে রসরাজ হের সাজে,
শোভা হেরি মন বিমোহিত।
বলাই চালান তবে, বৃন্দাবনে গাভী যবে
যায়, শোভা হয় ত্রিবেণীর,
যমুনা মহিষগণ, গাভী গঙ্গার বরণ,
ধূলি যেন বর্ণ সরস্বতীর।
কৃষ্ণ যথা পদ ফেলে, ভূমি ধরে পদ্মদলে,
মেঘ ছায়া করিছে প্রদান ;
গোপী পূর্ণ কুম্ভ বয় দেব পুষ্প বরিষয়,
কুলাঙ্গনা করে জয়গান।
শ্রীমতী খঞ্জন আঁখি স্বর্ণপদ্ম মুখে ঢাকি
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া যাত্রা করে ;
নয়ন তৃষিত অলি লজ্জা বায়ু পদে দলি'
মুখ সুধা পিয়ে প্রাণভরে।
সকল গোকুল বাসী যুবা বৃদ্ধ আসে হাসি'
অনুব্রজে পুত্তলিকা প্রায় ;
শ্রীকৃষ্ণ দেখিলে ফিরি, যশোদা ক্রোড়েতে করি'
অঞ্চলেতে বদন মুছায়।

চুমে মুখ বারে বারে নেত্রনীরে স্তনক্ষীরে
স্নান করাইছে তনয়েরে ;
বলে, বাপ্ নীলমণি, যেও নাক' বনে তুমি,
বড় কষ্ট হবে বনে ঘুরে ;
আছে গোরক্ষক শত ; কৃষ্ণ কন, না না মাতঃ !
কিছু মোর কষ্ট নাহি হয়,
খেলে বেড়াই সখা সনে সদাই আনন্দ মনে,
পিই জল তৃষ্ণা যবে পায়।
যাবে যদি, কন মাতা, লও এ পাদুকা ছাতা,
রবি বড় প্রখর হইবে,
সুকঠিন ব্রজ মাটী, তৃণাঙ্কুরে পদ দুটী
ক্ষত হবে, কষ্ট বড় পাবে।
যশোদার স্নেহ হেরি' সে কি মাগো কয় হরি,
গোরক্ষা জাতীর ধর্ম্ম হয় ;
ধর্ম্ম রক্ষে ধন বৃদ্ধি আয়ুবৃদ্ধি, হয় সিদ্ধি,
ভূমি পদে সুকোমল রয় !
দিতে চাও জুতা ছাতা, গোগণে পরাও মাতা
আগে, তবে আমি তা' লইব ;
মাতা কন হাস্যাননে, অবোধ তা' হয় কেমনে
গোকে কিসে জুতা ছাতা দিব।
তখন বলায়ে কন, রেখ' সাবধানে, রাম,
কানাই চঞ্চল বড় হয়,
ক্ষুধা পেলে খাওয়াইও দূরে না যাইতে দিও,
তোমারেই করে কিছু ভয়।

রাম বলে ভয় নাই ;   সখাগণ বলে, ভাই
কানাই শুধু বসে থাকে বনে,
তার কোন কাজ নাই   আমরা চরাই গাই,
বাঁশী সে বাজায় গোচারণে ;
তার বাঁশীরব শুনে   আসে কাছে গরুগণে,
যা' চাই তা কানু দেয় আনি,
ফল জল পিপাসাতে   কে যেন মা কোথা হ'তে
বাঁশী রবে আনয় তখনি ।

[মাতা পিতার নিকট বিদায়]

তখন শ্রীযশোমতি   হ'য়ে কিছু হৃষ্টমতি
শ্যামে করে সাদরে লালন ;
প্রতি অঙ্গ স্পর্শ ক'রে   দেবতার নাম ধরে
করিছেন কবচ বন্ধন—
"এ দু'খানি রাঙ্গাপা   ব্রহ্মা রক্ষা করুন তা'
জানু রক্ষা করুন দেবগণ,
কটিতট সুজঠর   রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর,
হৃদয় রাখুন নারায়ণ,
ভুজযুগ নখাঙ্গুলী   রক্ষা করুন্ বনমালী,
কণ্ঠমুখ রাখুন দিনমণি,
মস্তক রাখুন শিব,   পৃষ্ঠ রাখুন হয়গ্রীব,
অধঃ উর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি,

জলে স্থলে গিরি বনে রক্ষা করুন জনার্দ্দনে,
দশ দিক দশদিক পাল
যত শত্রু হউক মিত্র, রক্ষা করুন সর্ব্বত্র,
নহে তুমি হও সবার কাল।”
কৃষ্ণ কহে, মাগো, যাও লাড্ডুক বনে পাঠাও,
মাতা বলে, ‘খাইও, পাঠাব;
দূরবনে নাহি যেও, বনে বেণু বাজাইও,
ঘরে বসে শুনিতে পাইব ;
সত্বরে আসিবে ঘরে ; কৃষ্ণ বলে অতঃপরে,
মিষ্ট বাহকেরে জিজ্ঞাসিব,
যদি তুমি নেয়ে খেয়ে রহ সুখে নিজ গৃহে
জেন’ আমি সত্বরে আসিব।
শ্রীকৃষ্ণ মাতারে তুষি’ শ্রীনন্দে বলেন আসি’
যাহ পিতঃ মাতাগণে লয়ে ;
লাড্ডুক খাবার সহ গেড়ুয়া পাঠায়ে দেহ ;
শ্রীনন্দ কোলেতে লয়ে কহে
এস,’ বাপ, গৃহে যাই গোচারণে কাজ নাই ;
কৃষ্ণ কয়, বনে শোভা হেরি’
একি কথা বল, পিতা, গৃহ হ’তে সুখ তথা—
বলিয়া বিদায় দেন করি।

[শ্রীমতীর নিকট বিদায়]

শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে কয় হে রাধে! মুরলী হয়
কীর্ত্তন নিমিত্ত গুণ তব ;

এ গোষ্ঠ গমন মম তোমারই কারণ জেন'
তোমারই সরসি কুঞ্জে রব' ;
বিশ্রমিয়া ক্ষণ কালে, পুনঃ সূর্য্য পূজা ছলে,
কুণ্ডতীরে হইব মিলিত,
এবে কর' অনুমতি গোঠে আমি করি গতি,
আসি, প্রিয়ে, হওনা ভাবিত।
কটাক্ষ ক্ষেপন করে সখী কৃষ্ণ পরস্পরে
শ্যামাঙ্গ পল্লব দেখাইয়া
ব্রজাঙ্গনা মন-মৃগী সাথে সাথে নিরবধি
চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ লইয়া।
রাধামুখ পিঞ্জরেতে তীব্র কটাক্ষ রজ্জুতে
শ্যাম মন-শুক বদ্ধ রয়,
শ্যাম-আঁখি চিল যেন গোপীকার মন-মীন,
হরি' ল'য়ে গোঠে চলি যায়।
শ্যামের বিরহ তাপে হৃদিসর শুষ্ক তা'তে,
মুখহংস পঙ্কেতে নিচল ;
পেয়ে রাধা অনুমতি ইঙ্গিতেতে রমাপতি,
মত্ত করী ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খল।
কটাক্ষ পাশেরে ছিঁড়ি খেলে হ'য়ে স্বেচ্ছাচারী ;
কহিছে রাধিকা সখীগণে,—
'মোরা বড় অভাগিনী, পশুদের ও ভাগ্য মানি,
বেড়াইছে প্রাণনাথ সনে।'
অনিমিষ নেত্রে চেয়ে তথা বহুক্ষণ রহে,
অশ্রুনীরে নিসিক্ত হইল ;

'নাথ ত চলিয়া গেল, এস' সখী, গৃহে চল'
বলি সখী তারে ফিরাইল।
'হয়েছে অনেক বেলা দূষিবে সখী জটিলা,
যাবটে রাধায় এস' রাখি,
বসন ভূষণ অঙ্গে মিষ্টান্নাদি দাও সঙ্গে' ;
যশোমতি কন কুন্দে ডাকি।

[শ্রীমতীর যাবটে প্রত্যাগমন]

ফিরে এল' যাবটেতে রাধিকা কুন্দের সাথে,
জটিলা দেখিয়া হরষিত ;
পেটরিকা পূর্ণ ভূষা অলঙ্কার, খাদ্য খাসা,
সখিগণ সবে আমোদিত।
"গোপনেতে" কুন্দ কন, "করি কার্য্য সমাপন
আসিয়াছে বধূ হের তব
শ্রীকৃষ্ণ পায়নি টের" জটিলা কহিছে ফের,—
"কৃতজ্ঞ তোমার চির রব'
ব্রজরাণী আজ্ঞা পালি ধর্ম্ম রাখিয়াছি খালি,
না হ'লে অধর্ম্ম হ'ত ঘোর,
কি আশীষ করি আর পুত্রবতী হও এবার,
আর এক কায কর মোর।
গো বৃদ্ধি করার তরে সূর্য্যপূজা বধূ করে,
পৌর্ণমাসী আজ্ঞা এই রয়,

বধূ সঙ্গে করি ল'য়ে আন পূজা করাইয়ে
বিশ্বাস তোমায় খালি হয়।
খুব সাবধানে যাবে, যেথা কৃষ্ণ গন্ধ পাবে,
সে দিকেতে যেওনা কখন' ।"
পেয়ে আজ্ঞা ইচ্ছামত কুন্দ কহে আনন্দিত
"তব আজ্ঞা করিব পালন ;
নয়ন তারাকে যথা পলক রক্ষিছে, তথা
রক্ষিব বধূরে আমি তব,
কৃষ্ণ কেন, কোন' লোক জানিবে না, যেই হোক,
কায সেরে আসি, লয়ে যাব ।"

[শ্যামের গোষ্ঠ কথা]

শ্রীরাধা এলেন ঘরে মঞ্জরীরা সেবা করে,
রত কৃষ্ণ কথা আলাপনে,
না জানি সে বৃন্দাবনে বেড়ান হরি কোন খানে
পুনঃ দেখা হ'বে কতক্ষণে ।
মদলিকা মালী-কন্যা পাটান শ্রীবৃন্দা ধন্যা
পঞ্চবর্ণ পুষ্প দিয়া তথা,
তখন কি যেন আশে রাধিকা উঠিয়া বসে
জিজ্ঞাসেন "আস' কোথা হ'তে ?"
'বৃন্দাবন' নাম শুনি' কহিছেন প্রেমে ধনী,
"বল' 'বল' কুশল তাঁহার ।"

[মদলিকার কথা]

"গোঠে প্রবেশের বেলা, শ্যাম করে কত খেলা,
কেহ ধরে বৃষের আকার,
কেহ করে মাতামাতি সাজি মেষ অশ্ব হাতী,
কোন সখা ময়ূর বা হয়,
যেন পুচ্ছ প্রসারিছে, স্ত্রীবেশ কেহ ধরিছে,
নেত্র ঠারি' অন্তরালে রয়।
আমোদে উল্লাস-প্রাণ, তায় কৃষ্ণ বলরাম,
কৃষ্ণ করে মুরলী বাদন,
স্থাবর জঙ্গম তায় অষ্ট সত্ত্ব ভাব পায়
অচেতন হইছে জঙ্গম।
পুষ্প নাচে লতা' পরে প্রেমে মকরন্দ ঝরে
ভ্রমরেরা ভুলিছে গুঞ্জন,
গোবর্দ্ধনে ঘামে ঝরে মেঘ পুষ্প বৃষ্টি করে
বহে যায় যমুনা উজান।
ফুল ফলে অবনত তরুগণ পূজা রত,
দেয় ফল নৈবেদ্য তাঁহার ;
স্ব স্ব গুণ প্রকাশয় রাধাভাব জনময়,
কৃষ্ণ শোভা দেখে চমৎকার।
শ্রীফল তরুর পরে পিক ডাকে কুহুস্বরে,
তমালে সুবর্ণ লতা দোলে,
গাভীরা তৃণাদি খায়, তব মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়,
পশুপাখী লতা পাতা জলে।

দেখে পদ্মে তব মুখ, খঞ্জনে নয়ন যুগ,
ভ্রমরের পাঁতিতে চিকুর,
অধরোষ্ঠ বিম্বফলে, নাসাপুট তিলফুলে
স্তনযুগ দাড়িম্বে মধুর।
দন্ত কুন্দ পুষ্পগুলি, অঙ্গুলি চম্পক কলি,
জলে স্থলে দেখিয়া তোমায়,
চঞ্চল হইয়া খেলে সাজাইছে সখাদলে,
বল্লভেরে ফুলের মালায়।
বংশীবটে দাঁড়াইয়া রাম কৃষ্ণ এক হিয়া
বংশী শিঙ্গা বাজান মধুর,
উর্দ্ধমুখে গাভীগণ ভুলিয়া তৃণ চর্ব্বণ,
আসি ঘেরি শুনিতেছে সুর।
গোনয়নে অশ্রু ঝরে শ্রীঅঙ্গ লেহন করে
রামকৃষ্ণ করিছে লালন,
সখা সবে লয়ে সাথে গেল গোবর্দ্ধন পথে,
দেখে আমি করি আগমন।"
তবে রাধা মালা গাঁথি তাম্বুল বিটীকা গঠি,
তুলসী কস্তুরী আদি রাখে,
মিষ্টান্নাদি করি যত্নে, রাখে সব স্তরে স্তরে,
সূর্য্য পূজা, কৃষ্ণ তরে থাকে।
তণ্ডুল রক্তচন্দন আদি করেন গ্রহণ,
সূর্য্যপূজা তরে দ্রব্য যত,
বৃন্দারে সঙ্কেত দেন বৈজয়ন্তী মালা দান,
সাজ সজ্জা করে বিধিমত।

নমি শির পদরজে রাধাশ্যাম সখীব্রজে,
সিদ্ধ বাবাজীর পদ ধরি,
গায় রাম মিত্র দাস হব কুঞ্জদ্বারী-দাস-
দাস-অনুদাস কবে, হরি !

ইতি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্য লীলা" গীতিকায় "পূর্ব্বাহ্ন লীলা" নামক তৃতীয় বিলাস সুধাধারা।

চতুর্থ বিলাস সুধাধারা।

মধ্যাহ্ন লীলা।

[মধ্যাহ্ন—বেলা ১২টা হইতে ৩টা]

১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

মহাপ্রভুর ব্রজলীলা শ্রবণ। বন ভ্রমণ ; ক্র'ম ক্রমে ছয় ঋতু বনের
শোভা দর্শন। রাধাশ্যামলীলা অনুকরণ। লুকাচুরি,
জলক্রীড়া, বন ভোজন, মন্দিরে প্রত্যাগমন।
উত্থান। পাশাক্রীড়া, রাধার
সূর্য্যপূজা গীতশ্রবণ।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ! নিত্যানন্দ চন্দ্র!
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দ!
স্বরূপ বাবাজী পদ স্মরি অনুক্ষণ,
প্রণমিয়া আরম্ভিলা এ দাস লিখন।

[ব্রজলীলা শ্রবণ]

মাধবী মণ্ডপে গৌর সহ ভক্তগণ
রাধাকুঞ্জে ব্রজলীলা করিছে শ্রবণ।
কুসুম চয়ন পথে, গ্রহের পূজন,
মুরলী হরণ, রাধা শ্যামাঙ্গ বর্ণন ;
স্বরূপ গাহিছে পদ, প্রভু ভাবময়,
আনন্দে বিচরে তথা সবে বনময়।

[বন ভ্রমণ]

বসন্ত ঋতুর বনে মাধবী তলায়,
বসিলেন প্রভু গিয়া স্বরূপাদি গায় ;
বসন্ত সুরাগ আর ফাগুর খেলন
শুনি' প্রভু রংজল করেন ক্ষেপন।
গদাধর পণ্ডিতের গায়েতে মাখান ;
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেতে রংজল খেলান।
ভক্তগণ ভক্তগায় রংধুলি উড়ায়,
মল্লিকা মালতী যূঁথী মালায় সাজায়।
গ্রীষ্ম ঋতু বনে পরে করেন প্রবেশ ;
যাতি যূথী চম্পকাদি পুষ্প সমাবেশ ;
স্বরূপ গোঁসাই ফুল দোল লীলা গায় ;
প্রভুত্রয় অশ্রুসিক্ত নেত্র শুনি' তায়।
চম্পক গোলাপ যূঁই পুষ্পে সাজাইছে,
ব্যজন করিছে কেহ চন্দন লেপিছে।
বর্ষা ঋতু বনে পরে কদম্ব তলায়
ময়ুর-ময়ূরী নাচে দেখেন খেলায়।
গদাধরে ল'য়ে গিয়া ঝুলনে ঝুলেন,
স্বরূপ ঝুলন গান তখন গায়েন।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত পাশেতে ঝুলেন,
কদম্বের মালা পরি সকলে সাজেন।
শরৎ ঋতুর বনে মালতী মণ্ডপে
শুকগান শুনি' ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকে।

রাধাশ্যাম লীলা গান করিয়া শ্রবণ,
পদ্ম পুষ্প মালা সবে পরেন শোভন।
হেমন্ত ঋতুর বনে পীত ঝিণ্টি ফুল,
হেমন্ত বিহার গান জগতে অতুল,
শুনি প্রভু পুলকাঙ্গ অশ্রু কম্প হয়।
পীত ঝিণ্টি ফুল মালা প্রভুগণে দেয়।
শিশির ঋতুর বনে কুন্দপুষ্প কত,
বসিলেন প্রভু আসি মগ্ন অবিরত।
দক্ষিণে নিতাই বামে পণ্ডিত শ্রীবাস,
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর স্বরূপাদি দাস।
শ্রীকৃষ্ণ রহস্য লীলা করে হেথা গান
কুন্দ পুষ্প মালা, করে অগ্নিতাপ দান।

[কৃষ্ণলীলা অনুকরণ]

এইরূপ বারে বারে বিচরেন বনে
উন্মত্ত হইয়া প্রভু রাধা শ্যাম ধ্যানে ;
মালা পরাইছে কেহ করিছে ব্যজন ;
রাধাশ্যাম নানাক্রীড়া করি উদ্দীপন।
লুকাচুরি খেলে কভু ল'য়ে গদাধরে ;
জলক্রীড়া করি কভু গঙ্গায় বিহরে।
নিতাই অদ্বৈত খেলে স্বরূপ গোঁসাই,
রামানন্দ রায় খেলে ভক্তেরা সবাই।
স্নান করি উঠি বস্ত্র তিলক পরিয়া
বনভোজন করিলেন শ্রীবাসে লইয়া।

নিজ পুষ্প ফলোগ্যানে কতবিধ ফল
খাওয়ান শ্রীবাস যত্নে প্রভুরে সকল।
রাধাকুণ্ডে রাধাশ্যাম সখীগণ সনে
কৃষ্ণ বন ভোজ সখা সনে গোবর্দ্ধনে,
এই সব ভাব উঠে প্রভুগণ মনে
গদাধর স্বরূপাদি মত্ত উদ্দীপনে।
ফিরিয়া আসিয়া প্রভু শয়ন মন্দিরে,
বিশ্রাম লভিলা সবে নিজ নিজ ঘরে।
দাসগণ করিলেক সেবা সবাকার;
ভ্রমর ঝঙ্কারে জাগি' উঠেন আবার।
বাহিরে বসিয়া শুনে শুকশারী গাঁথা,
মহাপ্রভু প্রতি অঙ্গ বর্ণনার কথা।
তবে প্রভু ভক্তসহ পাশাক্রীড়া করে;
রাধা সূর্য্য পূজা পদ গীত হয় পরে।
পূজান্তে রাধার ভাবে বিষাদিত মন,
দেখি' প্রভু-শ্রম ভক্ত করিছে বীজন।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বন্দন করিয়া,
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর চরণ স্মরিয়া।
পারিষদ ভক্তগণে করিয়া পূজন,
স্বরূপ বাবাজী পদে লইয়া শরণ,
রামচন্দ্র মিত্র দাস লীলা কথা গায়;
যেন হরিদাস-দাস-দাসত্ব সে পায়।

২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের—

[তুলসীর শ্যাম কথা—শ্যামের বিরহ; শ্রীমতীর বিলাপ; ধনিষ্ঠার শ্যামকথা, গোষ্ঠে ভোজন; শ্রীমতীর আক্ষেপ; রাধাকুণ্ডে শ্যামদর্শন; রস আস্বাদন; বংশী-চুরি; বসন্ত ঋতু বন বিহার; গ্রীষ্ম ঋতু বন বিহার; বর্ষা ঋতু বন বিহার; হেমন্ত ঋতু বন বিহার; শিশির ঋতু বন বিহার; বসন্ত শরৎ যুগ্ম ঋতু বন বিহার; গ্রীষ্ম হিম যুগ্ম ঋতু বন বিহার; বর্ষা শিশির যুগ্ম ঋতু বন বিহার; মধুপান; জলক্রীড়া; শুক শারীর কথা; অক্ষক্রীড়া; সূর্য্য-পূজা; রাধার গৃহে প্রত্যাগমন]

জয় জয় রাধাশ্যাম ললিতা বিশাখা
জয় বৃন্দা আদি সখী মঞ্জরীর বৃন্দ,
স্বরূপ বাবাজী সিদ্ধ পদে ধরি আশা
সবাকারে নমি দাস আরম্ভে প্রবন্ধ।

"কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে চম্পক তরুর আগে
রত্ন হিন্দোলা মণিময়।
পূর্ব্বেতে কদম্ব দোলা নানামণি রত্নশালা
বৃক্ষশ্রেণী পুষ্প বরিষয়॥
পশ্চিমে রসাল তরু তাহাতে হিন্দোলা চারু
উত্তরে বকুল রত্নদোলা।
অষ্টদিকে অষ্ট কুঞ্জ সখী নামে রসপুঞ্জ
যা'তে রাই কানু মনোলোভা॥"

তুলসীর শ্যামকথা ।

সূর্য্য পূজা উপলক্ষে অভিসার বেশে
সজ্জিত করিছে সখী রাধায় সুবেশে ।
শ্যামের সঙ্কেত আনি তুলসীজী দেয়,
বিশাখা চম্পকদলে রাধারে সাজায় ।
ললিতা পরায় মালা কর্ণে দেয় ফুল,
তুলসীকে জিজ্ঞাসেন শ্রীমতী আকুল ।
' কোথা তিনি প্রাণনাথ ? কুশল ত তাঁর ?;'
উত্তরে তুলসী বলে কথা সুধাধার,—
"কুসুম সরের ধারে রত্নবেদী' পরে
সুবল সহিত শ্যাম বসিয়া সাদরে
শ্রীমধুমঙ্গল ও রয় ধনিষ্ঠায় বলে,
শ্রীমতী মিলন হয়, বল, কিবা হ'লে ।
হেন কালে শ্রীবৃন্দাজী শ্যামে মালা দিল,
চম্পকের কলি কর্ণদ্বয়ে সাজাইল ।
শ্যামের উৎকণ্ঠা আরও বাড়িল তাহায়,
তব তত্ত্ব আনিবারে কহে ধনিষ্ঠায় ।
আমি লতা অন্তরালে ছিলাম, তখন
তব দত্ত মালা বিটী করিনু অর্পণ ।
শ্রীমধু শ্যামের গলে মালা দোলাইল,
সুবল সম্পুট খুলি বিটী খাওয়াইল ।
তব অঙ্গ-গন্ধ পেয়ে পুলকে ভাসিয়া
গদগদ বাক্য কন আমারে হাসিয়া ;—

'কোথা প্রাণেশ্বরী, বল' কুশলেতে রন ?
এখন' এল' না বল, হেথা কি কারণ ?
কি কাজ করিছে তব সখী গৃহে তাঁর ?
তাঁর তরে ব্যাকুল যে পরাণ আমার !'
কুশলে আছেন সখী মন্থন করিছে,
শ্রীজটিলা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত রেখেছে ;
কি করে বঞ্চনা করি' জটিলা বৃদ্ধায়
আনি বল' প্রিয়াজীরে আমরা হেথায় ?

[শ্যামের বিরহ]

' অসহ্য বিরহ জ্বালা কি করি উপায় !
ডাকিব কি বংশীরবে তাঁহারে হেথায় ?
তা'হ'লে যে চন্দ্রাবলী যূথেশ্বরীগণ
আসিবে, হবেনা তায় মানসরঞ্জন।
সুবল বা মধুরেও পাঠালে হবে না,
জটিলা তাঁহারে আজ দিবে কুমন্ত্রণা।
কুন্দলতা সুচতুরা বঞ্চিতে পারিত,
অভিসারে প্রেয়সীরে লইয়া আসিত ;
তার সাথে যুক্তি করি আনিলে না কেন ?
কেমনে বৃদ্ধারে বঞ্চি' কহ বাক্য হেন।
তব মুখে এই কথা শুনে ফাটে হিয়া ;
কেমনে হেরিব হায় পদ্মমুখী প্রিয়া !
হতবিধি কি নিষ্ঠুর বিঘ্নের সৃজন ;
দেয় না করিতে কেন প্রিয়ার মিলন

সত্য ভাবি' কথা মোর প্রাণেশ তোমার
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চান মুখে সবাকার ;
বৃন্দাজী ইঙ্গিতে মোরে করে তিরস্কার ;
বলিলাম , ব্রজানন্দ ! দুখ নাহি আর ,
পরিহাস করেছিনু , প্রিয়াজী তোমার
আসিছে এখানে শীঘ্র , ভাবনা কি তার ?
কর্ণের চম্পক কলি , কণ্ঠ গুঞ্জমালা ,
দিলা মোরে খুলি কানু আনন্দেতে ভোলা,
'কোথায় প্রেয়সী শীঘ্র দেখাও আমায়।
শীতল করগো এই তাপিত হিয়ায় !'
আমি জানাইনু তাঁরে ,—সঙ্কেত জানাতে
হইয়াছে আমাদের হেথায় আসিতে ;
কুন্দলতা করে সঁপি সূর্য্যপূজা তরে
জটিলা পাঠায়ে দেছে তোমার প্রিয়ারে।
বৃন্দাজী সঙ্কেত কুঞ্জ রাখিতে সাজায়ে
তথা হ'তে গেল তবে আমারে লইয়ে।
পথে ধনিষ্ঠার সাথে মিলিত হইলে ,
কুসুম সরের তীরে সকলে যাইলে,
চন্দ্রাবলী সখী, শৈব্যা আমাদের দেখি,
জিজ্ঞাসে সে কোথা সখী রাধা বিধুমুখী ?
চন্দ্রাবলী ভদ্রকালী পূজা নিমন্ত্রণ
করেছেন তাঁরে তাই খুঁজি সে কারণ।
আমি কহি বুঝি ছল, অম্বিকা পূজায়
শ্যামা সখী নিমন্ত্রণ করেছে সবায় ;

তাই মোরা করিতেছি কুসুম চয়ন,
সত্য ভাবি গেল শৈব্যা শ্যামের সদন
আমাদের অলক্ষিতে, মোরাও গোপনে
লুকাইয়া শুনিলাম তার আলাপনে।
শৈব্যা কয়, 'প্রিয়সখী অভিসারে আসে
গৌরীতীর্থে সঙ্কেত করিলা তব পাশে।'
মদন সুখদা কুঞ্জে তব অভিসার,
এক সঙ্গে দুই স্থানে হইবে বিহার,—
মধু তাহা নিভৃতেতে শ্যামেরে বলিল ;
শ্রীকৃষ্ণ শৈব্যারে চিন্তি বলিতে লাগিল ;-
'রাজা বসুদেব গুপ্তে জানান পিতায়
কংসচর আজি এক আসিবে হেথায় ;
গো গণ হরণ করি যাইবে লইয়া,
সংবাদ দিয়াছে পিতা ধনিষ্ঠাকে দিয়া;
সখীরে বলিও মোর বিলম্ব হইবে,
উদ্বিগ্ন না হন যেন, তারে বুঝাইবে।

[শ্রীমতীর বিলাপ]

তুলসীর হেন বাক্য শ্রীমতী শুনিয়া
হলেন দুঃখিত, কন সখী সম্বোধিয়া—
'প্রাণেশ-মিলন দেখ কত বিঘ্নময় ;
সদা রুষ্ট পতি নিত্য আমায় ভৎ'সয়,
দুর্জ্জনা শাশুড়ী মোর খুঁজে সদা দোষ,
সেয়াকাঁটা ননদীর যন্ত্রণা, সন্তোষ,

চন্দ্রাবলী শক্র তায় নাথে বদ্ধ রাখে,
প্রাণনাথ সখাসনে বেষ্টিত যে থাকে,
তাই তাঁর সাথে কত দুর্লভ মিলন,
এ অদৃষ্টে বিধাতার কি দুঃখ লিখন !
তখন বাহিরে এক দৈবক আসিল
'সুলভ আজিকে বৃষ' কহে শুনাইয়া।
শুনি শ্রীমতীর বাম অঙ্গ নৃত্য করে,
গণকের কথা, তবে সত্য হবে পরে ;
শ্যামের মিলন হবে বুঝেন ভাবিয়া।
হেন কালে উপনীত ধনিষ্ঠা আসিয়া

রাধিকা।—

কোথা হ'তে এলে, ধনি, আনন্দ ত সব ?

[ধনিষ্ঠার শ্যাম কথা]

গোবর্দ্ধনে দেখে এনু তোমার মাধব।
যশোদা পাঠান তথা মিষ্টান্নাদি দিয়া
নিজ পূজা ভোজনান্তে শ্যামের লাগিয়া
ইহা জানি' বংশীধারী বাঁশী বাজাইল,
মানস গঙ্গার তীরে গোচারণে ছিল ;
গাভীগণ তৃণমুখে ঊর্দ্ধ পুচ্ছ হ'য়ে
ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনে বসি' নাথেরে ঘিরিয়ে,
লেহন করিছে শ্যামে জল করে পান ;
তাহা হেরি বংশীধারী মহানন্দ পান।
মানস গঙ্গায় নামে জলক্রীড়া তরে
সখা সনে, লুকাইয়া জলখেলা করে ;

গোগণ ব্যাকুল হ'য়ে করে অন্বেষণ,
ভাসিয়া উঠিলে পুনঃ আনন্দ পরম।
শুষ্কবাস পরে' উঠি সাজেন কুসুমে,
গোগণ ফিরিয়া যায় পুনঃ বাঁশী শুনে।
বিকচ কদম্ব তলে যূঁথী লতা দিয়া
শাখা লগ্ন তরুরাজি কুঞ্জ নিরমিয়া
রেখেছে তথায়, কত ভ্রমর ঝঙ্কারে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে পাখী গান করে;
এই কুঞ্জে গিয়া তবে কৃষ্ণ বলরাম
বসিলেন সখা সনে কর্ণিকার স্থান;
ছোট ছোট সখা অগ্রে, মধ্যম মাঝারে,
জ্যেষ্ঠ দল বাহিরেতে বসেন আহারে,
পাতার দোনায় তবে লয়েন আহার,
শিখরিণী, পানা, মোণ্ডা মোরব্বা, আচার;
নিজালয় হ'তে সবে যে যাহা আনিল,
পথে পথে পক্ক ফল যে যাহা পাড়িল,
আমি যাহা লয়ে গেনু দিলাম সকল,
পানাহার করে সবে আনন্দে বিহ্বল;
কেহ অতি মিষ্ট ফল অর্দ্ধেক খাইয়া
কানাইয়ের মুখে তুলি' দেয় খাওয়াইয়া।
আহারান্তে আচমন, তাম্বুল সেবন,
নম্র পত্রে গন্ধ পুষ্পে রচিয়া শয়ন
শ্রীদাম উরুতে রাখি রামেরে শোয়ায়
শ্রীকৃষ্ণ হয়েন রত চরণ সেবায়।

ঘুমাইলে বলরাম, শ্যাম কহে সবে—
'অসুরের ভয় হেথা, কোথা নাহি যাবে,
দাদা রহে নিদ্রামগ্ন, রহ' সাবধানে,
বেড়ায়ে আসিগে বটু সুবলের সনে।'
বলে দিনু দাসীরে পাত্রাদি পাঠাইয়া
পুষ্প চরি' আসি ব'ল যশোদায় গিয়া।
আসিয়া নাগর সাথে করিনু মিলন,
তুলসী কস্তূরী বৃন্দা করে আগমন ;
তুলসী কস্তূরী তব অভিসার আশে
বৃন্দা বনদেবী দ্বারা কুঞ্জ সাজাইছে ;
মাধব বনের শোভা দেখিতে দেখিতে
তব কুঞ্জে আসে ষড় ঋতুর বনেতে।
বসন্ত ঋতুর বনে ভ্রমর ঝঙ্কারে
অধীর হয়েছে নাথ পড়েছে ফাঁপরে ,
কন্দর্পরাজার সেনা, দক্ষিণ পবন,
পিকধ্বনি আর শত ভ্রমর গুঞ্জন,
কুসুম সায়ক মারি করিতেছে রণ,
পরাভূত হন বুঝি তব প্রিয়তম।
তাই অতি কাতরেতে পাঠালে আমারে,
প্রাণ বাঁচাইতে তাঁর তোমা লইবারে ;
বিলম্ব ক'রনা, রাধে, বড় পীড়া পান,
কৃতঘ্ন হ'ওনা তাঁরে কর পরিত্রাণ ;
বিপদ আপদে কত রক্ষে তোমাদের,
এখন সঙ্কট নাশ তব প্রাণেশের'।

রাধা বলে,—সে কি কথা ধনিষ্ঠে, কহিলে ?
মদনমোহন তিনি তা' কি না জানিলে ?
সেনার কথা ত দূরে, কন্দর্পের রাজ
নিজে পরাভূত তাঁর কাছে পায় লাজ।

ধনিষ্ঠা—

তা' নহে, কিশোরি সখি, তা' নয় তা' নয় ;
তিনি ত থাকিলে একা মদনই ত হয় ;
তুমি বামে থাকিলেই মদনমোহন,
না থাকিলে, তিনি খালি স্বয়ংই মদন।
এখন কুসুম কুঞ্জে তব কথা মুখে,
ধৈর্য্য অপহৃত, একা, পরাজিত দুখে,
নবীন জলদ দ্যুতি, কনক বসন,
শিখি পাখা চূড়া, কর্ণে মকর ভূষণ,
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ, যূথীমালা গলে,
চরণে নূপুর বাজে, মুরলী অধরে ;
তব কুণ্ড ঈশানেতে করিতেছে ধ্যান,
মদন-সুখদা কুঞ্জে করি অধিষ্ঠান।
যাও রাধে, উৎকণ্ঠিত নাথ তব তরে
উৎকণ্ঠিতা তুমিও ত', চল' অভিসারে।

শ্রীমতী—

ধনিষ্ঠে কহিলে বটে সত্য অবিকল,
কিন্তু মোর তরে নহে তাঁর এ সকল।
তুলসী এসেছে শুনি শৈব্যা সনে কথা ;
চন্দ্রাবলী তরে জেন' এ উৎকণ্ঠা ব্যথা।

ধনিষ্ঠা—

কিন্তু শ্যাম পুষ্প সব হইতে শৈব্যায়
গৌরীতীর্থে পাঠায়েছে মিছা বলি তায় ;
তব তরে এ উৎকণ্ঠা আমি জানি ভাল',
তোমারে লইতে মোরে পাঠায়েছে কাল' ।
জটিলার পথে এক সখী রাখিয়াছে;
চন্দ্রাবলী পথে, এক, গোবর্দ্ধনে আছে,
বৃন্দা রাখিয়াছে সব পথে পথে থানা,
যাহে নাহি আসে সখা কিম্বা কোন জনা ।

[শ্রীমতীর আক্ষেপ]

তখন আক্ষেপে রাধা কহে, তিনি বিনা,
লহ মোরে তথা সখী, আমি পরাধীনা ।
কুন্দ বলে 'এস রাধে, মিত্রপূজা তরে
সজ্জিত হয়েছ', চল' মোর কর ধরে ।'
অগ্রেতে ধনিষ্ঠা যায় তুলসীজী পরে,
পশ্চাতে শ্রীমতী যায় কুন্দ-কর ধরে ।
প্রিয়ার দক্ষিণ করে নীলপদ্ম রাজে,
সিন্দুর চন্দন কস্তূরীর বিন্দু মাঝে;
কামমন্ত্র ফোঁটা ভালে পত্রাঙ্ক কস্তূরী,
দর্শনে শ্যামের অঙ্গ উঠয় শিহরি ;
সিঁথিতে সিন্দুর রেখা, কেশ নবঘন,
নাসার তিলক নাম, মদন-কম্পন ;

শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি পূজাদ্রব্য লয়,
মিষ্টান্নাদি দাসীগণ, ক্রমে বাহিরয় ;
দক্ষিণে বিশাখা, বামে ললিতা, পশ্চাতে
সখী মঞ্জরীর সারি চ'লে বনপথে ;
দধির পসরা শিরে যাইছে যুবতী,
সবৎসা গাভীকে দূরে দেখিলা শ্রীমতী,
চারিদিকে শুভচিহ্ন, মিলন লালসা
বদ্ধ করে, মনে মনে বাড়িতেছে আশা।
চাষ পক্ষী, মৃগযুথ, পদ্ম বিকশিত
খঞ্জন যুগল তায় ভ্রমর গুঞ্জিত,
প্রাণেশ্বর মুখপদ্ম স্ফূর্ত্তি পায় মনে,
শ্যামের চরণ চিহ্ন হেরে পরক্ষণে ;
স্বর্ণ আলবাল ঘেরা তমাল তলায়
স্বর্ণযূঁথী মাঝে নাচে ময়ূর তথায়
করি পুচ্ছ প্রসারণ ময়ূরী সহিত,
রাধাহৃদে শ্যামভাব জাগে বিপরীত।

শ্রীমতী—

দেখ' লো ধনিষ্ঠে ! ধূর্ত্ত নৃত্য করিতেছে,
হেরি' আমাদেরও তার সঙ্কোচ নাহিছে,
এই দেখাইতে তুমি আনিলে আমায়
ধৃষ্ট কৃষ্ট সঙ্গে দুষ্ট পশু ও হেথায় ;
শ্যামের সুরঙ্গ মৃগ আমার হরিণী,
তাণ্ডব ময়ূর ত্যজে মোর ময়ূরিণী ।

ধনিষ্ঠা হাসিয়া তবে কহিতেছে, সখি,
বলিব এ সব কথা তাঁরে বিধুমুখী !
তখন বুঝিয়া রাই তাঁর নিজ ভ্রম,
শোভা দেখি চলে কিছু পাইয়া সরম ;
কামবন বাটী কুঞ্জে সূর্য্যের মন্দিরে
বদ্ধাঞ্জলি গলবাস প্রণমে সূর্য্যেরে ;
নির্ব্বিঘ্নে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ প্রাপ্তি মাগে বর,
সূর্য্যকুণ্ডে যান হ'য়ে প্রফুল্ল অন্তর।

[বৃন্দাজীর আগমন]

হেন কালে বৃন্দা আসি দেয় ইন্দিবর
শ্যামের অঙ্গের গন্ধ তাহাতে বিস্তর ;
প্রিয়াজী পাইয়া পদ্ম রোমাঞ্চ কায়েতে,
জিজ্ঞাসিছে 'সখি' বৃন্দে এলে কোথা হ'তে ?
কোথা তিনি ? কি করেন ? বৃন্দা উত্তরিছে—
'ঘুরি বনে বনে তিনি নৃত্য শিখিতেছে।'
'কেবা গুরু তাঁর ?' রাই জিজ্ঞাসে আবার ;
'তব মূর্ত্তি স্ফুর্ত্তি তথা হয় চারিধার ;
তরুলতা তটিনীরা নাচায় তাঁহায়,
কুণ্ড তট তব রূপে সেজেছে তথায় ;
স্বর্ণ পদ্ম তব মুখ পদ্ম সাজিয়াছে,
খঞ্জন নয়ন, কেশ অলিরা হ'য়েছে ;
চক্রবাক যুগ্ম স্তন, ফেনা মুক্তামালা,
তব রূপ স্ফর্ত্তি হেরে নাচিতেছে কালা।'

রাই কহে 'না গো বৃন্দে শৈব্যা এনেছিল
সে পদ্ম গন্ধেতে শ্যাম উন্মত্ত হইল।'
বৃন্দা কয় 'বঞ্চনার প্রচণ্ড বায়ুতে
গৌরীতীর্থে ফিরাইয়া দেছে সে গন্ধকে।'
রাধা কন, 'কায নাই, বৃদ্ধার আজ্ঞায়
শ্যাম কুণ্ডে, স্নান করি আকাশ গঙ্গায়,
মিত্র পূজা ধ্যান করি ফিরি শীঘ্র ঘরে';
বৃন্দা বলে, শ্যাম তব সঙ্গ বাঞ্ছা করে।'
শুনি কুন্দ বলে 'শঠ বৃন্দে, ছাড় ছল,
বৃদ্ধা বধু মোর সনে পাঠান কেবল;
করায়ে সূরয পূজা সত্বর ফিরিতে,
যেথা শ্যাম রয় সেথা কভু না যাইতে
বিশেষে বলিয়া দেছে, একি অনুচিত!
মানস গঙ্গায় স্নান মোদের বিহিত।'
বৃন্দা কয়, 'ভয় নাই মদন বন্ধনে
রাধা ধ্যানে রন শ্যাম মুদিত নয়নে,
পাতাল গঙ্গায় স্নান কর অনায়াসে,
মিত্র পূজা করি পূর্ণ কর অভিলাষে।
ললিতা কহেন, 'সত্য শ্যাম কি করিবে?
নিজকুণ্ডে করি স্নান সূর্য্যপূজা হ'বে;
তবে নারী-স্নান কালে পুরুষ তাহারে
বল গিয়া, বৃন্দে, কোথা যাইতে বাহিরে;
ব'ল সে রাখাল, তার কায গোচারণ,
গোরক্ষা করুক, ক'র আসিতে বারণ।'

বৃন্দা কন, 'আমি মৃদু কানাই প্রচণ্ড,
তুমি চণ্ডী যাও, বল, তিনি হন চণ্ড।'
কুন্দলতা বলে, 'সখি, পশুপতি সঙ্গে
চণ্ডী গেলে মিলে যাবে তাঁর অর্দ্ধ অঙ্গে।'
সখীগণ করে হেরি' হাস্য পরিহাস
শ্রীমতী কহেন হ'য়ে মিলনে নিরাশ ;—
'পিপাসিতা চাতকিনী প্রাণ বাঁচে কিসে
কেহ না হেরিছ, রহ' হাস্য পরিহাসে!'
বৃন্দা কন, 'চাতকী ত মেঘে বারি চায়!
বাঞ্ছাপূর্ণ তরে মেঘ এসেছে ধরায়।'

[রাধাকুণ্ডে]

রাধাকুণ্ডে স্নান তরে যান তারা সবে
চন্দ্রাবলী জটিলার পথ রোধি তবে।
চারি ঘাট রাধাকুণ্ডে, মণির মন্দির,
প্রতি ঘাট দুই পার্শ্বে, রতন কুটীর,
সোপানের শ্রেণী শোভে রত্নমণিময় ;
দক্ষিণে চম্পক, পূর্ব্বে কদম্ব নিচয়,
উত্তরে বকুল আর পশ্চিমেতে আম,
চারি কোণে মাধবীর কুঞ্জ অভিরাম ;
বিস্তারিত চতুঃশালা মানস রঞ্জন,
কুণ্ড পূর্ব্বে শ্যাম কুণ্ড সেতুতে সঙ্গম ;
পুষ্পবন উপবন উভে ঘেরি রয়,
ষড় ঋতু ফলফুলে সদা বিরাজয় ;

বৃন্দাজী আদেশে পক্ষী পক্কফল খায়,
শাখা নত করি তরু নমে যুগ্ম পায়,
নানাকৃতি লতামঞ্চ হেথায় সেথায়
আবৃত উন্মুক্ত উচ্চ নীচ শোভা পায় ;
শ্বেত রক্ত নীল পীত পদ্ম শোভে জলে,
সম ভাবে বিকশিত দিবারাত্রিকালে ,
হংস হংসী চক্রবাক ডাহুক ডাহুকী,
সারস সারসী খেলে কুণ্ডে পরিপাটী ;
অনঙ্গমঞ্জরী কুঞ্জ উত্তর ঘাটেতে,
ললিতার কুঞ্জ রয় তাহার পাশেতে ;
রাজপাট-ধাম-কুঞ্জ হয় তার নাম,
রাধাশ্যাম মধ্যাহ্নেতে করেন বিশ্রাম ।
সেবা উপযোগী যত সামগ্রী মজুত,
চিত্রশালা বেশভূষা রহেছে প্রস্তুত ;
ললিতানন্দদা কুঞ্জ নামও ইহা ধরে,
অষ্ট কুঞ্জ অষ্ট দিকে ইহার বাহিরে ।

অষ্ট সখী কুঞ্জ এক এক বর্ণ হয়,
কোন শ্যাম কোন রক্ত কোন পীতময় ;
তরু লতা পশু পাখী সে বর্ণ ধরয়,
রাধাশ্যামও প্রবেশিলে সে বর্ণ মাথয় ।
রঙ্গ-কুঞ্জ শ্যাম হয়, তুঙ্গের লোহিত,
চম্পকের পীতবর্ণ, সুদেবী হরিত,

ইন্দুরেখা শ্বেত কুঞ্জ চিত্রার চিত্রিত,
এক সম বর্ণ মণি লতাদি শোভিত।
উত্তরে ললিতা কুঞ্জ ঈশানে বিশাখা,
পূর্ব্বে চিত্রা কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুরেখা,
দক্ষিণে চম্পকলতা, নৈঋতে রঙ্গদেবী,
পশ্চিমেতে তুঙ্গবিদ্যা, বায়ুতে সুদেবী।

রাধাকুণ্ডে যেইরূপ শ্যামকুণ্ডে তথা,
অষ্ট নর্ম্মসখাদের অষ্ট কুঞ্জ গাঁথা ;
'মানস-পাবন' ঘাট বায়ুতে সুবল,
রাধিকা সে ঘাটে স্নান করেন কেবল ;
উত্তরে 'মধুর ঘাটে' ললিতার স্নান,
ঈশানে 'উজ্জল' ঘাটে বিশাখার স্থান ;
অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব আর কোকিল, বিদগ্ধ,
সনন্দাদি সখা ঘাটে স্ব স্ব সখী বদ্ধ।

[রাধাশ্যামের দর্শন]

মদন-সুখদা কুঞ্জে রাধারে লইয়া
বৃন্দা দেখাইল রন শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া ;
নিজ নিজ কুঞ্জে সখী প্রচ্ছন্ন হইল,
অলক্ষ্যে থাকিয়া সব দেখিতে লাগিল।
বঞ্চিত হবেন ভাবি প্রথম দর্শনে,
কেহ না বিশ্বাস করে নিজের নয়নে।
শ্রীকৃষ্ণ সুবলে কন ও কি দেখা যায় ?
লাবণ্য সাগরে কুলদেবী শোভা পায় ?

তারুণ্য-শ্রী লক্ষ্মী কিম্বা আনন্দ-তটিনী,
প্রাণাধিকা রাধা কি ও চিত্তবিনোদিনী ?
চন্দ্রানন যিনি মোর নেত্র-চকোরের,
সুরভি পদ্মিনী যিনি নাসা-ভ্রমরের,
রসাল মুকুল যেবা জিহ্বা-কোকিলার,
শ্রবণ-হরিণী মুগ্ধা ভূষারবে যাঁর;
কামদাব-দগ্ধ দেহ মত্ত করীবর,
অমৃত শীতল ও কি নদী স্নিগ্ধকর ?

রাধা বিশাখায় তথা বলে অতঃপর ;-
নবীন তমাল ওকি নব জলধর ?
ইন্দ্র নীলমণি স্তম্ভ, অঞ্জন-শিখর ?
যমুনা প্রবাহ, মত্ত ভ্রমর নিকর ?
নীলপদ্মরাশি কিবা ? না না প্রাণনাথ !
হ'য়েছি কি ভ্রান্ত, সখি, কর দৃষ্টিপাত।
বিশাখা কহিছে 'সখি, সত্য তোমারই
ললাট তিলক, তব স্তনের কস্তুরী,
চিবুকের বিন্দু, নেত্রদ্বয়ের অঞ্জন,
কর্ণের কমল নীল, কেশের লাঞ্ছন।'
রাধাতনু রঙ্গস্থলে করিছে নর্ত্তন
শ্যাম-নেত্রযুগ, রাধা করিছে পূজন
নিজ আঁখি-যুগপদ্মে, আর সখীগণ
অনিমিষে উভয়েরে করে নিরীক্ষণ ?

[রসাস্বাদন]

লালসা বাড়িল ক্রমে নাথ সঙ্গ তরে,
লাজে বাঁধি' ঘূর্ণি নেত্র কটাক্ষপাত করে ;
বিলাসাখ্য অলঙ্কার ইহাকেই কয়,
ললিতালঙ্কারভাব তার পর হয়।

প্রমাণ যথা :—

"গতিঃ স্থানাসনাদিনাং মুখনেত্রাদিচর্ম্মনাং।
তৎ কালিকান্তি বিশিষ্টং বিলাসপ্রিয়সঙ্গজং ॥"
"বিন্যাসোভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসো মনোহরঃ।
সুকুমারো ভবেদত্র ললিতাতন্দাহৃতং ॥"

চরণ বঙ্কিম কটি ভ্রূলতা চঞ্চল,
ললিতাঙ্গে দাঁড়াইল বিকচ কমল।
প্রিয়ার দেখিয়া এই ভাব মনোহর,
আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে কহেন বিস্তর ;—
'স্খলিত হ'য়েছে বেশ আসিতে আসিতে,
আজ্ঞা দাও পুনঃ তব সুবেশ রচিতে।'
লজ্জা শঙ্কা আদি তায় দ্বাবিংশভাবের
অভিনয় করে রাধা নিত্য প্রণয়ের ;
কুটিল ভঙ্গিতে শ্যামে দেখিতে দেখিতে
পুষ্প চয়নের ছলে উদ্যত যাইতে ;
কৃষ্ণ আসি রোধে পথ বহু পসারিয়া
কিল কিঞ্চিতভাব রহেন ধরিয়া।

প্রমাণ যথা :—

"গর্ব্বাভিলাষ রোদিত স্মিতাসূয়াভয়ক্রোধান্।
সঙ্কারি করণং হর্ষমুচ্যতে কিল কিঞ্চিতং ॥"

অরুণ লোচন আঁখি বাষ্পাকুল হয়,
স্ফুরিত অধরে হাস্য কুটিল ভ্রূদ্বয় ;
পুষ্প অবনত তথা কোন তরু হ'তে
ফিরে ধনী যান যেন কুসুম চয়িতে।
দু'পাশে বকুল তরু পুষ্প উপবন,
গোপনে দেখিছে তথা নর্ম্মসখীগণ ;
তৃষিতা ঈর্ষায় তবু চান চলে যেতে,
পার্শ্ব পুষ্প পানে চান যেন লুকাইতে ;
দশনে অধর চাপি ভ্রূভঙ্গিতে চায়,
ভাবের বিকারে অঙ্গ ঢলিছে ধরায়।
শ্রীকৃষ্ণ দেখি সে ভাব বড় সুখ পান,
কহেন কতই হর্ষ করিবারে দান ;—
"কে তুমি এ বনে ঘুর' চেন না আমায় ?
কুলবধূ, দেখি মোরে লাজ নাহি পায় ?
অনঙ্গ চক্রবর্ত্তীর এ বন হইতে
বলিতেছি ত্বরা তোমা হইবে যাইতে ;
আমায় রেখেছে তিনি দিয়া রক্ষাভার,
এক দণ্ড হেথা তুমি রহিও না আর।"
বিনোদিনী কন তবে, "তুমি কি বলিছ ?
মোদের এ বনে আসি তুমি কি করিছ ?

মিত্রপূজা তরে করি কুসুম চয়ন,
কুলবতী কাছে কেন কর আগমন ?
কে অনঙ্গ চক্রবর্ত্তী কোথা তরে ধাম ?
রক্ষক দেখিনি হেথা আসি অবিরাম।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিছে, “তুমি চুরি করিবারে
আস নিত্য, ধরা আজ পড়েছ এবারে ;
কুলবতী সাধ্বী তুমি কখন না হও,
নহিলে স্বতন্ত্র হ’য়ে কাননে বেড়াও !
মোরা কভু যুবতীর দেখি না বদন,
আমাদের কায শুধু গোঠে গোচারণ ;
দলবল ল’য়ে হেথা নিত্য চুরি কর,
গোপনে ধরেছি আজ নাহিক নিস্তার ;
রাজ সন্নিধানে এবে ল’য়ে যাব’ চল,
রাজদণ্ড পাবে গুরু এখন কি বল ?
যদি বল, না জানিয়া করেছি অন্যায়,
আর করিব না, ক্ষমা করহ আমায়,
জান না এখানে আরও কত প্রজা রয়,
রাজায় জানালে মোরে দণ্ডিবে নিশ্চয়।”
সুধামুখী হাস্য করি বলেন বচন ;—
“এত’ জানি ষোল ক্রোশ ধাম বৃন্দাবন,
হেথা পুনঃ রাজা কেবা, প্রজা কোথা রয় ?
সকলই মিছা কথা তোমার নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ—

প্রজা নাই ? বল কি গো, কিসলয় জাল,
শুক শারী পিক অলি কমল মৃণাল,
এই সব প্রজাধন করেছ' হরণ
নিজদেহে, তারা তোমা করে অন্বেষণ।
'কামী তুমি' বলি যাই করে পলায়ন,
পথ রোধি ধরে কানু তাহার বসন ;
তেরছা নয়নে হর্ষে করি নিরীক্ষণ,
ছাড়াইতে করে ধনী মৃদু আকর্ষণ।
ধনী কহে,—"তুমিই ত চোরের প্রধান,
সবার মাধুরী হরি' এত রূপবান্ !
ব্রজাঙ্গনা বস্ত্র মন চুরি কর ব'লে
মাতাপিতা কেহ তব বিয়া নাহি দিলে ;
নিজ নারী নাই, তাই পরনারী আশা,
সেই কায তরে তব এইখানে আসা।
বৃন্দাবনে কোন তরু কর'নি রোপণ,
বরং নাশিছ তরু করি গোচারণ,
এখন বলিছ বনরাজের রক্ষক,
রক্ষক নহেক, তুমি বনের ভক্ষক।
মোর কুঞ্জারণ্য এই কুঞ্জাগার হোথা,
পুরুষের অধিকার নাহি কিছু হেথা ;
মোরা পুষ্প চয়ি হেথা মিত্র পূজা তরে,
পররাজ্য নিজরাজ্য বল' কেমন ক'রে ?

পশু সঙ্গে থাক তুমি কর' তা' পালন,
সে তব নিজের কায, করগে এখন।"
এত কহি বিধুমুখী ফিরায়ে বদন
দুই তিন পাদ ক্রমে করিছে গমন।
গমনে রাধার অঙ্গ-নৃত্য নিরখিয়া
শ্রীকৃষ্ণ সাত্বিকভাবে গেলেন ভরিয়া;
চকিত সরোষে হর্ষে কান য়ের করে
তাড়না করিছে মৃদু রুণু ধ্বনি ক'রে।
কুন্দলতা আসি তবে কহিছে শ্যামেরে;—
"আসিয়াছি মোরা হেথা জান' পূজা তরে,
হও তুমি পুরোহিত আজি এ পূজায়,
কামকেলী যজ্ঞ জেন' এরে বলা যায়;
পঞ্চ দেবতার পূজা করহ' প্রথম,
নবগ্রহ পূজা পরে করহ উত্তম;
শিখাইয়া দিই আমি হও পূজা রত,
ত্রুটি নাহি হয়, যেন হয় মনোমত।"
কুন্দলতা পূজাবিধি তাঁহারে শিখান,
রাই পঞ্চ অঙ্গে পঞ্চদেব পূজা পান;
নব অঙ্গে নবগ্রহ পূজা করাইল,
উভয়ের মনঃসাধ নিরবে পূরিল।
তখন ললিতা আসি কহিতে লাগিল,
'অজ্ঞ উপদেষ্টা, এক পূজা না করিল,
দশদিক পাল পূজা না করিয়া আগে,
নবগ্রহ পূজা আদি ভাল নাহি লাগে।

অষ্ট সখী অষ্ট দিকে পূজে শ্যাম তবে,
শ্রীরূপে ঊর্দ্ধেতে আর অনঙ্গেরে অধে।
কামযজ্ঞে এ অদ্ভুত যজন পূজন,
কেহ হাসে নত কেহ করিছে গর্জ্জন,
অঙ্গ ভঙ্গী করে কেহ নয়ন চালন,
কেহ গালি দেয় কেহ করিছে রোদন,
ঈর্ষা লাজ হর্ষ বাম নৃত্য বা কম্পন,
ক্ষণে ক্ষণে কত ভাব হয় প্রকটন।
কখন বিনয় ক'রে কয় দাও ছেড়ে,
কভু হাত ছাড়াইছে বলে রোষ ভরে,
কখন করিছে স্তুতি কখন বন্দনা,
তর্জ্জন গর্জ্জন কভু করিছে তাড়না।
শ্যাম কন শিব হন জগতে পূজিত,
পত্নীরে অর্দ্ধাঙ্গ দান করিয়া নিশ্চিত,
আমি আজ সর্ব্ব অঙ্গ সঁপিব প্রিয়ায়,
আমার এ যশঃ লোকে ঘোষিবে ধরায়!
প্রিয়ারে ধরিয়া বলে 'গৌরি, এস এস'
শ্রীচন্দ্রশিখর আমি সুশীতল বস,
সর্ব্বাঙ্গ তোমারে আজ করিনু অর্পণ,
শান্ত শিবময় ভাব আত্ম বিসর্জ্জন।'
শ্যামের পরশে প্রিয়া নিস্পন্দ অবশ,
ভূমিতে পড়েন বসি' বিলুপ্ত লালস।
বেদ বিধি অগোচর ব্রজের ললনা,
বিলোপ তাদের নিজ সুখের কামনা;

আহ্লাদিনী প্রেমলতা রাই কানায়ের,
ফল পুষ্প শাখা পাতা সখীরা প্রেমের ;
শ্যাম প্রেমরস সিঞ্চে লতায় যখন,
ফুল পাতা সুখ তায় পাইছে পরম ;
রাধাশ্যাম মিলনেতে সখী শতগুণে
সুখী হ য়ে ভাবে শ্যাম মিলে জনে জনে ;
লতা মূল নাড়াইলে পত্র পুষ্প নড়ে,
অধিক নর্ত্তন তার বিদিত গোচরে ;
শ্রীকৃষ্ণ তমাল তরু কান্তি নবঘন,
পীতাম্বর সৌদামিনী, বাঁশরী গর্জ্জন,
লীলামৃত বরিষণ ফুল ফুটে তায়,
নিগূঢ় এ রসাস্বাদ অন্তরঙ্গ পায় !
রাধাবর্ণ পায় শ্যাম রাধার ভাবনে,
শ্যামবর্ণ পায় রাধা শ্যামের চিন্তনে,
নব মেঘ শ্যাম কায়ে বিজলী রাধিকা
প্রতি লোমকূপে জ্বলে স্ফুলিঙ্গের রেখা,
ঘন-বিজুরীর খেলা প্রতি অঙ্গে খেলে,
স্থাবর জঙ্গম জ্যোতি মাখে ধরাতলে ;
চমকে সাত্ত্বিকভাবে জঙ্গম স্থাবর,
কুণ্ড মাঝে নেচে উঠে মৎস্য জলচর।
নান্দিমুখী শুনে ইহা বৃন্দার নিকটে,
উভয়ে তন্ময় হ'য়ে প্রভাব প্রকটে।
রাধিকা বাম্যতাভাবে কহিছে ডাকিয়া—
'তুষ্টে কুন্দলতে তুমি ললিতা মিলিয়া

ধৃষ্ট হাতে দিয়া মোরে হের লুকাইয়া ?
কৃষ্ণ পরশনে তব বিনষ্ট সদ্‌গুণ,
করেছ' গ্রহণ তার কুটিলতা গুণ'।
 ললিতা তখন হাসি মিষ্ট রুষ্ট ভাবে
কহিছে তর্জ্জন করি তথায় মাধবে ;—
'ওহে কৃষ্ণ, ধৃষ্টরাজ, কি করিছ, কায ?
জান' না মোদের এই সতীর সমাজ ?

শ্রীকৃষ্ণ—

আমার নাহিক দোষ, জিজ্ঞাস' সখীরে,
কেন তিনি মোর কণ্ঠ বেড়েন দু'করে।

ললিতা—

পুন্নাগ তরুকে চির মাধবীর লতা
করয় বেষ্ঠন, তরু করে কি গো তা ?
এ তব করম কিবা, করিছ বেষ্ঠন,
তরুবর হ য়ে লতা কর আক্রমণ ?

শ্রীকৃষ্ণ—

কি কহ ললিতে ! দেখ করিয়াছি দান
সর্ব্বাঙ্গ আমার যাঁয়, কি করে আদান
করি পুনঃ, তায় হবে দত্তাপহরণ,
মহাপাপ, তাহা কিসে করি আচরণ।
 তখন ললিতা কটিবাস বাঁধি চলে—
'শঠ তুমি, মোর সনে পারিবে না বলে',
কৃত্রিম রোষেতে কয় 'ছাড়' মোর সখী,
কুন্দেরে লইয়া রঙ্গ কর গিয়া দেখি।'

পতিত শ্যামের বাঁশী গোপনে অঞ্চলে
চুরি করি,' ভুলাইয়া রাই গেল চলে।
বিশাখা তখন আসি হরষেতে কয়—
'কানাই, তোমার এটি কায কভু নয় ;
তুমি রাহু বিধুন্তুদ, চন্দ্রাবলী-শনি ;
ভ্রান্ত হ'য়ে গ্রাস' রাধা, অবিচার মানি ;
রাধাখ্য নক্ষত্র এটি, তারা সখীগণ
রাহু ত নক্ষত্র গ্রাস করে না কখন ;
বিশাখা নক্ষত্র আমি রাধা অঙ্গ জেন'
অনুরাধা বলে এই ললিতায় মেন',
ধনিষ্ঠা হইছে জেষ্ঠা, চিত্রাই ভরণী,
একে একে কত নাম কহিব বা আমি,
এখানে সকলে জেন নক্ষত্র-সঙ্গিনী,
আছে মাত্র একটুকু ইন্দুরেখা ধনী,
সে সামান্য, রাহু-ভোগ্য নহে কদাচিৎ,
চন্দ্রাবলী কাছে তব যাওয়াই বিহিত।'

[বংশী-চুরী]

নানা রস আলাপনে গেলে কিছুক্ষণ,
বাঁশরীর কথা শ্যামে হইল স্মরণ ;
শ্রীমতীরে কন তুমি চোরের প্রধান,
তুষ্টা নাহি হও বুঝি ল'য়ে মন প্রাণ,

আমার বাঁশরী কেন করিলে হরণ ?
ল'য়ে যাব রাজপাশে করিয়ে বন্ধন।
কহেন ললিতা তবে করিয়ে তর্জ্জন—
'সখীরে ছুঁওনা, ধূর্ত্ত, করিছি বারণ,
শৈব্যা আসি' ল'য়ে গেল' বাঁশরী তোমার,
চুরি অপবাদ কর' এ সাধ্বীজনার ?
বাঁশরী খুজিছে হরি এখানে সেখানে
হাতে হাতে সরাইছে সখীরা গোপনে ;
কখন বিশাখা লয়, কভু বা ললিতা,
কখন শ্রীরূপ, কভু লয় কুন্দলতা ;
জনে জনে ফিরে ঘুরে শ্যাম ধরে করে,
স্পর্শে তার স্বাত্ত্বিকাদি ভাব সবে স্ফুরে।
কোন বালা বলে ছলে, ছুঁওনা আমায়,
না পেলে বাঁশরী বল' সাজা পাবে তায় ;
রাধা-সহচরী মোরা পদেও ছুঁই না
নীলমণি চিন্তামণি গ্রাহ্যই করি না,
কি এক সামান্য কাষ্ঠ, দুষ' তার লাগি
সছিদ্র, কঠিন, শুষ্ক, প্রয়োজন তা' কি ?
রাঁধিবার তরে কত হেন কাঠি আছে,
ক'খানা লইতে চাও আমাদের কাছে ?
এক পাব বাঁশে তব ব্যস্ত চরাচর,
গিয়েছে সে বাঁশী শুভ হয়েছে বিস্তর,
সময়াসময়ে মোদের করে সে চঞ্চল,
চমকে খুলিয়া পড়ে কুন্তল অঞ্চল ;

পশুরাও মুখে তৃণ খাইতে না পায়,
পুলকে সে রব শুনি তব পানে ধায় ;
এবে শান্ত পবনের বায়ু সঞ্চরিবে,
যমুনার স্রোত এবে সুধীর বহিবে ;
সকলে করেছ' তুষ্ট, সেই বাঁশী দিয়া,
সে দোষে হারায়ে গেছে, বেড়াও খুঁজিয়া।
কেহ কহে—না, না হের' কালিমা বদনে,
মলিন ও মুখ কিবা বাঁশরী বিহনে !
পেয়ে থাক' যদি কেহ, দাও ত্বরা করি,
নাথের মলিন মুখ হেরিতে না পারি।
কুন্দ কয়,—হায়, হায়, একি ব্রজরাজ ?
ছিদ্র-বাঁশ তরে দুখ, পাই যে গো লাজ !
এমন পুরুষ তুমি, বিষাদিত মন,
দেখ হেরি' হাসিতেছে যত সখীগণ।
শ্যাম কন,—এইরূপ কভু না বলিতে
যদ্যপি বাঁশরী-গুণ তোমরা জানিতে ;
বাঁশী মোর অনায়াসে ইচ্ছা পূর্ণ করে,
বাঁশী মোর দেবতারও প্রাণমন হরে,
সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী গুণেতে অম্বিকা
এর গুণ জানে কিছু বিশেষ রাধিকা।
ললিতা কহিছে ঠাটে,—জানি, শ্যাম, জানি,
অর্দ্ধ কপর্দ্দক মূল্য তব বাঁশীখানি ;
কাষ তব কুলবতী কুল নাশ করা,
ঐ কাযের তরে তব বাঁশী করে ধরা।

গিয়াছে ভাঙ্গট, যাক্, দিব মোরা দাম,
না হয় এক পূরা কড়ি, হবে দুই খান।
না হয় নূতন বাঁশী ভিলানী কুঞ্জরী
গড়ে দিবে, ছিল ভাঙ্গা তোমার বাঁশরী।
কেহ বলে—উৎকোচ দেহ' কিছু আগে,
তবে যদি বাঁশী পাও, নহিলে না পাবে।
এদিকে সাধক দাসী রাই-কর হ'তে
ল'য়ে বাঁশী বৃন্দাজীর কুঞ্জে যায় দিতে,
বৃন্দাজী পাইয়া বাঁশী মস্তকে করেন,
চুম্বেন বদনে কভু হৃদয়ে ধরেন।
ক্ষুদ্র বংশে জন্ম লভি' বংশ ধন্য কর,'
রাধাশ্যাম লীলা সঙ্গী ধন্য বংশীবর'।

[রাই-অঙ্গ বর্ণন]

কভু রাই লুকাইছে খুঁজে রসরাজ,
বংশীহারা প্রাণহারা বিগলিত সাজ!
মিলিত হইলে পুনঃ বাড়িছে আনন্দ,
পুলকাঙ্গে সখীবৃন্দ করে কত রঙ্গ।
রাধা অঙ্গ ক্ষত হেরি' হাসে সখীগণ
রাই কন,—শ্যাম ভয়ে ঢুকি কাঁটা বন।
প্রিয়া-অঙ্গ সখী সবে করিছে বর্ণন—
কুচ-শম্ভু শিরে অর্দ্ধ চন্দ্রের লিখন;

শম্ভুশিরে অর্দ্ধচন্দ্র দিবসে মলিন,
নিষ্কলঙ্ক এই চন্দ্র সম রাতিদিন ;
কালী-নাগ শিরে পদে করিয়া নর্ত্তন,
চরণের চিহ্ন তাহা করেছে ধারণ ;
এখানেতে কর চারু নর্ত্তন করায়
ধরিয়াছে অর্দ্ধচন্দ্র কর রেখা তায়।
শ্রীঅঙ্গ-কনকলতা ওষ্ঠ-বিম্বফলে
তমাল-আশ্রয়ে ক্ষত করে বায়ুবলে।
রাধা-অঙ্গ সুরনদী মত্ত করী দলে,
চক্রবাকযুগ তাই ক্ষত অবহেলে।
বক্ষঃ-স্বর্ণকৌটা হ'তে করিতে হরণ
মণিচোর-নখ-খুন্তি দিয়া এ খনন।
শ্রীঅঙ্গে দাড়িম্ব ফল করিতে ভোজন
পীতাংশুক পাখী নখে করে বিদারণ।
নাভিসরঃ হ'তে উঠে রোমাবলী নালে
ফুটে দু'টী পদ্ম মুখ-চন্দ্রোদয় কালে।
শ্রীঅঙ্গ এ যজ্ঞশালা নাভি কুণ্ড তায়,
নিতম্ব বেদীতে, যুগ্ম কলস শোভয়
রোম শ্রুব, গণ্ড পীঠ, কণ্ঠ শঙ্খময়,
করাদি হোতারা প্রেম যজ্ঞাহুতি দেয়।
তনু অস্ত্রশালা,—ভুরু-ধনু, নেত্র বাণ,
নাসা-অসি, কর্ণ-ছিলা, পলকের টান,
কুচ-ঢাল, গণ্ড ফক্ক, বাহু পাশ হয়,
নিতম্ব রথাঙ্গ আর বেণী-খড়্গ রয়,

নখাঙ্কুশ, পরিখোক্ষ, পদাতিচরণ,
শ্রীকৃষ্ণ জয়েতে হাস্য বাণ সম্মোহন।
সুরধুনী তনু কিবা দু'বাহু মৃণাল,
কুচ কোক মুখ কর পদ পদ্মমাল;
অলকা ভ্রমর তায় নেত্র ইন্দিবর,
শিহালা তায় রোমাবলী, হাস্য চন্দ্রকর;
শ্যাম-মত্তকরী বাহু-শুণ্ড আস্ফালনে
মৃণাল কমল কোক দলে হৃষ্ট মনে।
পদ কর পদ্ম বলে কেমনে বা মানি,
ঊনবিংশ চিহ্ন কোথা কমলে বাখানি;
ঊনবিংশ চিহ্ন যদি থাকিত কমলে,
পদ কর তুল্য তাহা হইত তা হ'লে।
পদ-নখে দশ চন্দ্র রহেছে শোভিত,
চন্দ্রাবলী স্মৃতি কৃষ্ণে করে জাগরিত।
কিশোর রাজার ধন পূর্ব্বে অঙ্গ ছিল,
তারুণ্য ভূপতি এবে দখল করিল;
মধ্যের সম্পদ হরি' বক্ষেতে রাখায়
ঘণ্টিকা ফুৎকার করে, গুল্‌ফেরা লুকায়
কটি মধ্য দ্বন্দ্ব দুইয়ে বাদ মিটাইতে
ত্রিবলী সীমানা মধ্যে হইল রচিতে;
ঘণ্টিকা-শৃঙ্খলে জঙ্ঘা শ্যাম-মন-অজে
বাঁধে; জানু-স্বর্ণপুটে নেত্র তথা ভজে।
কৃষ্ণদেব অধিষ্ঠান মন্দির সুচারু,
স্বর্ণস্তম্ভময় হের রাধা গুরু ঊরু।

নিতম্ব পুলীন যেন, কটি অদ্রি গণি,
ত্রিবলী যমুনা, ঘন্টি সারসের ধ্বনি ;
শ্যামের শ্রবণ নেত্র খঞ্জন পাখীরা
সর্ব্বক্ষণ ও পুলীনে নৃত্য করে তারা।
প্রেম স্নেহ প্রীতি ঘৃত মধু চিনি দিয়া
কর্পূর মরীচ হাস্য ঈর্ষা মিশাইয়া,
ওষ্ঠাধরে ভুঞ্জিবারে রসালা মিলন
শ্রীমতী করিছে নিত্য শ্যামে পরিবেশন।
গুণের পেটিকা রাই হাস্যে ফুটে ফুল,
পদ্মগন্ধে করপদ লক্ষ্মী সমতুল ;
লাবণ্য কন্দর্প জিনি অতুল সৌন্দর্য্য,
সুধাসিন্দু ধারা সম অনুপ মাধুর্য্য।
বৃন্দা আসি কহে হের' নান্দিমুখী আসে,
পৌর্ণমাসী পাঠালেন বলি তার পাশে,
কলহ মিটায়ে ল'তে বল' দুজনায়,
রাজভয়, মাত্র তায় সময়ইত যায় ;
যদি নাহি মিলে, দোষ দেখে এস' কার,
ভাল ক'রে জেনে শুনে করিয়া বিচার।'
শ্যাম কয়—জানা তব সকলই ত আছে,
নির্দ্ধন করিয়া বন, বাঁশী হরিয়াছে,
ল'য়ে গেনু ধরি তাই নিকটে রাজার,
দিতে মোর বাঁশী ল'য়ে করিয়া বিচার ;
কিন্তু, রাই মিছা কথা বলে ভুলাইয়া—
গোপ সনে আমি নাকি ধেনু চরাইয়া

ভগ্ন নষ্ট করিয়াছি বন ফুল ফল
নিজাঙ্গ শোভায় উনি পূরে সে সকল ;
সকলই আমার দোষ উনি দেখাইল,
পক্ষপাত তাহা শুনি নৃপতি করিল,
তারে দণ্ডিবার ছলে দণ্ডিলা আমায়,
হের' দেহে মোর তার চিহ্ন দেখা যায়।
'তাই', কহে নান্দিমুখী শ্রীবৃন্দা তখন,
'রাই অঙ্গ শোভা বন করেছে ধারণ,
কালরূপ কৃষ্ণ ত্যজে গৌরাঙ্গ হয়েছে,
কি কর' গরব ? তব রূপ কোথা গেছে ?'

[যোগপীঠ মিলন]

মধু তবে হাত ধরি শ্রীকৃষ্ণে তখন
এস,' ভাই, বলে তারে করে আকর্ষণ,
ধরে লয়ে শ্যামে রাধা-দক্ষিণ পার্শ্বেতে
দাঁড় করাইলা, দুই কান্তি মিলে তা'তে ;
মরকতমণি রূপ হ'ল বনময়,
স্থাবর জঙ্গম কীট রূপবান্ হয় ;
শ্রীমধুমঙ্গল নাচে সস্মিত আননে,
শ্রীবৃন্দা ধাইয়া আসে পবন গমনে ;
পবন পূরিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল,
শ্রীবৃন্দার কাছে যাহা লুকান আছিল।
বংশীচোর বলি ধরা বৃন্দাজী পড়িল ;
'শৈব্যা হাতে ছিল বাঁশী' বৃন্দাজী বলিল,—

'ককৃটী বানরী তাহা চুরি করে ল'য়ে
জিজ্ঞাস' মন্দিরে বাঁশী সেই গেল দিয়ে
কুন্দলতা লয়ে বাঁশী শ্যাম করে দেয়,
কদম্বের মূলে মিলে মাধব রাধায় !
শ্রীকদম্বতরুমূলে যোগপীঠ স্থান,
অষ্টদল পদ্ম চারি মণি অধিষ্ঠান,
সিংহাসনে দাঁড়াইয়া সুবঙ্কিম ঠামে
করে কণ্ঠ আলিঙ্গিত রাই নত বামে,
পাবিকা শ্রীমতী করে, অষ্ট দিকে সখী
সেবা উপাচার লয়ে বিমোহিত দেখি ,
ব্যাপিল ভুবন শ্যাম-বাঁশরীর রব ;
পুলকিত জর্জ্জরিত অমর মানব,
পর্ব্বত গলিত হ'য়ে সলিল হইল,
রাধাকুণ্ড নীর জমি' হংসিনী বাঁধিল ;
স্থাবর জঙ্গম হয়, জঙ্গম স্থাবর,
গোবর্দ্ধন গলে, স্রোতে ভাসিল প্রান্তর,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, থামিল বাতাস,
তৃণ মুখে মৃগ গাভী ফেলে নাক' শ্বাস ।
সখিগণ-হৃদি চারু পুলকে শিহরে,
অষ্ট সখী দাঁড়াইল রাধাশ্যামে ঘিরে ;
যোগপীঠে যুগলের অপূর্ব্ব মাধুরী,
নয়ন যাহার আছে হের' নেত্র ভরি ;
পদে পদে ফুটে আছে কমলের দল,
নখরেতে শত শশী করে ঝলমল,

ত্রিভঙ্গ মিলেছে দুই শ্যামের রাধায়,
শ্যাম বনমালা চুমে রাই মণিহার,
নীলকায় কেড়ে লয় ও নীলবসন,
পীতধড়া গৌরাঙ্গীরে করে অন্বেষণ,
শিখিপুচ্ছ হয় চূড়া দেখ' প্রেমিকার,
কুণ্ডলের রূপ সহ তুলে রূপ তার,
উভ কণ্ঠ বেড়িয়াছে দু'য়ে দুইকরে,
দুইজনে এক বাঁশী দুই করে ধরে,
এক রন্ধ্রে দু'বদন করিয়া অর্পণ,
কৃষ্ণ ডাকে রাধে, রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন ;
'রাধেকৃষ্ণ' 'রাধেকৃষ্ণ' সুললিত সুর,
ভাসিল ভুবন ভরি ললিত মধুর :
যে দেখেছে সে মাধুরী যে শুনে সে জানে,
আমি কি করিতে পারি বর্ণনা এখানে !
সে মধুর বাঁশীরবে সখী-মঞ্জরীরা
মিশাইয়া 'রাধেকৃষ্ণ' গাইছেন তারা ;
কোকিল কোকিলা গায় ময়ূর ময়ূরী,
'রাধেকৃষ্ণ' বলে নাচে ভ্রমর ভ্রমরী,
ত্রিভুবন ভরি এক 'রাধেকৃষ্ণ' গায়,
জয় রাধেকৃষ্ণ, ধন্য, রাধেকৃষ্ণ জয় !

[ষড়ঋতু বন বিহার]

ষড় ঋতু সখী-বেশে করে আগমন,
রাধাশ্যাম যুগলের করিতে পূজন ;

আসিয়াছে ল'য়ে সবে ভেট উপহার,
উপায়ন কতবিধ সেবার পূজার।
প্রথম বসন্ত ঋতু অতি শোভাময়,
আম্রেতে মাধবীলতা পিক কুহুরয় ;
গ্রীষ্ম ঋতু সনে আসে মল্লিকা শিরীশে
ধর্ম্মাট পক্ষীর ধ্বনি হয় দিশে দিশে,
বর্ষায় কদম্ব সাথে যুঁথীলতা রাজে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে অপরূপ সাজে ;
শরতে দ্রক্ষার লতা মালতীর মাঝে,
হংস সারসাদি নীরে আনন্দে নিনাদে ;
হেমন্তে তমাল বৃক্ষে ডাহুক ডাহুকী,
করে সুমধুর ধ্বনি তথা থাকি' থাকি' ;
শিশিরেতে ত লবৃক্ষে পাখী ভরদ্বাজ
ডাকে বসি, কুন্দপুষ্প ফুটে জলমাঝ।
অষ্টমণি-ভূমি পরে মণিময় তরু,
ভিন্ন বর্ণমণি-শাখা ফুল ফল চারু,
নীল পীত রক্ত শ্বেত বৈদুর্য্য প্রবাল,
ভূমে পড়ে প্রতিবিম্ব, পল্লব রসাল,
ভাবি মৃগ ধায় তথা করিতে ভোজন,
হেমারুণ ফল ছটা করি' নিরীক্ষণ ;
এরূপ বনের শোভা দেখি ভ্রমে সব
পুষ্পছত্র ধরি পিছে চলেছে সাধক ;
চামর-বীজনে কেহ মালা পরাইছে,
মাধবী-মণ্ডপে পরে যুগল বসিছে।

বৃন্দা কন, তোমা দোঁহে ঈশ্বর ঈশ্বরী
ষড় ঋতু লক্ষ্মীরূপে আসিয়াছে হেরি,
পূজিবারে তোমা দোঁহে ষড়োশোপচার,
লইয়া এসেছে ওই দ্রব্যের সম্ভার ;—
পাদ্য অর্ঘ্য দুর্ব্বাঙ্কুর, আচমন জল,
শ্রীকুঞ্জের পুষ্পরেণু গন্ধ সুশীতল,
মকরন্দ স্নান তৈল, কুসুম বসন,
তিলক তিলক তরু, গিরিধাতু শমঃ ;
কেতকীর অলঙ্কার, শিখিপাখা ভূষা,
বকুলের সিঁথিপাটী, বেলা-বাজু খাসা,
কণ্ঠভূষাহার রচে বাঁধুলি ভূষণ,
বৈজয়ন্তী পত্রপুষ্প তুলসী রচন।
মাধবী মালতী যূঁথী পদ্ম পঞ্চমালা,
পরাগ বায়ুতে উড়ে দীপ ধূপ জ্বালা,
পুন্নাগ ঘণ্টিকা, কুন্দ নূপুর ভূষণ,
ফলাদি নৈবেদ্য সহ তাম্বুল মোহন,
ঝিল্লিধর্ম্মাটের বাদ্য, শুকশারী স্তুতি,
শিখি নৃত্য, পিকগান, তরুশাখা নতি,
বৃক্ষলতা জড়াইয়া মন্দির নির্ম্মিত,
লতার কলস দ্বারে, পতাকা পুষ্পিত।
ষড়-ঋতু-লক্ষ্মী, দেব, আসিয়াছে দ্বারে,
কৃতার্থ হউক, তায় দাও পূজিবারে।

[বসন্ত-ঋতু-বনবিহার]

কহিছে মধুমঙ্গল— মধু ঋতু বনে
বসন্তের শোভা হের ভাই।
পিক মধুপান রত আম্র মুকুলেতে
কুহু রব শুন' হে কানাই।
চম্পকেতে স্বর্ণ যূঁথী কাঞ্চনে মাধবী
পুন্নাগে মল্লিকা শোভা পায়,
কিংশুকাদি প্রস্ফুটিত, ভ্রমর গুঞ্জন,
চামরীরা ঝাড়ু দিয়া ধায়।
মণ্ডপে বসিলা দোঁহে, হোরি খেলিবার
করে বৃন্দা সখী আয়োজন,
আবির গুলিছে চূর্ণ, কঙ্কুম চন্দন,
গোলাপের সলিল সিঞ্চন।
মন্দারজ পঙ্কজল অগুরু কর্পূর
আতর সিন্দূর গন্ধচুর,
পুষ্প অলঙ্কার মালা কত চূর্ণ দ্রব,
কমল শিশিতে ভরপুর।
মণিময় পিচকারী পুষ্প ধনু বাণ,
দেখে সজ্জা শ্যাম হরষিত,
খেলি এস' হোরি খেলা, কহেন রাধায়
রাধা কন হবে পরাজিত।
মধু সুবলাদি হেথা নর্ম্ম সখাগণ,
সখিগণ ওধারে দাঁড়ায়,

তাম্বুল রঞ্জিত ওষ্ঠে গায় মধুস্বরে
রং দেয় খেলে আর গায়।
কুন্দলতা নান্দিমুখী শ্রীবৃন্দাজী দেখে,
আর সবে খেলায় বিভোর,
কেশর কস্তুরী পঙ্ক গন্ধচূর্ণ ছোড়ে
পিচ্‌কারীর রংজল ঘোর।
অরুণ বরণ দিক্, লাল কুয়াশায়,
হয় যেন কিবা প্রেমরণ,
অলক্ষিতে আসি কানু রাইয়ের বদনে
করিতেছে আবির লেপন।
সূক্ষ্ম শুক্ল বাস সব লোহিত হইল,
কভু শ্যাম, রাধা পক্ষ বলবান্,
পিচকারী সনে করে কটাক্ষ ক্ষেপণ,
পুষ্পধনু ছুড়ে পুষ্প বাণ।
মণিরন্ধ্রে একধার ফুটে শতধারে,
আকাশেতে সহস্র ধারায়
পড়ে লক্ষ ধারা হ'য়ে আতর গোলাপ
ভিজাইছে গোপাঙ্গনা গায়।
কভু রং ধুলি উড়ে করে অন্ধকার,
দ্রব রংএ ইন্দ্রধনু ফোটে।
কঙ্কনের ঝন্‌ঝনায় হাস্যের কাকলী
অপরূপ শোভা তথা ঘটে।
কুঙ্কুম কস্তুরী পুষ্প, চন্দন পরাগ,
বারবার করিছে ক্ষেপণ

গন্ধচূর্ণ দ্রব রঙ, মত্ত পরস্পরে,
নব সাজ করিছে ধারণ।
গান বাদ্য নৃত্য সঙ্গে উড়ায় আবির,
ভ্রমর কোকিল শুক গায়,
ময়ূর ময়ূরী নাচে, হাসে তরুলতা,
কল কল গেয়ে বারি ধায়।
রাধাশ্যাম ক্লান্ত হ'য়ে মাধবী-মণ্ডপে
বসে, ভূষা গলিত খেলায়,
বাসন্তীরঙ্গের বাস সিক্ত বাস ত্যজি'
পরে, বনদেবী জয় গায়।
ত্যজি সিক্ত বাস সব মঞ্জরী সাধক
যুগলে সেবেছি বসি পাশে;
রঙ্গদেবী কুঞ্জে কভু এই হোরি লীলা
করে সবে বিহ্বল বিলাসে।

[গ্রীষ্ম-ঋতু বন বিহার]

গ্রীষ্মঋতু বনদেবী আনে পূজাচার,
স-পুষ্প কদলীতরু দোলে,
পক্ক আম্র সহ তরু, মল্লিকা কুসুম,
অশোক মান্দার পুষ্প জ্বলে।

স্নিগ্ধ মন্দ সমীরণে ধর্ম্মাট্, টিটিভ,
পুষ্প-রঙ্গালয়ে বসি' গায়,
রাধাশ্যামে সূক্ষ্ম বাসে পুষ্পের মন্দিরে,
চতুঃ শম মাল্যেত সাজায়।
বেষ্টিয়া সখীরা বসে মঞ্জরী সাধক,
দ্বারে দাসী করিছে ব্যজন,
ফোয়ারার জলবিন্দু সিক্ত করি বাস,
লেপি অঙ্গে সাজায় কেমন।
আম্র আনারস জাম শ্রীফল কাঁঠাল
সরবত করায় সেবন,
শ্রীবৃন্দা স্বকরে ধরে কত স্নিগ্ধ ফল,
প্রসাদ পাইছে জনে জন।

[বর্ষা-ঋতু বনবিহার]

আসিছেন বর্ষালক্ষ্মী উড়ায়ে নিশান,
নীলিমার গায় ঘন ঘন,
বিদ্যুৎ গর্জ্জন করে উড়ে বকপাঁতি,
বিনা সুতা মালা দরশন।
সুপক্ক কাঁটাল আম আনারস আতা,
পিয়ারা খর্জ্জুর নারিকেল।
পক্ক ফল লোভে পাখী উ'ড়ে ব'সে গাছে
ভাঙ্গে ঠোঁট খেতে গিয়া বেল।

কেতকী কদম্ব যূঁথী ইন্দ্রকীট শোভে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে গায়,
যূঁথীমণ্ডপেতে আসি বসে রাধাশ্যাম,
কুসুম রঙ্গীন বস্ত্র গায়।
মণিবন্ধ পদ্মাকৃতি, হিন্দোলা দেখিয়া
যুগল ঝুলেন উঠে তায়,
কদম্ব ফুলের মালা মৃদু বরিষায়
সখী সব হাসে নাচে গায়।
সখীগণে জনে জনে শ্যাম ল'য়ে দোলে,
রাই তায় দোলায় নামিয়া,
কানাই নামিয়া কভু সখীসহ রাইএ
আমোদিত হন দোলাইয়া।
বাজান বাঁশরী কভু শুনি' সেই রব
পশুপাখী তরুরা অবশ,
মঞ্জরী সাধক দাসী হেরিছে মাধুরী
সেবা করে হ'য়ে পরবশ।

[শরৎ ঋতু বন বিহার]

নিরমল নভস্থল, শরৎ আসিল,
চারি বর্ণ পদ্ম ফোটে নীরে,
হংস সারদাদি খেলে, স্থলে সেফালিকা
ভ্রমরের স্পর্শে পড়ে ঝরে।

নিত্য লীলা

ময়ূরের পুচ্ছ খসে, এবে মৌন তাই,
কেশে ফুলে শ্বেতবর্ণ ধরা,
দাড়িম্ব দ্রাক্ষার ফুল অনুপম শোভা
গুঞ্জলতা আরও মনোহরা।
হৃষ্টানন পদ্ম যেন, খঞ্জন নয়ন,
ভ্রমরের পাঁতি কেশপাশ,
বিম্বফল সিন্দুর তা, দাড়িম্ব অধর,
উৎপলের বসন বিকাশ,
রক্ত গুঞ্জা অলক্তক লয়ে নানা মালা
সেফালিকা মুক্তাকার ধরে,
মেঘ-চন্দ্রাতপ তলে কাসিয়া চামর,
মরালেরা ঘণ্টা বাদ্য করে ;
শুভ্র বাসে রাধাশ্যাম হেরি' বনশোভা,
কুঞ্জে ব'সে সিংহাসনোপরে ;
তুলসী বিজয়-মালা শ্বেত রক্তোৎপল
বনদেবী পূজা দ্রব্য ধরে !
বৃন্দাজীর প্রার্থনায়, দেবী ফল ফুল
ল'য়ে সেবে, প্রসাদ বিতরে,
সখীবৃন্দ ক্রমে ক্রমে মঞ্জরী সাধক,
ঋতু-যোগ্য ভোগ সেবা করে।

[হেমন্ত-ঋতু বন বিহার]

হেমন্ত ঋতুর বনে নারাঙ্গির ফল
ঝিন্টি কুরুবক আদি ফোটে,
শুক তিত্তিরাজ পাখী পক্ক ধান খায়,
চন্দ্র মল্লিকায় অলি ছোটে।
ছিট বাস পরি এবে রাধাশ্যাম হেরে,
ঋতুপূজা করিছে গ্রহণ,
মাধুর্য্য দর্শন করি সখীবৃন্দ সবে
সেবা কার্য্যে হয় নিমগন।

[শিশির-ঋতু বন বিহার]

ভরদ্বাজ হরিতাল পক্ষী সপ্ততালে,
কুন্দফুল কত প্রস্ফুটিত,
পক্ক বদরীতে শুক ধায়, শীতভয়ে
ভ্রমর কুসুমে লুকাইত।
দক্ষিণেতে দিনমণি কর-কর দিয়া
শিশিরের মুক্তা কুড়াইছে,
মূর্ত্তিমতী শীতলক্ষ্মী নায়িকা সাজিয়া,
রাধাশ্যামে আসিয়া ভেটিছে।
রাধিকায় কুন্দমালা পরাল মঞ্জরী,
সে মালা অরুণ রং ধরে,

শ্যামগলে দোলাইতে হয় শ্যামবর্ণ,
রাধাস্পর্শে পীতবর্ণ করে।
ললিতাই যুক্তি দিয়া মিলিতে না দেয়
বিশাখা পরায় ছদ্মবেশ,
মধুপান ইন্দুরেখা ক্রীড়ান্তে করায়,
চম্পক রচিয়া দেয় কেশ,
গান বাদ্যে রাগ দেয় তুঙ্গবিদ্যা সখী
সুদেবী অক্ষের ক্রীড়া রত,
হেন নানা খেলা খেলে রাই সখী সনে
রঙ্গদেবী রঙ্গ করে কত।
ভ্রমর চটক হংস ময়ূর খঞ্জন
শ্যাম-প্রিয়তর হয় শুনি'
কঙ্কন নূপুর চুড়ি ঘণ্টিকার ধ্বনি,
প্রিয়া-অঙ্গ-শোভা অনুমানি।

[শরৎ-বসন্ত যুগ্ম ঋতু বনবিহার]

শরৎ-বসন্ত ঋতু একবনে দুইদিকে,
আসি তথা করেন প্রবেশ।
আম্রের মুকুলে অলি ঝঙ্কারে মালতী ফুলে
পিক ডাকে নবপত্রে বেশ।
অন্যদিকে বিকশিত দাড়িম্বাদি দ্রাক্ষা কত,
যূথী যাতি, পদ্ম শোভে জলে,

নূপুর কঙ্কন জিনি হংস সারসের ধ্বনি,
শোভা হেরি বেড়ায় সকলে।
সখীরা গাঁথিয়া হার পরাইছে শ্যাম রাইয়ে
রাধা মুখে উড়ে ভৃঙ্গগণ,
তুচ্ছ করি পদ্মফুল মুখ-সৌরভে আকুল,
নীলপদ্মে করিছে তাড়ন,
অলি তবু নাহি যায়, পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জি ধায়,
তয়াসে শ্যামেরে ধরে আসি,
কঙ্কন গুঞ্জন সনে হেরিয়া কর চালনে,
শ্যাম মনোমদে রন ভাসি।
অঞ্চল নাড়িছে কভু যায়না অলিরা তবু,
নীল-বাসে মুখ লুকাইল,
সে ভাব হেরিয়া সখী ফোটা পদ্ম আনে দেখি.
উড়ে অলি তাহাতে বসিল ;
রাধা-মুখ নাহি পেয়ে, পদ্ম সনে অলি লয়ে
সখী দূরে সরায়ে আনিল,
তখন প্রশান্ত হন, এদিকে শ্যাম কখন
সখীগণ মাঝে লুকাইল।
রাধিকার মুখ ঢাকা, হয়নি শ্যামেরে দেখা,
খুলে মুখ শ্যাম কোথা বলে,
'লয়ে বুঝি পদ্ম অলি গেল যেথা চন্দ্রাবলী'
মুখ টিপি' সখী কয় ছলে—
'এতই বিহ্বল হ'লে, জড়িত অঙ্কেতে ছি'লে,
তবু নাহি জান সে সন্ধান ?'

ধনিষ্ঠারে কয় ডাকি মোরই দোষ সব সখী
ক্ষুব্ধ মন বড় ম্রিয়মাণ।
তাঁহার আলাপ মুখে, ভ্রমে অন্য সহ সুখে,
বঞ্চিছে আমায় রাতিদিন
বার বার বহুবার দেখি তাঁর এ ব্যাপার,
শৈব্যা দূতী আসে প্রতিদিন।
আমারই অদৃষ্ট দোষ সদাই উৎকণ্ঠা ভোগ;
• না, না, তিনি সর্ব্বগুণময়;
কি করি বল' গো আমি, কেমনে পরাণ স্বামী
পাই, সখি কর গো উপায়।

"ফাটিছে হৃদয় মোর ঘুরে সর্ব্ব তনু,
শরীর হইল মোর প্রাণহীন জনু,
যত কিছু গর্ব্ব মোর সব যাক্ দূরে,
যত মহিমা মোর যাক্ দিগন্তরে,
লজ্জা ধৈর্য্য আদি সব যাক্ মোর ছাড়ি,
শুনহ' ললিতা তোরে বন্দনা যে করি,
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেখাও আমারে,
নতুবা পরাণ মোর যায় দেহ ছেড়ে।"

ললিতা কহিছে 'রাই, এমন করিতে নাই,
শুনে শ্যাম বঞ্চিবে অধিক;'
কৃষ্ণ হেরি কাতরতা, না পারি, অসিল সেথা,
হাস্যমুখী হেরে প্রেমাধিপ।
কিন্তু, একি, বক্ষঃস্থলে নিজ বিম্ব হেরি বলে—
কা'রে বক্ষে ধরিয়াছ, নাথ?

মোর অপমান তরে এনেছ দেখাতে মোরে ?
কথা নাহি ক'ব তব সাথ।

শ্রীকৃষ্ণ—

এ যে বনদেবী , রাই, তোমারই সখীটী তাই,
তব সনে অভিন্ন হৃদয়,
ঘুরে এ যে বনে বনে, তব তরে মোর সনে,
এল' জোরে ধরে বক্ষে রয়।
লহ এরে ছাড়াইয়া তব সখীরে ধরিয়া,
বিব্রত করি'ছে মোরে বড়,
সখীরা হাসিয়া কয়, ধর ওরে সুনিশ্চয় ;
ঘুচিল ধরিতে ভ্রম মূঢ় ;
শ্যাম অঙ্গ মরকত দর্পণে রাধার মত
আকৃতি ফুটিয়া ছিল বুঝে,
সবে হাসে গলাগলি, রাধা নম্রমুখী খালি,
শ্যাম অঙ্কে ধরে, কাল বুঝে।

[গ্রীষ্ম-হিম যুগ্ম ঋতু বনবিহার]

গ্রীষ্ম-হিম ঋতু হেরি বিরাজিত দুইদিকে,
আসি সবে পশে ফুল্লমন,
অশোক শিরিশ চম্প পরিপক্ক আম্র ফল,
ঝিল্লি চাশ টিট্টিভ কুজন।
ওদিকে হেমন্ত-বনে তমাল নারাঙ্গি ফল
পীত ঝিন্টি পক্ষী হরিতাল,

যুগ্ম ঋতু চারু শোভা . বড় অপরূপ হেরি'
বসি শান্ত কাটাইছে কাল।
বৃন্দা আনি পদ্মফুল দেয় শ্যাম করে তুলি'
রাধা ভুলে হইছে মানিনী,
মানে বদনের শোভা বাড়ে অলঙ্কার হ'তে,
'রাখ' মান তব বিনোদিনী ;
শুনি রাই উঠে হাসি' যায় মান প্রেমে ভাসি ;
যুগলের পূজে সখীগণ,
নব মল্লিকার মালা ঝিন্টি পুষ্প আদি দিয়া
করিতেছে ব্যজন বীজন।

[বর্ষা-শিশির যুগ্ম ঋতু বনবিহার]

বর্ষা শিশির ঋতু একবনে আছে ফুটে
ক্রমে সবে বসেন তথায়;
কদম্ব ময়ূর বসে, কেতকী খর্জ্জুর জাম,
একধারে কিবা শোভা পায় ;
কুন্দফুল প্রস্ফুটিত ভরদ্বাজ শব্দ করে,
সপ্ততাল আদি তরু রয়,
দুই ঋতু মধ্যস্থলে বসে হেসে সে যুগল,
শোভানন্দে প্রেমালাপ হয়।
লুকালুকী খেলা করে রাধা শ্যাম সেই বনে,
ললিতা মধ্যস্থ তার হয় ;

আসি শ্যাম দ্রুতগতি ধরিতেছে ললিতায়,
রাই তার পশ্চাতেতে রয়।
বিবাদ করেন ছুঁয়ে 'আমি অগ্রে আমি অগ্রে
ললিতা কুন্দেরে মধ্য মানে ;
রাই-আঁখি আচ্ছাদন, শ্যাম লুকায়িত হন,
যায় রাই শ্যাম অন্বেষণে।
শ্যামেরে তমাল তলে নিজ অঙ্গ-কর বলে
পাইয়া ধরিল দৃঢ়তর,
রাই এর হইল জয় কানু এবে চোর হয়,
প্রেমে প্রাণ তায় গর গর ;
স্বর্ণলতা কুঞ্জে রাই লুকায়েছে, প্রাণনাথে
হেরে বলে নীল স্তম্ভ একি !
শ্যাম অনুমান করি নীলাঙ্গে বিজরী ধরি,
বাহুপাশে রাইয়ে বাঁধে দেখি।
কাহার হইল জিত ? সখী বলে বিপরীত
জিত হ'ল তোমা দোঁহাকার ;
আমরা দুর্ভাগ্যবতী দেখিনু না সে মূরতি,
আমাদেরই হ'ল খালি হার।

[মধু-পান]

বন ভ্রমণেতে শ্রান্ত হইয়া যুগল,
মাধবী মণ্ডপে বসে হ'তে সুশীতল

তৃষ্ণা নিবারিতে তবে শ্রীবৃন্দাসুন্দরী
পুষ্প হ'তে মধু কিছু আহরণ করি
পদ্মপত্র মধুপাত্রে সম্মুখে ধরিল,
নিজ মুখ-পদ্ম বিম্ব তাহাতে হেরিল।
নীল স্বর্ণ পদ্ম এক বৃন্তে বিকশিত,
হেরি' দোঁহে দোঁহারূপ আরও পুলকিত
মধুপাত্রে নেত্রে মুখপদ্ম মধুপান
করিলে কি হয় সত্য তৃষ্ণা অবসান ?
জিহ্বা দিয়া আস্বাদন করিতে গ্রহণ
রাধা করে মধুপাত্র করিল স্থাপন ;
রাধা ঘ্রাণ ল'য়ে শ্যামে দেয় ফিরাইয়া
শ্যাম পুনঃ দেয় রাইএ নিজে কিছু পিয়া ;
চোষক যন্ত্রেতে পূরি' মধুপান করে'
তাঁরা পিলে, সখীরাও পিয়ে পরে পরে।
মোদক লড্ডুক তবে করায় ভোজন,
হইল তখন সবে অনন্দ মগন।
মধুপানে বিহ্বলতা স্খলিত বচন,
কম্পিত হইছে কায়, ঘূর্ণিত নয়ন !
সহস্র সহস্র সবে কৃষ্ণ মূর্ত্তি হেরে,
সহস্র সহস্র রাধা বামে শোভা করে ;
অসংলগ্ন কথা কয় হাস্য বা রোদন,
গদ গদ স্বর, শ্বাস নহে সম্বরণ ;
ক্রমে সবে নিদ্রা যান নিজ কুঞ্জে গিয়া,
বনদেবী রচে শয্যা পূর্ব্বে পুষ্প দিয়া,

মঞ্জরী দাসীরা করে চরণ বন্দন,
পুষ্পগুচ্ছ কিসলয়ে বীজন ব্যজন ,
আলু থালু বেশভূষা, নিদ্রালু নয়ন,
অবশ স্বপন ঘোর, স্খলিত বসন ;
স্বেদবিন্দু মাঝে পুষ্প পরাগ পড়িছে,
চন্দনে কস্তুরী বিন্দু যেন সাজাইছে,
অলঙ্কার রুণু রুণু যেন বাদ্য তান,
মিলায়ে পাখীরা গায় স্বরগের গান ;
ক্ষণিক দীপিছে আলো হাসির বিদ্যুতে,
মুকুতা ঝরিছে যেন দশন পাতিতে,
ক্রীড়ান্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে করিলা গমন,
করেন সলিল ক্রীড়া সহ সখীগণ।

[জল ক্রীড়া]

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি নবঘন পুঞ্জ ভাতি,
উদয় চন্দ্রাংশু জিনি ছটা,
নয়ন প্রভাত পদ্ম, সকল আনন্দ হ্রদ,
যে কটাক্ষ কামবাণ ঘটা,
কেলী শ্রম শ্রান্তি কাযে জল লীলা রঙ্গ সাজে,
লোল হইল কৃষ্ণচন্দ্র মন,
রাই করপদ্ম ধরি কুণ্ডজলে নামে হরি;
সঙ্গে নামে সর্ব্ব সখীগণ,

যেন মত্ত হস্তী বনে, সঙ্গেতে করিণী গণে,
বহু সঙ্গে নামে কুণ্ড জলে,
নিজ সুখে খেলা করে, যাতে শ্রম যায় দূরে,
কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা সনে চলে।”

সখীগণ কেহ তটে কেহ হাঁটু জলে,
হাসি ভাসি শ্যাম অঙ্গে জল সেচে খেলে।
হংস সারসাদি সব জলচরগণ,
জল হ'তে উঠে তটে করে নিরীক্ষণ ;
শ্যামও সবার অঙ্গে করিছে-সিঞ্চন,
মহা জলযুদ্ধ হের' হ'ল আরম্ভন।
শ্রীকৃষ্ণ লুকান হরি' নীলপদ্ম বনে,
গুঞ্জে অলি পদ্ম ভাবি' শ্রীকৃষ্ণ-বদনে ;
সখীগণ খুঁজে খুঁজে শ্যামে নাহি পায়,
না জানি রাধার কর স্পর্শ করে তাঁয় ;
নীলবর্ণ পদ্ম তথা ভাসে এক স্থানে,
সখীগণ বেড়িলেন আসিয়া সেখানে ;
আর্দ্র সখী-মুখে শ্যাম-প্রতিবিম্ব পড়ে,
শত শ্যাম সখী পাশে হের' শোভা করে ;
স্বর্ণ নীল পদ্ম জোড়া অসংখ্য ভাতিল,
চক্রবাক্ হংস মৎস্য নিরবে হেরিল।
তীরে বৃন্দা নান্দিমুখী ছিল কুট্টিমায়,
পুষ্প বরিষয়, রাধাশ্যাম জয় গায় ;
শ্যামের অঙ্গের রাগ রাই অঙ্গে লাগে,
রাধার সিন্দুর ধুয়ে শ্যাম-বক্ষে জাগে ;

করি জল খেলা ধনী উঠে তীরদেশে,
হেম গিরি হ'তে যেন তোয়দ বরিষে ;
শ্যাম-কায় হ'তে থর জল ধারা ঝরে,
নীলচূড়া যেন মুক্তা–একাবলী পরে ;
সিক্ত বাস ত্যজি শুষ্ক করি পরিধান,
বেশভূষা আদি সব করিছে বিধান ;
রাধিকা সাজান শ্যামে পুষ্প আদি দিয়া,
মোহন "দামিনী চূড়া" দিলেন গঠিয়া ;
চম্পকের কলি সহ ময়ূরের পাখা,
কেতকী পুষ্পেতে ঘেরা মুক্তাগুচ্ছে ঢাকা,
সে চূড়ার ছায়া দেখি শ্যাম লালসায়
কেমন সুন্দর ঘুরে ফিরে দেখে তায় ;
পত্রাবলি মকরাদি তিলক অঙ্কন,
চন্দন কস্তুরী বিন্দু কুণ্ডল ভূষণ,
মুখকণ্ঠ বক্ষ কটি চরণ অবধি,
সাজান যে রূপে জাগে পুলক অম্বুধি ।
শ্যামের বামেতে তবে রাধারে বসাল,
সখী তাঁর ভূষা সাজ ধরিয়া লইল ;
কন্যাবেশে সাজি রাই মাধবের সনে
ললিতানন্দদা-কুঞ্জে গেলেন ভোজনে ।
কভু তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জে ভোজন বা হয় ;
বনদেবী বৃন্দাদেশে খাদ্য আহরয় ।
বৃন্দাবনে তরুলতা বারমাস ফলে,
যা' চাবে তা' পাবে সদা, তরু কথা বলে ;

আম জাম লিচু কুল পনস খর্জ্জুর,
কমলা নারাঙ্গা দ্রাক্ষা পেয়ারা কেশুর,
ক্ষীরলা বাদাম কলা আতা পাণিফল,
খরমুজ মেওয়া তাল দাড়িম্ব শ্রীফল।
নানাবিধ পুলিপিঠা মিষ্টান্নাদি আর,
বাটী হ'তে আনে যেই দ্রব্য খাইবার,
স্বয়ং খাওয়ায় শ্যামে রাধিকা বাঁটিয়া
সুবল মধুমঙ্গলও গিয়াছে বসিয়া;
সখা সনে খান শ্যাম দেন রাধা সখী;
ভোজন আনন্দে সবে হন মহাসুখী।
আহারান্তে কুঞ্জ প্রান্তে অনঙ্গ কুঞ্জেতে
বিশ্রামে, তুলসী তথা সেবে মনোমতে।
কৃষ্ণ পাত্রে রাধা খান, মধুতে ললিতা
সুবলে বিশাখা আর সখী ক্রম যথা;
পর পর দেন লেন প্রিয়াজী সবায়,
ভোজনান্তে শ্যাম-বামে বসি শোভা পায়।
সখীরা ঘেরিয়া বসি' তাম্বুল যোগান,
প্রসাদী তাম্বুল রাই করিছে প্রদান।

[শুক শারীর কথা]

বিশ্রামান্তে বাহিরেতে বেদীতে বসিল,
মঞ্জুবাক্ কলোক্তি শুক শারিকা আনিল;
শুক শারী দোঁহে বর্ণে বৃন্দার ইঙ্গিতে,
পুলকিত হ'য়ে সবে লাগিল শুনিতে;

শ্রীঅঙ্গ বর্ণিয়া করে গুণের বর্ণনা,
সখাসখী শুনে হয় সার্থক কামনা !
শারী উড়ে বসে গিয়া ললিতারে ধরে
শুক উড়ে বসে গিয়া সুবলের করে ;
মাঝে রাধাশ্যামে ঘেরি রাজে গোপাঙ্গনা,
সে মোহন বেদী' পরে কি দিব তুলনা ।

শুক । কৃষ্ণপদ সেবি' হ'ল ভূমি চিন্তামণি,
গাভী কাম ধেনু, তরু কল্পতরু গণি ।

শারী । কল্পতরু আশ্রয়েতে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ?
যুগ্মপদ ভাবনাতেই হয় ফলোদয় ।

শুক । নখর কেশর সহ চরণ কমল,
জানূরু মৃণাল কিবা অঙ্গুলিকা দল,
পাদপদ্ম-মকরন্দ ভক্ত মন—ভৃঙ্গ,
খায় দেখ' অহরহঃ করি কত রঙ্গ ।

শারী । রাধা যবে সেবে তায় শোভা আরও হয়,
ঊনবিংশ চিহ্ন পদে, কমলে না রয়,
কৃষ্ণপদ সহ তাই কমল তুলনা
কোন রূপে দেখ' ভেবে কখন চলে না ।
কার জ্যোতি পেয়ে বন শোভা ধরিয়াছে ?
শুক কয় কৃষ্ণ, শারী, রাই করিয়াছে ।

শুক । কেবা বল' আছে বলী শ্রীকৃষ্ণ সমান ?
নিত্য কত দৈত্য নাশি রক্ষে ব্রজধাম !
সপ্ত দিবারাত্রি ধরি ধরেন গিরিরে,
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়ে, পারে কোন বীরে ?

শারী। তা' নয়, সে নন্দরাজ বিষ্ণু আরাধিলে,
সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বর তাঁরে দিলে,
বিষ্ণু মারিয়াছে দৈত্য ; লোকে মিছা কয়,
কৃষ্ণ মারিলেন রক্ষ দৈত্য সমুদয়।
নন্দরাজ পূজা তুষ্ট নিজে গিরিরাজ
স্ব-ইচ্ছায় উঠি রক্ষে ব্রজের সমাজ ;
শ্রীকৃষ্ণ তলায় শুধু অঙ্গুলি ধরিল,
অজ্ঞে বলে, ব্রজ রক্ষা শ্রীকৃষ্ণ করিল।

এরূপ বিবাদ শুক শারী দোঁহে করে,
সখাসখীগণ হৃদি আনন্দেতে ভরে ;
পুষ্পমালা পরাইছে, ফুল বরিষণ,
করে সখী, কৃষ্ণ তাহা করিছে গ্রহণ।
রাধা দেন শ্যামগলে, শ্যামও তাঁহায়,
বিনিময় ফুলমালা উভয়ে পরায় ;
শুকশারী কাল বুঝি পুনঃ রূপ গায়,
শুনিছে আবার সবে মোহিত হিয়ায়।
শ্যামজঙ্ঘা ইন্দ্রমণি-আলান হ'য়েছে,
রাধামন-মৃগী রূপ-রজ্জুতে বেঁধেছে ;
নীলমণি জানুদ্বয় সম্পুট করিয়া
রাই-মননেত্র হরি' রাখে লুকাইয়া ;
উরু নীল-কদলীর মধুময় ফল
রাই-মন-করিণীরে করেছে পাগল ;
কটিগিরি অনুদেশে নিতম্ব-পুলীন,
ঘণ্টি রবে হংসধ্বনি করে অনুদিন ;

বক্ষঃ নীলাকাশে স্বর্ণহার মুক্তামণি,
নির্ম্মল গগণে রবি শশী তারা গণি ;
কম্বু-কণ্ঠ ত্রিরেখায় কাব্যগীত স্থল,
মৃণাল লম্বিত বাহু করপদ্ম দল।
শুক কয়,—কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ হ'তে
শ্রেষ্ঠ হন রূপ গুণ বেণু মাধুর্য্যেতে ;
ত্রিজগত-লক্ষ্মীও হন মোহিত তাঁহায়,
মাতৃগতি দেয় কেবা দুষ্ট পুতনায় ?
মাতারে দেখান দেখ ব্রহ্মাণ্ড বদনে,
সামান্য গোপাল পুনঃ খেলে গোচারণে।
শারী কয়,—রাধারূপে নাহিক তুলনা,
মৌন হ'য়ে থাকি, আমি আর বলিব না।
তবে শুক উড়ি গিয়া কৃষ্ণ করে বসে,
শারী উড়ি ধরে রাধা শ্রীকর হরষে ;
লালন করিছে দোঁহে ল'য়ে শুক শারী,
কৃষ্ণ কন—শুক, কহ রাইয়েরে বিচারি'
রাধা কন—শারী, এবে কহ শ্যাম কথা
শুনিতে এখন ইচ্ছা এ নব বারতা।
তখন আসিয়া শুক রাধা করে বসে,
শারিকাও কৃষ্ণ করে বসি' গিয়া ভাষে।
একে একে অঙ্গ সব করি নিরীক্ষণ,
কীর্ত্তনের ভাণে করে উভয়ে স্তবন ;
শুনি সেই স্তব গাঁথা পক্ষীজাতি মাঝে,
ব্রহ্মা শিব দেবতাও হেঁট মাথা লাজে।

দাড়িম্বের বীজ ফল শ্রীকরে সুন্দর,
দ্রাক্ষা আতাফল আদি খাওয়ান বিস্তর ;
ধন্যবাদ দিয়া দেন ফিরায়ে বৃন্দারে,
"জয় রাধাশ্যাম" গাই', বিশ্রমে পিঞ্জরে।

[অক্ষ ক্রীড়া]

হরিৎ নিকুঞ্জে তথা সুদেবী মন্দিরে,
লভিলা বিরাম পরে পাশক্রীড়া তরে।
বৃন্দা নান্দিমুখী কুন্দ মধ্যস্থ হইল,
কৃষ্ণে দেখাইতে মধু সুবল রহিল ;
ললিতা শিখায় রাইএ, সুদেবী চালায়,
পীত নীলবর্ণ পাষ্টি উভয়ে খেলায় ;
প্রথম রাধার পণ সুরঙ্গ হরিণী,
কৃষ্ণ জয়ে, মধু ধরে বাঁধিছে অমনি।
দ্বিতীয়ে মুরলী পণ শ্রীকৃষ্ণ করিল,
রাধিকা জিতিয়া কাড়ি বাঁশরী লইল।
তৃতীয়ে করিল পণ নিজ রত্নহার,
'মার এই সারি' বটু করিল চিৎকার ;
শারী ভাবে মারে তারে, ভয়ে উড়ে যায়,
তমালের ডালে বসে সবে দেখে তায়।
লুকায়ে শ্রীমধু করে গুটিকা স্থাপন,
মোর জয় হ'ল বলে, উভয়ে তখন।
রাধিকা কৃষ্ণের গজমতিহার ধরে,
কৃষ্ণ রাধা রত্নমালা আকর্ষণ করে।

মধ্যস্থ কহিছে মোরা ঠিক দেখি নাই,
কলহ ছাড়হ, খেল' পুনর্ব্বার তাই ;
শ্রীকৃষ্ণ রাগিয়া পণ মধুকে ধরিল,
ললিতায় পণ তবে রাধাও করিল।
দেখি গোলযোগ মধুমঙ্গল পালায়,
সত্বর ললিতা গিয়া ধরিল তাহায়।
বটু বলে, না হারিতে কর' কেন জোর,
মিছা করি জিত, বটে, তোমরা ত চোর
কলহ দেখিয়া সেই পণ তেয়াগিল,
নিজ নিজ অঙ্গ পণ তখন রাখিল।
হইল কৃষ্ণের জিত ঘটিল প্রমাদ,
ভ্রূকুটি রাধার মুখে আনন্দ বিষাদ।
প্রহরী সুখদা শারা জটিলার পথে,
জটিলা আসিছে বলে আসি সচকিতে ;
সন্ত্রাস্ত সকলে সূর্য্য মন্দিরেতে যায়,
গবাক্ষের পথে কৃষ্ণ সখারা পালায়।

[সূর্য্য-পূজা]

আসিলেন শ্রীজটীলা, উচ্চৈস্বরে কয়—
কুন্দ ! এত তোমাদের দেরী কেন হয় ?
বিলম্ব হেরিয়া আমি আসি অন্বেষিতে,
পূজাদি হয়েছে কিগো বল বিধিমতে।

কুন্দ কয়—পুষ্প আদি চয়ন করেছি,
বিপ্র কিন্তু মিলে নাই অনেক খুঁজেছি ;
তাইত বিলম্ব ; মিলে এক ব্রহ্মচারী,
আসিল না পূজিবারে, শুনে আছে নারী ;
গর্গাচার্য্য শিষ্য তিনি জ্যোতিষে পণ্ডিত,
শ্যামকুণ্ডে রন এক বটুর সহিত।
জটিলা পাঠান শুনি ধনিষ্ঠায় পরে,
বটুকে ভুলায়ে তারে আনিতে সত্বরে।
দক্ষিণা লড্ডুক লোভে বটুকে লইয়ে
আসে কৃষ্ণচন্দ্র শুদ্ধ ব্রহ্মচারী হ'য়ে ;
গলে শুভ্র উপবীত, বস্ত্রে ঢাকা অঙ্গ,
কপালেতে ফোঁটা, লম্বা কোঁচা কাছ বন্ধ
হাতে কোষাকুষী, পুঁথি বগলে লইয়া
সূর্য্যমন্দিরের দ্বারে দাঁড়ান আসিয়া।
প্রণমে জটিলা, তিনি আশীর্ব্বাদ করে,
পূজার ব্যাপার দেখি বটু লোভে পড়ে ;
জটিলা কহিল বধূ পূজা করাইতে ;
তিনি কন, হবে না তা আমার হইতে ;
স্ত্রীলোকের মুখ আমি করি না দর্শন,
তবে শুনি সতী সাধ্বী বধূ তব হন,
দূর হ'তে স্বস্তিবাদে বচন পড়িব,
এরূপে বধূরে তব পূজা করাইব।
মিষ্টান্নাদি পরিতোষে বটুকে খাওয়ায়,
রাধারাণী ব্রতী হন তখন পূজায় ;

মস্তকের আবরণ খোলাই বিধান,
ব্রহ্মচারী কন মিত্রপূজার প্রমাণ।
কুন্দ কয় জটিলায় লজ্জা কিবা হবে,
পুরোহিত সাধু কাছে কে করেছে কবে।
তাঁর আজ্ঞা পেয়ে রাই শিরবাস খুলে,
সে সৌন্দর্য্য শোভা হেরে কৃষ্ণ প্রেমে গলে;
রাই নম্র মুখে নাথে কটাক্ষেতে চায়,
সাত্ত্বিকাদি ভাব ব্যপ্ত হয় সর্ব্ব গায়।
বিশ্বশর্ম্মা নাম মোর ব্রহ্মচারী কয়
কুশাগ্রে ধরিও যেন স্পর্শ নাহি হয়।
স্ত্রীলোক স্পর্শি না আমি পৌরোহিত্যে বর,
কুশাগ্র ছুইয়া মুখে এই মন্ত্র ধর'—
বিশ্বশর্ম্মা পুরোহিতে বরি আজি আমি,
তমোনাশি মিত্র পূজা করাও গো তুমি,
নমো মিত্রে, পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প লও,
নৈবেদ্যাদি নতি স্তুতি বাসনা পুরাও।
জটিলা দক্ষিণা বলি স্বর্ণ আংটি দেন,
দক্ষিণা লই না বলি ব্রহ্মচারী কন;
নৈবেদ্য দক্ষিণা তবে বটুই লইল,
নিত্যপূজা তরে তাঁয় জটীলা কহিল।
মিষ্টান্ন ভোজন তরে করে আমন্ত্রণ,
খাই না, কহেন আমি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ।
জ্যোতিষের জ্ঞান তাঁর জটিলা জানিল,
দেখাতে বধুর কর মানস করিল;

হবে না তা, কন তিনি ছুইনাক' নারী,
সতী উনি, দূর হ'তে দেখিবারে পারি।
দেখি' কর চিহ্ন বলে স্বয়ং লক্ষ্মী হন,
বিপদ দারিদ্র্য নষ্ট যথা উনি রন ;
অপবাদ এরে দিলে হবে সর্ব্বনাশ,
সন্তুষ্ট থাকেন যেন সদা কর আশ ;
পুত্রের আয়ুতে তব বিপদ আছিল,
কেবল এ সতীগুণে রক্ষা সে পাইল ;
ধন্যা এই নারী দেবী সূর্য্যের কৃপায়,
কভু অমঙ্গল এর সম্ভাবনা নাই ;
যতদিন এ কাননে করিব ভ্রমণ,
করাইব এ বধূরে মিত্রের পূজন।
অঙ্গুরী নৈবেদ্য আদি বহু দ্রব্য পেয়ে
আনন্দিত মধু গেল শ্রীকৃষ্ণেরে ল'য়ে ;
সখীগণ সনে রাধা ফিরিলা ভবনে,
রত্নহার ছিঁড়ে, ফিরে কৃষ্ণ দরশনে ;
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে পাই মনে পরিতাপ,
গৃহেতে আসিলা ফিরে ফেলে তপ্তশ্বাস।
মঞ্জরীরা চরণাদি বিধৌত করিয়া
তাম্বুলাদি সেবা করে খাটে বসাইয়া।

রাধাশ্যাম শ্রীচরণ বন্দন করিয়া,
ললিতা বিশাখা আদি চরণ স্মরিয়া,

রামের ইঙ্গিত পেয়ে চারিদিকে সখাগণ,
বটুকে ঘিরিয়া তবে করিলেক আক্রমণ ;
কেহ চক্ষু চাপি ধরে পুঁটুলী কাড়িয়া লয়,
উত্তরী বসন টানে কেহ কাছা খুলে দেয়।
ক্রোধে বটু লাটী ল'য়ে ফিতে ঘুরে মারিবারে,
এক সখা কেড়ে লয় লাটী জোরে ফেলি' তারে ;
তর্জ্জন করিছে বটু আলু থালু উচ্চৈঃস্বরে,
কাঁদিছে রোধের ভরে কভু গালাগালি করে ;

পারিষদ ভক্তবৃন্দে করিয়া পূজন,
স্বরূপ বাবাজী পদ করিয়া স্মরণ,
রামচন্দ্র মিত্র দাস লীলাকথা গায়,
যেন হরিদাস-দাস-দাসত্বে সে পায়।

ইতি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্যলীলা" গীতিকায়
"মধ্যাহ্ন লীলা স্মরণ" নামক চতুর্থ বিলাস সুধাধারা ॥

পঞ্চম বিলাস সুধাধারা।

অপরাহ্ন লীলা।

[অপরাহ্ন—বেলা ৩টা হইতে ৫টা]

১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

[কীর্ত্তন – গৃহে গমন—রাধাভাবে ভোজন]

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ ! শ্রীনিতাই জয় জয় !
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত ! জয় ভক্ত সমুদয় !
স্বরূপ বাবাজী সিদ্ধ পদ স্মরি অনুক্ষণ,
প্রণমিয়া আরম্ভিলা পুনঃ দাস এ লিখন।

[কীর্ত্তন]

শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে ভক্তবৃন্দ সহ রন,
তিন প্রভু অপরাহ্নে কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হন ;
স্বরূপ গোঁসাই গান গৃহ মুখে আগমন,
গোষ্ঠ হ'তে শ্রীকৃষ্ণের সহ গোপ গাভীগণ ;
মহাপ্রভু অনুকরি কৃষ্ণভাবে বাহিরিল,
অদ্বৈত ভবন হ'তে দক্ষিণে ক্রমে চলিল ;
পশ্চিম উত্তর পরে পূরব দিকেতে যান,
ঘরে ঘরে ভক্ত দেখে আনন্দ কীর্ত্তন গান।

নিজ গৃহ পূর্ব্বদ্বারে আসি হন উপস্থিত,
কীর্ত্তন প্রশান্ত হেরি শচীমাতা পুলকিত।
প্রণমি' মাতার পদে বসেন বৈঠকে পরে
মাতা কন কর, নিমাই, বেশ ভূষা স্নান ক'রে
গদাধর, বৈকালিক পূজা দাও নারায়ণে,
উঠাইয়া নারায়ণে ফলাদি দাও ভোজনে।
নারায়ণ উত্থানান্তে ভোগ রাগ আদি হয়,
দাসগণ প্রভু তিনে স্নানাদি বেশ করয়।
মহাপ্রভু স্মরি গোষ্ঠ হ'তে কৃষ্ণ আগমন,
প্রাসাদে উঠেন ভাবে করিবারে দরশন।
গোস্বামী গাহিছে পদ কৃষ্ণের গৃহে গমন,
রাই সখীসনে যথা করিতেছে দরশন।

[রাধাভাবে ভোজন]

ঈশান আদেশে মার ডাকিছে পূজার পরে,
নারায়ণ মন্দিরেতে আরত্রিক দেখিবারে।
আরতি আঘ্রাণ ল'য়ে করে দণ্ডবত সব,
প্রসাদী চন্দন মালা, লয় মুখে স্বস্তি রব।
প্রসাদী আম্রাদি ফল, মিষ্টান্ন ভোজনে রত,
শচীমাতা বাঁটিছেন জনে জনে স্নেহে কত।
শ্রীগৌর ভাবে মনে যাবটে আহার করি
শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত সখী সহ, আহা মরি।
কখন যমুনা তটে কুঞ্জেতে ভোজন হয়,
নিত্যানন্দ বলরাম ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়।

নন্দালয়ে সখা সনে যেন তিনি বসি' খান ;
প্রভুগণ নিজ নিজ ভাবে ভাবাবিষ্ট রন।
ভাব শান্ত হ'লে দাস আচমন করাইল ;
বৈঠক আগারে সুখে ভক্তগণে বসাইল।
স্বরূপ গোঁসাই আদি গুরুবর্গ জন গণ,
প্রভু-তিন—পাত্রামৃত করিছে বসি ভোজন।
চন্দন মাল্যাদি দিয়া শ্রীঅঙ্গ শোভিত করে
নিদ্রা যান শয্যা'পরে ভক্তগণ সেবে পরে।
শেষামৃত খাই' ধৌতি গৃহ, পাত্র, সাধকেরা
গুরুর বামেতে থাকি দেখিছে মাধুরী তারা।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিতাই দোঁহায় করি বন্দন,
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর দোঁহার স্মরি চরণ;
পারিষদ ভক্তগণে করিয়া সবে পূজন,
স্বরূপ বাবজী সিদ্ধ লইয়া পদে শরণ,
রামচন্দ্র মিত্র দাস অষ্টকাল লীলা গায়,
হরিদাস-অনু-দাস-দাসত্ব যেন সে পায়।

২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের—

[শ্রীমতীর রন্ধন। স্নানে মিলন। শ্যামের গোষ্ঠে প্রতিগমন।
গোগণকে আহ্বান। আগমন-গোষ্ঠ।
মাতৃকোলে নীলমণি।]

জয় জয় রাধাশ্যাম ললিতা বিশাখা সখী,
মঞ্জরীর বৃন্দ জয় বৃন্দা কুন্দ নান্দিমুখী ;
স্বরূপ বাবাজী সিদ্ধ পদ স্মরি করি আশ,
নমি পদে সবাকার আরম্ভে প্রবন্ধ দাস।

[শ্রীরাধার রন্ধন]

বিপ্রবেশ করি ত্যাগ কৃষ্ণ হেথা নিজ বেশে
বলরাম সখা সনে মিলিত হইল এসে ;
রাধাও যাবটে আসি বিশ্রমি রাঁধিতে যায়,
সখীগণ ঘিরে তারে করিছে সেবা তথায়
রন্ধন আগারে দ্রব্য ধরিতেছে দাসীগণ,
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি করিতেছে দরশন।
কেহ চুল্লি জ্বালাইল, পাত্র জল কেহ ধরে,
রন্ধন মসলা কাঠ আনিছে খুলি ভাণ্ডারে।
গোধুম মাখন চিনি দুগ্ধ ঘৃত যায়ফল,
কদলী পনস আলু রন্ধন দ্রব্য সকল।
সজ্জিত হইলে ঘরে রাধিকা রাঁধিতে যান,
ভূষণ খুলিয়া, করি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান।
অমৃত কর্পূর কেলী চন্দ্রকান্তি সরপুর,
রসকরা মনোহরা মিষ্টান্ন করে প্রচুর।

এক অংশ নন্দালয়ে পাঠাইতে পাত্রে ধরে,
আর অংশ নিশাকালে রাখে আহারের তরে ;
রাখি স্বর্ণ চৌকি' পরে রাধিকার শ্রীমন্দিরে,
স্নান করাইয়া দাসী বেশভূষা রচে পরে।

[স্নানে মিলন]

কভু গৃহে স্নান করে রাধাকুণ্ডে কভু যান,
কখন বা যমুনায় হয় বৈকালিক স্নান।
বাহিরে অধিক দিন শ্রীকৃষ্ণের দরশনে,
উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠে, তাই যান সখী সনে ;
গোগণ লইয়া কৃষ্ণ বলরামে সখাগণে
বলে হ'ও অগ্রসর ঘুরে আসি মধু সনে,
বনশোভা দরশন করি ভাণ রসরাজ,
খুঁজেন প্রিয়ার দেখা কিসে হয় বনমাঝে।
কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা হেরি শুক দেবী পাশে যায়,
শুনে বার্ত্তা রাধা সখী মিলিতে আসে সেথায়।
জলক্রীড়া আদি করি ফল মিষ্টান্ন আহার,
পুনরায় যান ফিরে সখা সব যথা তাঁর ;
যেই দিন যমুনায় যান রাধা স্নান তরে,
কৃষ্ণ ফিরি নন্দালয়ে যমুনায় যান পরে।
যেদিন রাধিকা গৃহে রন, স্নানে নাহি যান,
গৃহে স্নান সারি ষোল শৃঙ্গারে ভূষিত হন।
দ্বাদশাঙ্গে আভরণ দ্বাদশ প্রকার হয়,
বেশ ভূষা দেখে নিজ দর্পণেতে মণিময়।

কৃষ্ণকথা আলাপন করে সুখে সখী সনে,
নন্দালয় হ'তে আসে চন্দ্রমুখী সেই ক্ষণে,
ধনিষ্ঠার সখী, রাধা জিজ্ঞাসে, "কি করে কানু",
কয় সখী—"শ্যাম আসে গোষ্ঠ হ'তে দেখে এনু,
বিহ্বল হইয়া যান মিলিতে যশোদামাতা,
মুছাইয়া মুখ-ইন্দু জিজ্ঞাসিছে কত কথা।"
ধনিষ্ঠা আসিল তবে, শ্রীরাধা বসায় তারে,
প্রাণনাথ সমাচার আকুল জিজ্ঞাসা করে।

[শ্যামের গোষ্ঠে প্রতিগমন]

সূর্য্য পূজা সাঙ্গ করি বৃন্দা সনে এলে ঘরে,
গোবর্দ্ধন অভিমুখে কৃষ্ণও গমন করে ;
সখাগণ সাথে গোঠে মিশিলে; তাহারা সবে
কেহ ধড়া, কর ধরে, 'ভাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ' রবে,
এই ক্ষণ তব নাম করেছিনু কেহ কহে,
প্রীতি সম্ভাষণে কৃষ্ণ করে ধরি সবে লহে ;
অস্ফুট প্রলাপ কেহ প্রহেলী কহে বচন,
'ওহে সখা না হেরিয়া খুঁজিছিনু এতক্ষণ ;'
অঙ্গে হাত দিয়া কহে,—'একি. ভাই, ক্ষত কেন ?'
রাম কহে 'ওহে মধু কক্ষে বাঁধা ওকি যেন ?'
বটু কয় 'সূর্য্যে পূজি' নৈবেদ্য এ পাইয়াছি,
রবি বাসরেতে আজ কত পূজা করায়েছি।'

রামের ইঙ্গিত পেয়ে চারিদিকে সখাগণ
বটুকে ঘিরিয়া তবে করিলেক আক্রমণ ;
কেহ চক্ষু চাপি' ধরে পুঁটুলী কাড়িয়া লয়,
উত্তরী বসন টানে কেহ কাছা খুলে দেয়।
ক্রোধে বটু লাটী ল'য়ে ফিরে ঘুরে মারিবারে,
এক সখা কেড়ে লয় লাটী জোরে ফেলি' তারে ;
তর্জ্জন করিছে বটু আলু থালু উচ্চৈঃস্বরে,
কাঁদিছে রোষের ভরে কভু গালাগালি করে।
দেখিয়া তাহার দুঃখ দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়া,
বলরাম কৃষ্ণ তোষে তারে শেষে আলিঙ্গিয়া।
বটু কহিতেছে তবে—ব্রহ্মতেজ দেখ মোর,
এখনত হেরে গেলে দেখিলে ত মোর জোর !

[গোগণকে আহ্বান]

এখানে শ্রীকৃষ্ণ গিয়া দাঁড়ান কদম্ব মূলে,
বাঁশীরবে ডাকিছেন গোগণের নাম বলে,-
হরিণী রঙ্গিণী পদ্মা কমলী রম্ভা ধবলী
ভ্রমরী সুনন্দা ধূম্রা কজ্জলী চম্পা শ্যামলী
বংশীপ্রিয়া মনোরমা পদ্মগন্ধা গোদাবরী
ইন্দুপ্রভা গঙ্গা সোণা শ্যামা যমুনা চামরী ;
ঊর্দ্ধপুচ্ছ ঊর্দ্ধকর্ণ চাহি কৃষ্ণমুখ পানে,
হাম্বারবে আসে ধেয়ে, পুলকাশ্রু দুনয়নে ;

শ্রীকৃষ্ণ বুলান কর গো-অঙ্গ বলেন ধরি,'—
ক্ষুধা দূর হ'ল, মাতঃ; চল' ঘরে ত্বরা করি,
বৎসগণ গৃহে কষ্ট পায় তোমাদের তরে,
ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে তারা আর রহিতে নারে।
রাম কৃষ্ণ সাজি তবে বনফুল মালা দিয়া,
গোগণে অগ্রেতে করি চলে বাঁশী বাজাইয়া।
মন্দ মন্দ ধেনু চলে, আকাশেতে দেবগণ
প্রেমিক তরুকে দিয়ে করে পুষ্প বরিষণ।
যশোমতী জননীরে জানাইনু আমি আ'স;
রোহিনী অতুলা মাতা পাক করে স্নেহে ভাসি।
বরিয়াল শাক কন্দ ফল মূল আদি দিল,
অর্দ্ধ ছাদে রাখি অর্দ্ধ সেদিন তারা রাঁধিল।
দাসীরা সংস্কার করে ঘৃত তৈল আদি দেয়,
ধাত্রীগণ ঘন ঘন কৃষ্ণ পথ পানে চায়।
যশোদা পাঠান মোরে তব কাছে লইবারে
লাড্ডুক মিঠাই আদি, শ্রীকৃষ্ণের খাইবারে।

[আগমন গোষ্ঠ]

বৃন্দার প্রেরিত সখী মালতী আসিয়া তবে,
কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা জানাইল তথা সবে।
কস্তুরী তুলসী সহ মিষ্টান্নাদি ত্বরা করি,
পাঠালেন রাধা শুনি' খাইবেন প্রাণহরি।

অট্টালিকা চন্দ্রাগারে শ্যাম দরশন আশে,
ত্বরা সখীগণ সহ পালঙ্কে যাইয়া বসে।
গোগণ চলেছে পথে, গোধূলি সৃজিত হয়,
ঘণ্টাবাদ্য হাম্বা সনে যেন মেঘ গরজয় ;
কৃষ্ণবংশী রাম শিঙ্গা সখাদের বেণুরব,
ময়ূর কোকিল ধ্বনি এককালে উঠে সব।
গোপাল মণ্ডলী মাঝে শ্রীকৃষ্ণ নাচিয়া আসে,
শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া ধূলি অপূর্ব্ব রূপ বিকাশ।
রাধাশ্যাম দুই জনে হয় দৃষ্টি বিনিময়,
রূপ মধু পানে প্রেমে নেত্র ভৃঙ্গ মুগ্ধ রয়।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আকাশেতে দেবগণ,
হেরে শোভা মধুরিমা করে স্তব উচ্চারণ ;
হাস্য-চন্দনেতে মাখি কটাক্ষ-কুসুম দিয়া
বিদায় লইছে শ্যাম রাধারে পূজা করিয়া।

মাতৃ-ক্রোড়ে নীলমণি।

শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে শ্রীরাধিকা জ্ঞান হারা,
ধৈরয ধরিতে নারে যেন পাগলের পারা ;
গুণমালী সখী তবে আসে নন্দালয় হতে,
থালী নামাইয়া কহে কৃষ্ণকথা রাধা সাথে ;
নন্দীশ্বরে আসি কৃষ্ণ জলপান করাইয়া
গোশালে পুর বাহিরে গোগণে রাখিলা গিয়া,

গোধূলি দেখিয়া আর শুনি ঘন হাম্বারব,
গোশালে যশোদা নন্দ রোহিণীয়া আসে সব।
কানায়ে করিয়া কোলে, মুখ চুমে, লয় ঘ্রাণ,
রোহিণীও কোলে লন নিজ সুত বলরাম;
সকলে ছিলেন যেন জীবন্মৃত এতক্ষণ,
কৃষ্ণ দরশনে যেন পাইল সবে জীবন।

যশোদা। এস' বাপ নীলমণি, কষ্ট বড় গোচারণ,
শ্রম শান্তি কর' আসি করিয়ে স্নান ভোজন।
কৃষ্ণ কন,—গোদোহন করা এবে প্রয়োজন;
'ধেনু শান্ত হোক্ পরে,' কহেন নন্দ তখন।
মাতা সনে কৃষ্ণ রাম আসিলেন নিজালয়,
রক্তকাদি দাস সেবে কর মুখ প্রক্ষালয়।
গোয়াল আরতি হয় রত্ন চৌকে বসাইয়া,
বেশ ভূষা করে পরে স্নান আদি সমাপিয়া।
কৃষ্ণের কুশল কথা শুনিয়া রাধিকা হেথা
পুলকিত প্রাণে তবু পাইছে বিরহ ব্যথা।

রাধাশ্যাম পাদপদ্ম করিয়া শিরে গ্রহণ,
ললিতা বিশাখা সখী সবার স্মরি চরণ,
বৃন্দা মঞ্জরীর বৃন্দে করিয়া নতি পূজন,
স্বরূপ বাবাজী সিদ্ধ লইয়া পদে শরণ,
রামচন্দ্র মিত্র দাস অষ্টকাল লীলা গায়,
হরিদাস-অনুদাস-দাসত্ব যেন সে পায়।

ইতি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্যলীলা" গীতিকায় "অপরাহ্ন লীলা" নামক পঞ্চম বিলাস সুধাধারা।

ষষ্ঠ বিলাস সুধাধারা।

সায়াহ্ন-লীলা।

[সায়াহ্ন—সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টা]

১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

[গঙ্গাস্নান—শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন লীলাস্মরণ—ঠাকুর আরতি—বিষ্ণুপ্রিয়ার রন্ধন—নারায়ণ ভোগ—প্রভুর ভোজন—বিশ্রাম]

জয় শ্রীনিমাই নিতায়ের জয়!
জয় অদ্বৈতাদি ভক্ত সমুদয়!
স্বরূপ বাবাজী সিদ্ধ পদ স্মরি,
লিখিছে এ দাস তার পদ ধরি।

[স্নান]

প্রভু ভক্ত সাথে করি গঙ্গাস্নান,
করে বেশভূষা বিবিধ বিধান;
কৃষ্ণ-গোদহন লীলার স্মরণ
হ'লে, ভাবাবিষ্ট হলেন তখন;
অশ্রু কম্প আদি গোস্বামী কীর্ত্তনে,
সেবে ভক্তবৃন্দ ব্যজন বীজনে।
ঠাকুর আরতি হইল সময়,
বিষ্ণুপ্রিয়া রাঁধে ভোগ সমুদয়;
গোস্বামী বিলান প্রসাদ চন্দন,
দণ্ড পরিক্রমা করে প্রভুগণ;

জলযোগ করি বৈঠকে বসিল,
কৃষ্ণ সভা ভোজ স্মরণ করিল ;
স্বরূপ গাইছে সে লীলার গান;
মহাপ্রভু তায় মহানন্দ পান ;

[ভোগ]

নারায়ণ ভোগ দেন গদাধর,
আহারান্তে বসে সব পর পর।
শচীমাতা দেন খাদ্য দ্রব্য নানা,
সুস্বাদু রসাল নাহিক তুলনা ;
দেয় ঈশানাদি আচমন জল,
বিশ্রাম মন্দিরে গেলেন সকল ;
মাতা প্রিয়া আদি আহারাদি করে,
সাধক ভক্তেরা সেবা পান পরে ;
ঈশানাদি খায় করে পরিষ্কার,
তাম্বুলাদি সেবা হয় সবাকার ;
মহাপ্রভু হন পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত,
সাধক সেবিছে হ'য়ে পুলকিত।
নিমাই নিতাই করিয়া বন্দন,
অদ্বৈত গোঁসাই করিয়া পূজন,
ভক্ত পারিষদে করিয়া স্মরণ,
সিদ্ধ বাবাজীর লইয়া শরণ,
রাম মিত্র দাস লীলা কথা গায়,
যেন হরিদাস দাসত্বে সে পায়।

২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের—

[সায়াহ্ন সঙ্কেত—গো দোহন লীলা—
নন্দরাজ সভা—ভোজন।]

জয় রাধাশ্যাম ললিতা বিশাখা,
সখী মঞ্জরীর বৃন্দ পদে আশা,
স্বরূপ বাবাজী পদে ধরি আশ
এ লীলা প্রবন্ধ নমি লিখে দাস।

[সায়াহ্ন সঙ্কেত]

রাধা সখী সনে শ্যাম কথা রত,
হিরণাঙ্গী সখী হ'ল উপস্থিত ;
ধনিষ্ঠা পাঠায় ল'তে কৃষ্ণ তরে
সাঙ্কেতিক মালা, আছে রাধা ঘরে।
মালতী সে মালা আনিয়া দিতেছে,
শ্রীমতী পাঠান ধনিষ্ঠার কাছে।
দীপাবলী তবে জ্বালে ঘরে ঘরে,
রাধিকায় সখী আরত্রিক করে ;
গান বাদ্য কক্ষে নাচ মনোরম,
চামর ব্যজন সুগন্ধ সিঞ্চন।
চন্দ্রকলা সখী নন্দালয় হ'তে
আসি কৃষ্ণ কথা লাগিলা কহিতে ;-
স্নান করি কৃষ্ণ সাজিয়া শৃঙ্গারে
দেব নারায়ণে প্রণামাদি করে ;

সুবল মঙ্গলে পার্শ্বেতে বসায়,
যশোদা মিষ্টান্ন সবায় খাওয়ায় ;
আহারান্তে যবে বিশ্রামে বসিল,
সুবল সঙ্কেত মালাটী পরাল' ।
ধনিষ্ঠা কৃষ্ণের অধর অমৃত,
তব তরে দিয়া করেছে প্রেরিত,
উঠ' খাও গিয়া ভোজন আগারে,
সখীসনে রাধা যান ত্বরা করে ;
প্রসাদ মঞ্জরী সাধক পাইল
পরম আনন্দে পরিতোষ হ'ল ।

[গো-দোহন লীলা ।

নন্দালয় হ'তে গো-দোহন তরে
হেনকালে কৃষ্ণ চলেন বাহিরে,
অগ্রে বলরাম দুই সখা পাশে
কাঁধে হাত দিয়া চলে কৃষ্ণ হেসে,
দাসগণ যায় যষ্টি রজ্জু লয়ে,
পশ্চাতে ব্যজন বীজন করিয়ে ।
রাধিকা সে শোভা বিহ্বল দেখিছে,
সে রূপ মাধুরী সখী দেখাইছে ;
খট্টার উপরে উচ্চ স্থানে বসে
ভ্রাতা সহ নন্দ ভাসিছে হরষে ।
বৃহৎ কলসী সে স্থানেতে রয়,
দুগ্ধ দোহি গোপ সে কুম্ভ পূরয় ;

ভার ভার দুধ বহে ভারীগণ,
পিতল কটাহে হ'বে আবর্ত্তন ;
গোপীগণ ধীরে আবর্ত্তন-ঘরে,
নিয়মিত দুধ মন্থনাদি করে।
রাম কৃষ্ণ নমি' পিতাকে তখন,
যমুনাদি গাই করিছে দোহন ;
দোহনান্তে বৎস্য দুগ্ধ পান করে ;
দাঁড়ান কানাই অধরে
কদম্বের তলে নর্ম্মসখা সনে
বাদ্য নৃত্য রত সুমধুর গানে ;
গাভীরা বৎসাঙ্গ করিছে লেহন,
গাভী অঙ্গ কৃষ্ণ করিছে লালন,
বৎস্য ত্যজি দুগ্ধ চাটে কৃষ্ণকর,
গাভী দুগ্ধ ধারা ঝরে ঝর ঝর,
দাসগণ পাত্র পূর্ণ তাহে করে,
নন্দের সম্মুখে ল'য়ে গিয়া ধরে,
বিনা দোহনেতে এত দুগ্ধ ক্ষরে,
বিস্মিত শ্রীনন্দ পাঠাইলা তারে।
অগুরু চন্দন ধূপ দীপ দিয়া
গোগণেরে দেয় খাদ্য সাজাইয়া,
নন্দ রাম কৃষ্ণ ফিরিল তখন,
ভার ভার ল'য়ে চলে দাসগণ।
অপূর্ব্ব সুন্দর গোদোহন লীলা,
রাধা সখীগণ সকল দেখিলা ;

আসিয়া পর্য্যঙ্কে বিশ্রাম করিছে
কুটিলা আসিয়া তথন কহিছে,—
'খেয়ে শ্রান্তা গিয়া করেছে শয়ন,
এস' বধূ এবে করিবে ভোজন।'
বিশাখা কহেন সূর্য্যপূজা করি'
শ্রান্ত সখী, খাদ্য হেথা আনি ধরি।
রাধা খান শ্যাম- অধর অমৃত,
অন্য খাদ্য তাঁর নহে অভিপ্রেত ;
ধনিষ্ঠা জানিয়া নন্দালয় হ'তে
খাদ্যাদি পাঠান রাধায় খা'য়াতে।
তুলসী কস্তূরী লইয়া তা' আসে,
নাথ কথা তায় শ্রীমতী জিজ্ঞাসে।

[নন্দ রাজসভা]

দুগ্ধ আদি রাখি পূজি নারায়ণে,
রত্ন দীপ জ্বালি বসেন ভোজনে ;
নন্দ মধ্যখানে রাম কৃষ্ণ পাশে.
আর বন্ধুবর্গ যথাস্থানে বসে ;
নিজ পাত্র হ'তে নন্দ কৃষ্ণ রামে,
দেন দ্রব্য যাহা সুস্বাদু ভোজনে ;
তুঙ্গ ঠাকুরাণী দিতেছে বাঁটিয়া,
আহারান্তে সেবে দাসেরা আসিয়া।
দূত আসি কয় সভার ঘটন,
বন্দী পাঠকাদি বাদকাগমন ;

রামকৃষ্ণে রাজ বেশে সাজাইয়া
ক্রমে উপস্থিত সভায় আসিয়া।
বন্দী পাঠকাদি জয় রব করে,
সবে বসে ক্রমে আজ্ঞা পেলে পরে ;
নন্দ রাম কৃষ্ণে ক্রোড়েতে লইয়া,
অপূর্ব্ব শোভায় রহেন বসিয়া ;
চন্দ্রের উদয়ে উদয় অচলে,
দর্শক হৃদয় জলধি উথলে,
সুহাস্য কুমুদ হ'ল বিকসিত,
নয়ন চকোর হ'ল প্রমোদিত,
রাম কৃষ্ণ রূপ হাস্যে হর্ষ জাগে,
ভাটগণ বন্দে পঠে অনুরাগে ;
গীত সনে কয় স্তুত বংশাবলী
ধন রত্ন পায় অঞ্জলি অঞ্জলি ;
সুবর্ণ গবাক্ষে অট্টালিকা' পরে
যশোদা রোহিণী হর্ষে স্নেহে হেরে।
অধিক রজনী হইল দেখিয়া
রাম কৃষ্ণে মাতা আনে ডাকাইয়া।
রামকৃষ্ণ আসি মিশ্রি দুগ্ধ পিয়া
পৃথক্ শয়নে নিদ্রা যান গিয়া।
যশোদা রোহিণী করেন ভোজন,
পাঠাইলা এই দিব্যান্ন ব্যঞ্জন,
কৃষ্ণের অধর- অমৃত লুকায়ে
ধনিষ্ঠা দিলেন তাহাতে মিশায়ে ;

মধু বলিয়াছে— লুকায়ে উঠিয়া
কৃষ্ণ চন্দ্রশালে আছেন বসিয়া ;
তব চন্দ্রশালে করে নিরীক্ষণ,
অভিসারে হ'বে কখন মিলন।
সখী সনে রাধা করিয়া ভোজন
চন্দ্রশালে ত্বরা করেন গমন ;
কৃষ্ণমুখচন্দ্র করিয়া দর্শন
হন পরস্পরে নিদ্রা নিমগন।

রাধাশ্যাম পদ করিয়া বন্দন,
ললিতা বিশাখা করিয়া পূজন,
সখীমঞ্জরীরে স্মরণ করিয়া
স্বরূপ বাবাজী চরণ ধরিয়া,
রাম মিত্র দাস লীলা কথা গায়,
সেন হরিদাস দাসত্ব সে পায়।

ইতি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্যলীলা" গীতিকায় "সায়াহ্ন লীলা" নামক ষষ্ঠ বিলাস সুধাধারা।

সপ্তম বিলাস সুধাধারা।

প্রদোষ লীলা।

প্রদোষ—রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা

১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

[শ্রীগৌরাঙ্গের অভিসার—শ্রীবাস ভবনে গমন।
শ্রীবাস ভবনে ভক্তগণের মিলন শোভা।
শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তন]

জয় শ্রীনিমাই ! নিতাই অদ্বৈত
জয় ভক্তগণ জয় !
স্বরূপ বাবাজী সিদ্ধ পদ ধরি
দাস লীলা কথা কয়।

[শ্রীবাসভবনে গমন]

শ্রীগৌর শয়নে স্মরি' অভিসার
উঠে গর গর রবে,
শ্রীবাস পণ্ডিত ভবনে গমন
করিতে এখনই হবে।
স্বরূপ গোঁসাই, রায় রামানন্দ,
চলে রূপ সনাতন,
গুরুবর্গ আদি নিতাই ভবনে
সাধক করে গমন ;

মহাপ্রভু আসি নিতাই সহিত
মিলিয়া করে কীর্ত্তন,
অদ্বৈতাদি ভক্ত পরে পরে আসি,
করিলা তথা মিলন।
প্রভুগণ যান মুগ্ধ ভাবাবেশে
শ্রীবাস ভবন দিকে,
কভু বা মন্থর, কভু যান দ্রুত,
ভীত চাহি চারিদিকে।
শ্রীবাস-প্রাঙ্গনে শোভে দীপাবলী,
পুষ্পমালা পত্রদল,
বস্ত্রাদি ঘেরিয়া চৌকি সাজাইয়া
করিয়া পবিত্র স্থল।

[শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তন]

মিলন লীলায় গদাধর বামে
চৌকীতে দাঁড়ান হরি ;
দক্ষিণে নিতাই, অদ্বৈত সুমুখে,
শ্রীবাস স্বরূপ ঘেরি।
চারিদিকে ভক্ত, বামে গুরুবর্গ,
সাধক বামেতে তার,
স্বরূপের গান, গোবিন্দ মৃদঙ্গ,
বাজিছে সুতান সার।

প্রভু-ভক্ত হেরি, নিরখিলা গীত,
নরহরি পদ সেবে,
ভাব অন্তে প্রভু উঠে জনে জনে,
আলিঙ্গন দেন সবে।
সাধকেরা আসি করে দণ্ডবৎ
করে শিরে করার্পণ,
চন্দনে মালায় পূজে প্রভু-অঙ্গ
ধন্য শ্রীবাস অঙ্গন!
শুনিয়া কীর্ত্তন দীব্য প্রেমোন্মাদ,
হেরিয়া রূপ মাধুরী,
গুরুবর্গ পাশে দাঁড়ায়ে সাধক
রহিলা বাহ্য বিস্মরি।

নিমাই নিতাই ভক্তেরে বন্দিয়া
স্বরূপ বাবাজী পূজি,
তাঁর পদ ধরি রাম মিত্র গায়
হরিদাস-দাসত্ব খুঁজি।

শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দরের—

[শ্রীমতীর অভিসার—শ্যাম-আগমন,—শ্যাম রাই কৌতুক লীলা।
শ্যাম-অভিসার—শ্রীমতীর গমন—শ্যাম-রাই মিলন।
যোগপীঠে যুগল মূর্ত্তি।]

জয় রাধাশ্যাম ললিতাদি সখী,
মঞ্জরীর পদে আশ,
স্বরূপ বাবজী সিদ্ধ পদ ধরি'
লীলাকথা গায় দাস।

[শ্রীমতীর অভিসার]

ইন্দুপ্রভা সখী নন্দালয় হ'তে
আসি বলে রাধিকায়,—
সঙ্কেত কুঞ্জেতে শ্যাম-অভিসার
জানাজে আসি তোমায়;
ললিতাদি শুনি সাজায় রাধায়
কৃষ্ণ পক্ষে নীলবাসে,
নীলমণি ভূষা নীলোৎপল মালা
মৃগমদে জ্যোতিঃ নাশে;
শুক্লে শ্বেত বাস মল্লিকার মালা,
চন্দন লেপন কায়,
নূপুর নিক্কন রব করে দূর,
তুলা দিয়া বাঁধি তায়।
বেশভূষা হ'লে তুলসী যাইয়া
সুপ্ত সবে দেখে আসে,

গুপ্তদ্বার দিয়া প্রাণনাথে স্মরি'
চলিয়া রাধিকা আসে।
বাম অঙ্গ আঁখি নৃত্য করে হর্ষে,
পদক্ষেপে পদ্ম ফোটে,
হাসিতে আলোক যেই দিকে চায়,
পুষ্পদল ফুটে উঠে ;
শ্রীরূপ মঞ্জরী দাসীগণ কেহ
তাম্বুল সম্পুট লয়,
কেহ বা মিষ্টান্ন চন্দন কটোরা,
সেবা-যোগ্য দ্রব্য বয়।

[নিকুঞ্জে প্রবেশ]

বৃন্দাবনে আসি যমুনার জল
জানু-মান, হয় পার,
বংশীবটে বৃন্দা হইয়া মিলিত,
সঙ্গিনী হয়েন তাঁর।
কুঞ্জবন মাঝে অষ্টমণি ভূমি,
যোগপীঠ কূর্ম্মাকার,
অষ্টদল পদ্মে চারি সিংহ ধরে,
সিংহাসন উর্দ্ধে তার।
চন্দ্রাতপ ঝোলে, মুক্তার ঝালর
রতনে খচিত থাম,
চিত্রিত কোমল শয্যা সুসজ্জিত,
রম্য পৃষ্ঠ উপাধান।

[শ্যামের আগমন]

বসি কুঞ্জে তথা প্রাণনাথ—পথ
হেরে রাই উৎকণ্ঠিত ;
আসিছে কানাই, ললিতা কহিছে,
হ'ও না এত ভাবিত।
এক সখী তবে শ্যাম আগমন
জানাইল তথা আসি ;
শুনিয়া শ্রীমতী অন্য পার্শ্ব-কুঞ্জে
লুকান আনন্দে ভাসি ;
রাধা প্রতিমূর্ত্তি বহু তথা রয়,
লুকাইল তার মাঝে ;
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া রাধারে না হেরি
বলে কোথা রাই রাজে ?
রাই ত আসেনি, কুসুমচয়নে
আসি মোরা—সখী কয় ;

কৃষ্ণ—

প্রাণ-সখী-গন্ধ পাই কেন তবে
চন্দ্র বিনা জ্যোৎস্না হয় ?

সখী—

তার কাছ থেকে করি অঙ্গ স্পর্শ,
এ গন্ধ মোদের কায়,
তোমা ভুল করে বৃষভানু সুতা,
চন্দ্রাবলী নিকে তায়।

[শ্যাম-রাই কৌতুক লীলা]

বৃন্দার ইঙ্গিতে সে কুঞ্জে প্রবেশি
সুবর্ণ প্রতিমা চুমে ;
শ্যাম শত শত হেরি রাধা মূর্ত্তি
পড়িলেন মহা ভ্রমে।
একটী ধারণ করিয়া বুঝিছে,
ধরিছে মূরতি আর,
নিস্পন্দ রাধিকা রহেছে সুমুখে,
সন্ধান পেলে না তার ;
দেখি শ্যাম ভাব থাকিতে না পারি
রাধিকা হাসিয়া ফেলে ;
ঘুচিল বিভ্রম, মিলিল রতন,
দুলিল প্রাণেশ গলে।
করিতে কৌতুক শ্যাম রাধাবেশ
রাধা শ্যামবেশ পরে,
শ্যামবেশে রাধা কহে সখীদের
তাহারা চিনিতে নারে ;
'ললিতা, বিশাখা, তব সখী ডাকে
যাও হোথা কথা আছে,'
সখী যায়, শ্যাম করে পরিহাস
রাধা বেশ ভাব মাঝে।
না চিনে যুগলে সখীগণ ভুলে
করিছে কৌতুক কত,

হাস্ত, আলিঙ্গন; বিবাদ-সৃজন;
হয় শেষে হরষিত।

[শ্যাম-অভিসার]

কভু শ্যাম আগে করে অভিসার,
উঠি শয্যা হতে যায়,
চন্দ্রশালা হ'তে রাধিকা-বদন
নিরখিয়া উৎকণ্ঠায় ;
বৃন্দাবন মাঝে সঙ্কেত নিকুঞ্জে
শ্যাম গিয়া বসি রয়,
ইন্দুপ্রভা আসি নন্দালয় হ'তে
রাধায় সে কথা কয় ;
লোক ঘুমাইলে মধু দেখি' বলে,
বাঁশরী করি গ্রহণ
উত্তরের দ্বারে হইয়া বাহির
পশে শ্যাম বৃন্দাবন।
বৃন্দার আজ্ঞায় মালতী আসিয়া
তখন রাধায় কয়,—
'বনে লতা পাখী শ্যাম-আগমনে
কিবা আমোদিত হয়!
তোমারে না হেরি' ভিতর বাহির
করে কুঞ্জে, শ্যামরায়,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাতর হইয়া
তব জন্যে উৎকণ্ঠায়।

আমি যলে এসু আসিছে এখনই
তোমার প্রাণের প্রিয়া,
বিলম্ব কর'না বৃন্দাবনেশ্বরি !
সান্ত্বনা কর গো গিয়া ।

[শ্রীমতীর গমন]

শুনিয়া শ্রীমতী উঠে দ্রুতগতি
সখীদের সাজাইয়া,
নিদ্রিত সবাই জানি, চলিলেন
পদ-নূপুর খুলিয়া ;
কালীদহে আসি পরেন নূপুর,
অথবা খুলেন তুলা,
উত্তরের দ্বারে বাহির হয়েন
কিবা রূপ, নাহি তুলা !
কৃষ্ণ-সম্মিলন করিতে চিন্তন
মুখেতে অজ্ঞাতে ভাবে,
পায় লজ্জা তায়, শুনি সেই কথা
যবে সখীগণ হাসে ।
ললিতা বিশাখা থাকি পাশে পাশে,
পথ দেখাইয়া যায়,
রাধা অঙ্গ কান্তি করে গৌরবর্ণ
বৃন্দাবন সমুদয় ।
চরণ কোকনদে পদ্ম ফুটে ভূবে
নত হইয়ে তরু নমে,

ফুলে ঢেলে দিয়া   করিছে অর্চ্চনা,
শশী যেন চলে ভূমে ;
ছাড়িয়া গগণ   চকোর চাতক
তা' হেরি' নামিয়া আসে ;
মৃগ পশু জাগে,   গুঞ্জিছে ভ্রমর,
অঙ্গের সৌরভ আশে।

[শ্যাম-রাই মিলন]

শুনিয়া নূপুর   রাধায় লইতে
অগ্রসর শ্যামরায়,
স্তম্ভিত বিহ্বল   কহিছে শ্রীমতী,—
ওকি, সখি, দেখা যায় ?
ললিতা কহিছে,—   কেন ? ও যে নাথ
শ্রীশ্যামসুন্দর তব,
শঙ্কিতা রাধিকা   সখী-বস্ত্র ধরি'
লুকাইছে অভিনব।
শ্যাম লতান্তরে   দাঁড়ান সরিয়া
যোগপীঠে রাধা আসে,
কল্পবৃক্ষ মূলে   বেদীর উপরে,
বেষ্টিত হইয়া বসে।
অলক্ষিতে শ্যাম   আসি বেদী' পরে,
কহিছে বসিয়া পাশে,—
দৈবজ্ঞ কহেছে   আজি স্বর্ণহার
লাভ হবে অনায়াসে ;

ললিতা কহেন চন্দ্রাবলী আছে
যাও, শ্যাম, সেইখানে ;

কৃষ্ণ—

চারি অক্ষরে নয়, হবে তিন অক্ষরে,
শুনিয়াছি এইখানে।

[যোগপীঠে যুগল মূর্ত্তি]

যোগপীঠে কিবা পুণ্য বেদী পরে,
চতুষ্কোণ মন্দিরেতে,
রত্নদ্বীপ জ্বলে, মণির কপাট,
মণিময় ভিত্তি তা'তে ;
ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ মুক্তার ঝালর,
পুষ্পপাতা সুশোভিত,
যুগল-মিলন সৌদামিনী-ঘন
করে দিক্ আলোকিত ;
চন্দ্রমা তিমির স্বর্ণ নীলমণি
একযোগে ঝলমল
দেখি স্বর্গশোভা সখী মঞ্জরীরা
সাধক হ'ল পাগল।
রাধাশ্যাম পদ, সদ্যঃমুক্তিপ্রদ
করিয়া শিরে বন্দন,
সখী মঞ্জরীর সিদ্ধ বাবাজীর
চরণ করি ধারণ ;

প্রেমমূর্ত্তি রাজে, নিধুবন মাঝে

হেরি বংশীবট মূলে,

রামদাস প্রাণ হইবে নির্ব্বাণ

কবে গো যাইবে গলে।

ইতি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্য-লীলা" গীতিকায়
"প্রদোষ লীলা" নামক সপ্তম বিলাস সুধাধারা ॥

অষ্টম বিলাস সুধাধারা।

নক্তকাল লীলা।

[নক্তকাল—রাত্রি ১০টা হইতে ৪টা]

[শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুর কীর্ত্তন ও নৃত্য—জলক্রীড়া—ভোজন—শয়ন]

১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

জয় শ্রীনিমাই ! নিতাই জয় !
অদ্বৈতাদি জয় ভক্ত সমুদয় !
স্বরূপ বাবাজী চরণ ধরে।
লীলাকথা দাস আরম্ভ করে।

[প্রভুর কীর্ত্তন ও নৃত্য]

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রাঙ্গন মাঝে,
গৌরাঙ্গ নিতাই অদ্বৈত রাজে ;
ভক্তেরা বেষ্টিত প্রণত রয়,
যোগপীঠ মিল ভাবনা হয়।
স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক ফুটে,
স্বরূপ গোঁসাই সঙ্গীত ছুটে ;
অরণ্য ভ্রমণ বাঁশরী ধ্বনি,
পুষ্প ছুড়াছুড়ি লীলার খনি,
মধুপান নৃত্য ক্রীড়াদি নীরে,
রাধাশ্যাম লীলা ভাবিছে ধীরে ;
নৃত্য করি, মুখে বাজান বাঁশী,
মৃদঙ্গ মন্দিরা অজ্ঞান নাশি ;

প্রভু নৃত্য করে, নয়ন জলে,
সিক্ত ভক্তকায়, বিহ্বল চলে ;
সুরধুনী তীরে পৌঁছে আসি',
হেরে গঙ্গা শোভা আমোদে হাসি,
পদ্মপুষ্পে গঙ্গা চরণ পূজে,
নামে নীরে শ্যামলীলায় মজে।

জল-ক্রীড়া

গদাধর গৌর, অদ্বৈত নিতাই,
শ্রীবাসের সাথে স্বরূপ গোঁসাই ;
জল ছিটাছিটি এরূপে খেলে,
জনে জনে ভক্ত ভাবেতে গলে।

[ভোজন ও শয়ন]

শ্রীবাস উদ্যানে আসিল সবে,
বেদীতে বসিল প্রভুরা তবে ;
কুঙ্কুম চন্দন লেপন হয়,
স্বর্ণহার মালা ভূষা পরয়,
বন্য ফল, মিষ্ট, শ্রীবাস তুষি'
চালার রকেতে খাওয়ায় বসি ;
প্রভুত্রয় ভক্ত আহার সারি'
সাধকে খা'য়ান প্রসাদ তারই ;
তাম্বুলাদি সেবা হইলে পর,
বিশ্রমিছে বসি পালঙ্ক'পর ;

সাধক দাসেরা বীজন করে

পদ সেবে কেহ চামর ধরে ;

শোন প্রভু তিন আপন ঘরে,

স্বরূপাদি শোন বারাণ্ডা ধারে ;

সাধক গুরুর শ্রীপদ সেবে,

বক্ষে ধরি পদ বিশ্রাম লভে ।

তিন প্রভু পদ বন্দন করি'

শ্রীবাস স্বরূপ চরণ স্মরি',

রূপ সনাতন শ্রীপদ ভাবি,

স্বরূপ বাবাজী চরণ সেবি'

রাম মিত্র দাস এ গীত গায়

যেন হরিদাস-দাসত্ব পায় ।

২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের—

[যোগপীঠে যুগল-মিলন—নিকুঞ্জ শোভা—ক্রীড়া। যমুনা পুলিনে—রাসলীলা—শ্রীমতীর নৃত্য—শ্যামের নৃত্য—সখীদের নৃত্য। মধুপান—মণিচুরি—পদসেবা—বিশ্রাম।]

জয় রাধারাণী শ্যামের জয়!
সখী মঞ্জরীর জয় ভক্তচয়!
স্বরূপ বাবাজী চরণে আশ
ধরি লীলা-কথা লিখিছে দাস

[যোগপীঠে যুগল-মিলন]

রাধাশ্যাম শুয়ে পালঙ্ক পরে,
পদ স্পর্শে দাসী জাগ্রত করে;
দোঁহা অপরূপ রচিল বেশ,
ঝলমল মণিমুক্তা অশেষ।
কেশে পত্রাবলী সিন্দুর বিন্দু,
কস্তূরী চন্দন ললাটে ইন্দু।
অলকা তিলক নাসিকা ভালে
কঞ্চুলিকা হার দোলায় গলে।
যোগ পীঠাসনে দাঁড়ান পদ্মে,
অষ্টদলে সখী যুগল মধ্যে;
উপদলে পাশে মঞ্জরী রয়,
অনঙ্গের স্থান গুরুর হয়,
সাধক বামেতে, কেশরে অষ্ট,
দলাগ্রে শ্রীবৃন্দা ভাবিছে ইষ্ট।

বৃন্দা পুষ্পমালা শ্রীঅঙ্গে দেন,
বদনে তাম্বুল করে প্রদান ;
সখী পর পর চন্দন পায়,
আজ্ঞা ল'য়ে দাসী গুরু সাজায় ;
ললিত ত্রিভঙ্গে দাঁড়াল কানু
রাধা মুখ হেরি বাজাল বেণু ;
ষড়ঋতু বন বিহার কথা,
জল লীলা বেণু গাইছে তথা ;
বিপুল সে তান চৌদিক পূরে,
চরাচর শুনে প্রেমেতে ভরে।
কল্পতরু মূল পীঠের ধার,
এ পীঠমন্দিরে চারিটী দ্বার ;
চারিদ্বারে কক্ষ চারিটী রয়,
চারি কক্ষে বেদী চারিটী হয় ;

কুঞ্জ গঠে লতা ছত্র-আকৃতি,
শয়ন ভোজন দ্যূতাদি খেলা,
ওই ঘরে হয় সকাল বেলা ;
কল্পতরু দেয় ঋতুর ফল,
সেবা করে পশু পাখী সকল।

। নিকুঞ্জ শোভা ।

ষোল মঞ্জরীর ষোলটী কুঞ্জ,
আছে পাশে ফলফুলের পুঞ্জ ;

যুগল বেড়ান দেখিয়া শোভা,
বৃন্দাবনরূপ, হৃদয়-লোভা ;
পৃথিবী ধরিছে চরণ চিহ্ন,
ভ্রমর গাঁজিছে না ভাবি' অন্য ;
পত্র ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রিকা পড়ে,
চিত্রিত আসন ভূমিতে গড়ে ;
কন্দর্প এ বন-নৃপতি হয়,
চন্দ্রাতপ-ছিদ্রে চন্দ্রমা রয় ;
মালতী যুথিকা বাতাসে নাচে,
যেন চলে গায় আসিলে কাছে ;
দাড়িম্ব কুসুম সিন্দুর যেন,
বনদেবী সিঁথি সাজায় হেন।
শুক হরিতাল ভারুই পাখী,
রাসলীলা গায় থামিয়া থাকি ;
শ্যাম কয় ভূমি আমার তনু,
নীলবর্ণ রক্তচন্দন রেণু।
রাই কয়—লতে, রোদন কর,
পুষ্প মধুধার ঝরায় দর ;
রাই কন,—লতে, এখন হাস',
অমনি কোরক হয় বিকাশ ;
লতায় লতায় জড়ায় ধরি,
নমে কভু আসি চরণে পড়ি ;
স্বরগ অমরা নন্দন ফুল,
ফুটেছে এখানে করিয়া ভুল ;

এ লতা কুসুমে নারদ' পূজে.
ব্রহ্মা শিব মুগ্ধ এখানে ভজে।

[ক্রীড়া

পুষ্প-বাটিকায় বিশ্রমে আসি,
রাই ফুল ল'তে হয় উল্লাসী;
শাখা উচ্চ, ফুল না পেয়ে তায়,
শ্যাম মুখপানে কাতর চায়।
নামায়ে শাখাটী ধরিল নাথ,
রাই ধরি তায় বাড়ায় হাত;
তবে শাখা ছাড়ি কানাই দেয়,
রাইয়ে ল'য়ে শাখা উঠিয়া যায়;
ঝুলিতে লাগিল রাধায় হেরি'
নামিতে না পারে, হাসিছে হরি।
ললিতা আসিয়া রাধায় ধরে,
হেনমতে খেলি চয়ন করে।
হেনকালে সিংহ গর্জ্জিল ঘন,
ভয়ে করে শ্যামে দু'করে বেষ্টন;
শ্যাম কন,—সিংহে কিসের ভয়
তব কটি হেরে পালাবে নিশ্চয়।
শ্যাম বক্ষে ধরে. রাইয়ের শোভা
নব জলধরে বিজুরী কিবা!
এ শোভা হেরিয়া ময়ূর নাচে,
কেকা গায়, পুচ্ছ বিস্তারি পাছে;

সখীগণ হেরি সুদূর হ'তে
"জয় রাধাশ্যাম" লাগে ধ্বনিতে।

[যমুনা পুলিনে]

যমুনার তীরে ঝুলন কুঞ্জ,
আসিয়া মিলিছে সখীর বৃন্দ ;
যোগপীঠ হ'তে যমুনা পথ,
চারিটী চারু রয় মনোমত।
পুলিন দু'পাশে দুইটী বুর্জ্জা,
স্বর্ণমণি সিঁড়ি বন্ধন সজ্জা ;
তীরেতে বাটিকা লতায় ঘেরা,
জলক্রীড়া দ্রব্য সমূহ ভরা,
বাস অলঙ্কার চন্দন শম
শৃঙ্গারের সাজ আছে সুরম।
নীলবর্ণ যেন যমুনা জল
নীলাম্বরে ঘেরে বন ভূতল,
সাজায়ে সেথানে আরতি করি,
বংশী বটমূলে আসিল হরি ;
বেদী পরে উঠি ত্রিভঙ্গ ঠামে,
বাঁশরী বাজিল কম্পিত তানে ;
যমুনা তরঙ্গ উথলি উঠে,
কমল অঞ্জলি চরণে ফুটে,
শ্যামল বরন যমুনা দেবী.
[illegible] [illegible], হাস্য কৌমুদী,

চকাচকী আঁখি পুলিন হৃদয়,
সারস ধ্বনিতে নূপুর হয়।
বৃন্দাভূমি ভালে তিলক পুলিন,
সব হাস্যময় নহে মলিন।
পরে পরে সখী ধরিলা কর,
বাঁশরী বাজায় মাঝে বংশীধর ;
বৃন্দাজী বাজান মৃদঙ্গ প্রেমে,
যত সখী আসে দ্রুত গমনে ;

[রাস-লীলা]

রাধাশ্যাম মাঝে, মণ্ডলী বাঁধে.
প্রথমে যুগল, দু'য়ে সখী সাজে,
তিনে বৃন্দা আদি বাদিকাগণ,
শ্যাম পদে করে চক্র চালন ;
বাজায়ে বাঁশরী ঢালিয়া মধু,
মণ্ডলেতে ঘোরে হইয়া বঁধু ;
রাধা ছাড়ি বামে সখীরে লয়,
তৃতীয় মণ্ডলে উদয় হয় ;
প্রতি গোপী পাশে ভ্রমণ করি,
পুনঃ রাই পাশে আসেন হরি ;
বাম কর কভু রাইয়ের কাঁধে,
কভু সখী জনে সে করে বাঁধে ;
বাঁশরী দক্ষিণে অধরে বাজে
চক্রে চক্রে ঘোরে বড় অনুরাগে।

থামায়ে সে নৃত্য যমুনা পারে
যান, আসি নাচে পুনঃ এ ধারে ;
ক্রমে নৃত্য খেলা মোহিত সবে,
দেবী মিলে সখী সহিত তবে।
মৃদঙ্গ সুবীণা রবাব বাজে,
বৃহৎ মণ্ডলে সখীরা সাজে,
মহারাস খেলা হইল সেই,
স্থান নাই তথা শ্রীকৃষ্ণ বই ;
জনে জনে পাশে বাজায় বাঁশী,
পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ষে কুসুমরাশি,
বাজিছে নূপুর কুণ্ডল দোলে,
কঙ্কনের ধ্বনি ভ্রমর ভোলে।
প্রতি জন ভাবে আমারই নাথ,
নাচে গায় খালি আমারই সাধ।
অঙ্গকান্তি দ্যুতি ছড়ায়ে পড়ে,
চন্দ্র নীল শোভা কানন ধরে।
অতি শ্রম হ'লে কানাই থামি
কন—রাই ! নাচ' দেখিব আমি

[শ্রীমতীর নৃত্য]

"শুনি নাগরের বাণী নাগর মোহিনী
কতই ভাবেতে নাচে শ্যাম-সোহাগিনী ;
কিবা হস্ত দেহ গতি পদের চালনি,
কিবা সে নয়নভঙ্গি ভ্রূধনু নাচনি,
কিবা সে অঙ্গের শোভা গলিত উড়নী,

খসেছে অঙ্গ বসন এলায়েছে বেণী,
কত তালে কত নাচে ভুবনমোহিনী
সে শোভা দেখিয়া সুখী নাগর গুণমণি ;
হাসি শ্যাম বলে রাই–চিবুকেতে ধরি
যেমন বলি নাচ তেমনি, প্রাণেশ্বরি !
বিষম সঙ্কট তালে বাজাব' বাঁশরী,
ধনু অঙ্ক মাঝে নাচ' বুঝিব কিশোরী ।
না হ'বে ভূষণ ধ্বনি না নড়িবে চীর
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির,
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী,
হারিলে কাড়িয়া লব বেশর কাঁচলী ।
যেমন বলে শ্যাম তেমন নাচে রাই,
ইতি উতি চাই' শ্যাম বাঁশীটী লুকায় ;
সখী বলে রাধার জয়, নাগর হারিল
সকলে কয়, গোপীমণ্ডল হাসিল ।

স্বেচ্ছায় রাধিকা ভঙ্গীতে নাচে,
নাগর যাহাতে আনন্দে হাসে,
করের কম্পন, ভ্রূনেত্র চলে,
নিরব নূপুর কভু বা বলে,
সাধু যেন রাধা চরণ ছুঁয়ে
গদ গদ স্বরে ভজন কহে ;
ভাঙ্গিতে রাধার নর্ত্তন তাল,
দুর্জ্জয় বাঁশরী বাজায় গাল,

সে যবে পৃথিবী ছাড়িয়া উঠে
　　শূন্যে নাচি, নামে শ্যাম সুমুখে ;
শূন্যেতে ঘূর্ণিত দেখে সে নৃত্য
　　গুঞ্জমালা গলে দিলেন কৃষ্ণ ।
থামিলে রাধিকা বৃন্দাদি বলে,
　　শ্যাম এবে তোমা নাচিতে হবে ;
রাধা বলে, তালে বাজাব' বাঁশী,
　　নাচ এসে শ্যাম দেখাও আসি ।
তেমন নাচ' শ্যাম গুণমণি,
　　যে নাচনে নূপুর চায় যেন ননী ।"

[শ্যামের নৃত্য]

"শুনি গোপীদের বাণী গোপিকাবল্লভ,
বাঁশী বাজাইয়া নাচে জগতে দুর্লভ ।
ললিতা ললিতে কয়, ললিত মাধব,
ললিত কলিতে নাচ ললনা বল্লভ ;
বিশাখা বিনয়ে কয়, বিনোদ বিহারী,
বিজন বিপিনে নাচ' বিনোদ নাগরী ,
চিত্রা কহে চিত্তহারি, চতুর চূড়ামণি,
চরণ চালন দেখাও চমক চাহনি ;
ইন্দুরেখা ইঙ্গিতে কয়, হে ইন্দুবদন,
ইন্দুমুখে হেসে হর' ইন্দুমুখী মন ;
চম্পক লতিকা কহে চঞ্চলা জীবন
চম্পক পরাব' কয় চমৎকার মন ;

রঙ্গদেবী কহে রঙ্গে রঙ্গভরা কথা,
রমণ ভঙ্গিতে নাচ' রতিরণ গাঁথা ;
তুঙ্গবিদ্যা কহে তুঙ্গ তালেতে নাচিয়া,
তরঙ্গ তোলহ' নৃত্যে তুণ্ড কাঁপাইয়া ;
সুদেবী কয়ে শুন সুরত রঙন,
সুন্দর নর্ত্তন সুখে কর' সুদর্শন ;
মঞ্জরী সাধক দাসী সবে মিলে কয়,
নাচ' আমাদের মাঝে গাব' তব জয় ।
রাধা কন মৃদুহাসি শ্যাম কর ধরি,
আমি যেই ব'লি তেঁই নাচ' বংশীধারী !
উৎকৃষ্ট তালেতে আমি পাবিকা বাজাব,
একাক্ষরে নাচ নাগরালি ত জানিব ;
না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নয়নের পল,
না নড়িবে নাসামোতি শ্রবণে কুণ্ডল,
না নড়িবে ক্ষুদ্রঘন্টি নূপুর কলাই,
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ।
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ,
সপ্ত-সুরা চিত্রা গায় রাই দেখে রঙ্গ
তুঙ্গবিদ্যা কোবিলাস তাম্বুরা রঙ্গদেবী
ইন্দুরেখা পিনাক বাজায় মন্দিরা সুদেবী ;
চম্পক লতিকা তালে দেয় করতালি,
নানা তালে মানে নাচে সখা বনমালী ।
নানা বাদ্য নানা গান করে সখী মিলি,
নয়নভঙ্গিতে কয়; জানুব নাগরালী,

উদ্ভট তালেতে যদি হার' বনমালী,
চূড়া বাঁশী কেড়ে নিব' দিব করতালি,
জিনিলে রাইরে দিব', মোরা হব দাসী,
হার্‌লে কয়েদ ফাঁসি গোপিকার হাসি।"

সখীদের নৃত্য

নাচিছে নাগর দেখিছে রাই,
কপোল কুণ্ডল নাচিছে তায়;
ঘর্ম্মবিন্দু সারি কপালে শোভে,
অঞ্চলে মুচিছে ভুলিয়া লোভে,
হাত ধরাধরি শ্রীরাধাশ্যাম,
নাচে কি সুন্দর নয়নাভিরাম,
মন্দিরা মৃদঙ্গ বীণার রব,
বেড়ি ঘেরি, সখী নাচিছে সব;
ক্ষিতিতে চরণ, ধনুক পীঠ,
কেশ চুমে ভূমি, ছিলাটী ঠিক,
কঙ্কণ ঝঙ্কার ছাড়িছে বাণ,
ফুল ছুড়াছুড়ি হয় সন্ধান,
মালা গলে গলে পরায় খুলি,
স্কন্ধে গলে কর জড়ায় গলি;
কখন ভূমিতে রাখিয়া কর,
উপরে চরণ নাচে বিস্তর;

কভু একপদ করেতে রাজে,
প্রজাপতি শিখি পালায় লাজে ;
কেহ পদ্ম-কোষ নাচেতে হয়
কেহ অর্দ্ধচন্দ্র যেন দেখায়,
পতাকা উড়ায় কেহ বা ঠাটে,
মৃগশিরা হ'য়ে কেহ বা উঠে ;
সখীদের হেন নর্ত্তন হেরি'
নিজ মালা গলে দিলেন হরি।
বসিলা সবাই, চামর ধরে,
ব্যজন বীজন দাসীরা করে ;
সাধক দাসীরা সে নৃত্য শিখে,
রাধাশ্যাম তাহা ডাকিয়া দেখে ;
যুগল কণ্ঠের প্রসাদী মালা,
সার্থক সাধক পেলে সে বেলা !
চারিযন্ত্র ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী,
সপ্তস্বর বাইশ শ্রুতি মূর্চ্ছনা চৌমণি,
মূর্ত্তিমান যন্ত্রে কণ্ঠে নহে উচ্চারণ
ব্রজনারী স্বতঃসিদ্ধ এ সব বাদন।

[মধুপান]

রাধা শ্যাম যুগ্ম কাঁধেতে ধরে
পাবিকা রাধার বাঁশী কানু করে,
শ্যাম রাইগুণ গাইছে যথা,
রাই শ্যামগুণ পুরিছে তথা

রূপ গুণগান হয় অশেষ

ফুল বরিষণ তায় বিশেষ ;

স্বর্ণ কটরায় পুষ্প মধু আনি

ধরে বৃন্দা বিম্ব পড়ে দুখানি।

শ্যাম—

মধুতে পড়ে যে চন্দ্রমা জাগে,

খাব কি ? কলঙ্ক লাগিবে আগে ;

বৃন্দা—

কলঙ্ক ছানিয়া দিতেছি লও,

দন্তে চন্দ্রমারে পিষিয়া খাও ;

রাই করে দেয় চোষক, মধু

রাধা খাওয়াইছে নাগর বঁধু,

শ্যাম খাওয়াইছে রাইয়েরে বেড়ি

প্রসাদ সখীরা করে কাড়াকাড়ি ;

মোদক লড্ডুক আহার হয়,

স্খলিত বচন গলিত কায়।

[মণি চুরি]

বহু রূপ শ্যাম করিয়া নাশ,

একরূপে বসে রাধার পাশ ;

মধুতে বিহ্বল, কণ্ঠের মালা

গিয়া পৃষ্ঠে ঝোলে ঘুরিয়া গলা ;

বলেন কৌস্তুভ হরিলি মোর,

ও ললিতে, বুঝি এ কায় তোর ?

না আমি না, ও বিশাখা হয়ে,
দাও মণি মোর বলিছে তারে।
সখী জনে জনে খুঁজিল মণি,
না পাই বির্ষদে বসে, অমনি
গলদেশে মালা বক্ষেতে আসে,
মণি পেয়ে হেসে উঠে হরষে ;
মিছা চোর নিন্দা সখীরা বলে,
দণ্ডিব তোমায় চল তা' হলে,
রাধারাণী কাছে কয়েদ হ'বে,
দিনরাত সেথা আটক রবে।
কভু যমুনার সলিল খেলা,
করে শ্যাম রাই বিশ্রাম বেলা।

[পদ-সেবা]

যোগপীঠে পশ্চিমদ্বারেতে আসি
মন্দিরেতে সবে বসেন হাসি ;
নানা খাদ্য ফল ভুঞ্জিয়া পরে
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করে ;
শ্যাম-পদ সেবে ললিতা তবে
বিশাখা রাধার চরণ সেবে ;
চরণ চিহ্নাদি দর্শন করে,
অরুণিমা আভা হৃদয়ে ধরে,
শিরে করে, ঘ্রাণ নাসায় লয়,
চুমিছে কখন, বক্ষে করি রয় ;

রোমাঞ্চ অর্ঘ্য, নৈবেদ্য বক্ষে
অশ্রু আচমন, তাম্বুল বাক্যে ;
অঙ্গুলির ছাতি আরতি করে,
নখকান্তি পঞ্চপ্রদীপ ধরে,
কঙ্কণের রুণু হয় বাদন,
পঞ্চাচারে পদে করে পূজন।

[বিশ্রাম]

সুখে শ্যাম রাই নিদ্রা মগন,
সেবে যথাযোগ্য করি যতন।
রাধাশ্যামে সেবি সাধক দাসী
সখী মঞ্জরীরে সেবিছে আসি,
গুরুদেবী পদে পরেতে সেবে
বক্ষে ধরি কুঞ্জে নিদ্রিত তবে।

যুগল চরণ বন্দন করি,
সখী মঞ্জরীর চরণ স্মরি ;
গুরু মঞ্জরীর শ্রীপদ ভাবি
স্বরূপ বাবাজী চরণ সেবি
কবে রাম মিত্র পরাণ যাবে
কুঞ্জদ্বারী-দাস-দাসত্ব পাবে।

ইতি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের "অষ্টকালীন নিত্যলীলা" গীতিকায় নক্তকাল লীলা" নামক অষ্টম বিলাস সুধাধারা।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু